পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 204 Monday, 24 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২০৪ সংখ্যা ❋ ৯ আষাঢ়, ১৪৩১, সোমবার, ২৪ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বকেয়া টাকা মেটাচ্ছে না রাজ্য সরকার, থমকে যাচ্ছে উন্নয়ন, নবান্নকে চিঠি দিল জিটিএ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুনঃ এতদিন কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে নানাভাবে সরব হয়েছে রাজ্যসরকার। আর এবার রাজ্যের মধ্যেই থাকা জিটিএ নবান্নের উপর চাপ তৈরি করা শুরু করল যে রাজ্যের কাছে যে টাকা তাদের বকেয়া রয়েছে তা দ্রুত ছাড়তে হবে। না হলে পাহাড়ের একাধিক উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যত থমকে যাচ্ছে। এদিকে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কার্যত বকেয়া টাকা পাওয়ার জন্য নানাভাবে চাপ দেওয়া শুরু করেছে বলে খবর। জিটিএর তরফে দাবি করা হচ্ছে যে রাজ্য সরকার তাদের পাওনা সঠিক সময় না দেওয়ার জন্য একাধিক বিল বকেয়া থেকে গিয়েছে। এদিকে এনিয়ে ঠিকাদাররা তাগাদা করছেন। কিন্তু সেই টাকা মেটানো যাচ্ছে না। এমনকী রাজ্যের বাজেটে পাহাড়ের জন্য যে বরাদ্দের কথা বলা হয়েছিল তা পুরোপুরি মেলেনি বলেও তাদের দাবি। এর জেরে সমস্যা ক্রমশই বাড়ছে। তবে সূত্রের খবর, জিটিএ চেয়ারম্যান অনীত থাপার সঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্ক যথেষ্ট নিবিড়। সেকারণে এই বকেয়া পাওনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার ও জিটিএর মধ্যে বড় কোনও সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনা এখনই নেই। তবে টাকা সঠিক সময় না পেলে পাহাড়ের নানা উন্নয়নের কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। সেকারণে দ্রুত সমস্যা মেটানোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বকেয়া আদায়ের জন্য ইতিমধ্যেই জিটিএ রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে

এবার রাজ্য সরকারের তরফে কবে এই বকেয়া টাকা পরিশোধ করা হয় সেটাই দেখার। তবে কেন্দ্রের তরফে যেভাবে বলা হয় যে রাজ্য সঠিক সময়ে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট না দেওয়ার জন্য বকেয়া টাকা পরিশোধ করা যায় না। পাহাড়ের ক্ষেত্রেও অনেকটা তেমন অভিযোগও রয়েছে। খবর সূত্রের। একেবারে বছর ধরে ধরে কোন আর্থিক বছরে কত টাকা বকেয়া রয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। জিটিএর হিসাব অনুসারে নবান্নের কাছে তাদের বকেয়ার পরিমাণ ২৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গেই জিটিএর তরফে বলা হয়েছে অতিরিক্ত কোনও টাকা তারা চাইছে না। রাজ্য সরকার যে টাকা বরাদ্দ করেছিল সেই টাকাটা তারা চাইছে। কারণ সেই টাকা না পেলে উন্নয়ন খাতে বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে। কারণ এই টাকার উপর ভরসা করেই পাহাড়ে একাধিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিতে হয়। কিন্তু টাকা যদি না মেলে তাহলে থমকে যেতে পারে উন্নয়ন।

মাও হানায় শহিদ দুই 'কোবরা' কমান্ডো!

রায়পুর, ২৩ জুনঃ গত কয়েক মাসে, ছত্তীসগঢ়ে মাওবাদিদের মোকাবিলায় আশাতীত সাফল্য পেয়েছে সশস্ত্র বাহিনী। তবে, রবিবার (২৩ জুন), রাজ্যের মাও অধ্যুষিত জেলা, সুকমায় মাও হানায় শহিদ হলেন 'কমান্ডো ব্যাটালিয়ন ফর রেজোলিউট অ্যাকশন' বা কোবরা বাহিনীর দুই জওয়ান। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মী। কোবরা বাহিনী হল, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স বা সিআরপিএফ-এর অভিজাত গেরিলা শাখা। পুলিশ জানিয়েছে, কোবরা বাহিনীর ওই সদস্যদের ট্রাকে একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে মাওবাদীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকেল ৩টে নাগাদ, ছত্তীসগঢ়ের রাজধানী রায়পুর থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে, টিম্মাপুরম নামে এক গ্রামের কাছে। এলাকাটি নিরাপত্তা বাহিনীর সিলগার এবং টেকলাগুদাম শিবিরের মধ্যে অবস্থিত। দুটি শিবিরই জগডোঙ্গা থানার অন্তর্গত।

এই কাজ এখনও হয়নি কেন? কখন যে চেপে ধরবেন মুখ্যমন্ত্রী!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ঘুম উড়ল প্রশাসনের, তৈরি হচ্ছে ফাইল

এবারের লোকসভা ভোটে তৃণমূলের ফলাফল মোটের উপর ভালোই হয়েছে। তবে কলকাতা-সহ একাধিক শহরাঞ্চলে মোটের উপর শাসকদলের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে বিজেপি। তবে ভালো ফল করেও আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ শাসকদল। ইতিমধ্যেই একাধিক ক্ষেত্রে তৃণমূল ভুল সংশোধনের রাস্তায় হাঁটছে। এমনকী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোথাও যাতে শ্লথতা না আসে, কোথাও যাতে কাজ বকেয়া থেকে না যায় সেটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে ইতিমধ্যেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এনিয়ে একাধিক মিটিংয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের চেপে ধরছেন। পুলিশ প্রশাসনের কর্তারও তাঁর ধমকের মুখে পড়ছেন। সম্প্রতি ট্রাকের ওভারলোডিং নিয়ে তিনি বকাঝকা করেছিলেন। সেখান থেকে অবৈধভাবে টাকা আদায়ের বিষয়টিও তিনি সামনে এনেছিলেন। এবার বকেয়া প্রকল্পগুলির উপর জোর দিতে চাইছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত একাধিক প্রশাসনিক বৈঠকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত প্রকল্পের কাদ কতটা হয়েছে, কোন কাজ কতটা

হয়নি। কেন হয়নি, কেন এভাবে প্রকল্পের কাজ পড়ে রয়েছে, এই কাজ করার ক্ষেত্রে আর কী প্রয়োজন সবটা তিনি জানতে চাইছেন। এদিকে এমন একাধিক প্রকল্প সম্পর্কে তিনি জানতে চাইছেন যা হয়তো সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তার নজরে নেই। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র পূর্ত কিংবা বিদ্যুৎ দফতরের উপর নয়, বাংলার একাধিক প্রকল্প সম্পর্কে প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে জানতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেকারণে সব প্রশ্নের উত্তর যাতে ঠোঁটের গোড়ায় থাকে সেকারণে সবরকম উদ্যোগ নিচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা। সমস্ত ক্ষেত্রে ফাইলগুলি আপ-টু-ডেট করার সব চেষ্টা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কী ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন তা ভেবেই চিন্তায় পড়ে যাচ্ছেন একাধিক আমলা। বাংলা ক্ষমতায় আসার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী বার বারই প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন। কেবলমাত্র কলকাতা থেকে প্রশাসন চালানো নয়। একেবারে জেলায় জেলায় ঘুরে প্রশাসনিক বৈঠক করা এই বিশেষ পদ্ধতি নিয়েছিল তৃণমূল সরকার। সেই ব্যবস্থাটা এখনও চলছে। সেখানে জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলার বিভিন্ন দফতরের কর্তারা হাজির থাকেন। সেই সঙ্গেই জেলার ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন মহলের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয় সেই বৈঠকে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক প্রশ্ন করেন। কোথায় কোন প্রকল্পের কাজ আটকে রয়েছে, আর কতটা কাজ করা দরকার, কেন হয়নি তা তিনি জানতে চান। এমনকী কোথাও অনিয়ম হলেও চেপে ধরেন। আর সদুত্তর দিতে না পারলেই মুখ্যমন্ত্রী রোষের মুখে পড়তে হয় সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্তাদের।

নিট-ইউজিসি নিয়ে নতুন করে এফআইআর দায়ের সিবিআই-এর
মহারাষ্ট্রে আটক দুই শিক্ষক

নয়াদিল্লি, ২৩ জুনঃ নিট পরীক্ষায় দুর্নীতির ঘটনায় নতুন করে এফআইআর দায়ের করল সিবিআই। একাধিক রাজ্য থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতরা গ্রেফতার হচ্ছে। বিহার, ঝাড়খণ্ডের পরে এবার মহারাষ্ট্র থেকেও ধরা পড়েছে অভিযুক্ত। একাধিক রাজ্যেই হয়েছে দুর্নীতি। এদিকে সিবিআই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নতুন করে এফআইআর দায়ের পাইয়ে দেওয়ার মতো দুর্নীতির কাজে এরা পারদর্শী। বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডে এই গ্যাং দাপিয়ে কাজ করে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। মোটা টাকার বিনিময়ে যেকোনও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উত্তর-সহ দিয়ে দিত এই গ্যাং। অগ্রিম টাকা দিয়ে পরীক্ষার আগেরদিন প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে যেতেন পরীক্ষার্থীরা। মে মাসের ৫ তারিখে হয়েছিল সর্বভারতীয়

করেছে। জানা গিয়েছে তদন্তকারীদের একটি দল গুজরাত এবং বিহারে রওনা হয়ে গিয়েছে। সেখানেই সবচেয়ে বড় চক্র প্রশ্ন ফাঁসের ক্ষেত্রে কাজ করেছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। নিট পরীক্ষায় একের পর এক দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। ডার্ক নেটে পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র পাওয়া গিয়েছে সেকথা স্বীকার করে নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্র। বিহার থেকে এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে নিটের প্রশ্নপত্র। সভার গ্যাং নামে এক চক্রের নাম উঠে আসছে। বিহারেই রয়েছে এই গ্যাংয়ের ডেরা। একেবারে কর্পোরেট কায়দায় চাকরি মেডিকেল এনট্রেন্স পরীক্ষা। প্রায় ২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন এই পরীক্ষায়। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় ৪ জুন। তাতে ৬৭ জন পরীক্ষার্থী শীর্ষ স্থান দখল করেন। এক নম্বর পেয়েছিলেন তাঁরা। তারপরেই প্রশ্ন উঠতে থাকে। ধাপে ধাপে বেরিয়ে আসে সত্যিটা। প্রকাশ্যে আসে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা। এই ঘটনায় বিহার থেকে ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ড থেকে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আবার মহারাষ্ট্রে লাতুর থেকেও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিরোধীরা এই নিয়ে সরব হয়েছেন। তাঁরা এনটিএর ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজেপি গ্রাস করেছে বলে অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি।

ভোটের পর বুধবার প্রথম রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুনঃ লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে। উঠে গিয়েছে আদর্শ আচরণবিধি। তাই এবার রাজ্যের নানা ইস্যু নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। আগামী সপ্তাহে নবান্ন সভাঘরে মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা। ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ২৬ জুন দুপুর ৩টে নাগাদ সমস্ত দফতরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে থাকবেন সমস্ত দফতরের সচিব ও অফিসাররা। এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আগামীকাল, সোমবার দুটি বিষয় ঘটতে চলেছে। এক, সমস্ত পুরসভার চেয়ারম্যানদের নিয়ে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই, সংসদ শুরু হবে নয়াদিল্লিতে। সেখানে শপথ-সহ আর কী হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন সবাই। তবে মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী বুধবার ২৬ জুন দুপুরে

নবান্নের ১৪ তলায় মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই বৈঠকে সব দফতরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব, অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ অফিসাররাও থাকবেন। এই মন্ত্রিসভার বৈঠক যে খুব হাইভোল্টেজ হতে চলেছে তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। এখান থেকে নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর শুরু হতে পারে রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশনও। সেখানেই মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা হবে। এই মন্ত্রিসভার বৈঠকের বিষয়টি ২০ জুন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছিল। সুতরাং হাতে বেশি সময় নেই। আর তিনদিনের মাথায় নবান্নে হতে চলেছে রাজ্য মন্ত্রিসভার ৫৬ তম বৈঠক। লোকসভা নির্বাচন মিটে যেতেই মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে রাজ্যের নানা অসমাপ্ত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। নতুন কোনও প্রকল্প নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বলেও খবর। আগামীকাল সোমবার নবান্নে জরুরি বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে বাংলার একাধিক পুরসভার চেয়ারম্যান, সচিব এবং অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করা হবে। পুরসভাগুলির উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও থাকবেন ওই বৈঠকে। আসলে শহরের এত কাজ করার পরও এবার ভোট পড়েছে উল্টো দিকে। সেটা নিয়ে একটা চিন্তা আছেই। তাহলে কি কাজে খামতি রয়েছে? উঠছে প্রশ্ন। এই সব নিয়েই আলোচনা হতে পারে বৈঠকে।

নেট কেলেঙ্কারির তদন্তে গিয়ে বিহারে আক্রান্ত সিবিআই

পাটনা, ২৩ জুনঃ নেট কেলেঙ্কারির তদন্তে বিহারে গিয়ে আক্রান্ত হলেন সিবিআই আধিকারিকেরা। রবিবার সে রাজ্যের নওয়াদা জেলার রাজৌলি এলাকায় গেলে হামলার মুখে পড়তে হয় আধিকারিকদের। ভাঙচুর করা হয় তাঁদের গাড়ি। অভিযোগ, প্রায় ২০০ জন গ্রামবাসী ঘিরে ধরেন সিবিআই আধিকারিকদের। প্রাথমিক

ভাবে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে তদন্তের সূত্রে স্থানীয় কাসিয়াডি গ্রামে গিয়েছিলেন সিবিআই আধিকারিকেরা। ছিলেন চার জন তদন্তকারী এবং নওয়াদার একটি পুলিশ ফাঁড়ির মহিলা কনস্টেবল। কিন্তু তাঁদের নকল আধিকারিক মনে করে চড়াও হন বেশ কয়েক জন গ্রামবাসী। ভাঙচুর চালানো হয় গাড়িতে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চার জন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই এই হামলা কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলাকে অন্ধকারে রেখেই ফরাক্কা-গঙ্গা চুক্তি নবীকরণ সম্পন্ন, সংসদে গর্জন করবে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুনঃ দু'দিনের সফরে ভারতে এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন। মোদি-হাসিনার বৈঠকে ফরাক্কা চুক্তির মেয়াদের নবীকরণ করা হয়েছে। ফলে বাংলায় বন্যা হওয়ার আশঙ্কা আরও বাড়ল বলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই ১০টি মউ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে। ফরাক্কা-গঙ্গা চুক্তি সম্পন্ন করার পথে এগিয়েছে এনডিএ সরকার। আর এখানেই আপত্তি বাংলার। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই নতুন করে ফরাক্কা-গঙ্গা চুক্তি সম্পন্ন

করার বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ তুলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এদিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ, শনিবার নয়াদিল্লিতে মোদি-হাসিনার বৈঠকে আবার ফরাক্কা-গঙ্গা চুক্তি নবীকরণ করা হয়েছে। তা নিয়ে বাংলার সরকারকে কিছু জানানোই হয়নি। এই চুক্তি নিয়ে বাংলাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ২০২৬ সালে এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। সেখানে তার আগেই তড়িঘড়ি এই চুক্তি কেমন করে হল? উঠছে প্রশ্ন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি, এই চুক্তি আবার বাস্তবায়িত হলে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বন্যা এবং ভাঙন দেখা দেবে। তাতে বাংলার বিপুল পরিমাণ গ্রামের মানুষ বিপদের মুখে পড়বে। অন্যদিকে আগে যে চুক্তি হয়েছিল তার জন্য রাজ্যকে টাকা দেয়নি কেন্দ্র। গঙ্গা ড্রেজিং এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর এটাই বন্যা ও গঙ্গা ভাঙনের অন্যতম কারণ বলে দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই নিয়ে একাধিকবার কেন্দ্রের কাছে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও এই বিষয়ে নরেন্দ্র মোদিকে একাধিকবার চিঠি লিখেছেন। কিন্তু এই একতরফা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংসদে তীব্র প্রতিবাদ করবে তৃণমূল কংগ্রেস বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের অভিযোগ, রাজ্য সরকারকে অন্ধকারে রেখেই মোদি-হাসিনার বৈঠকে নতুন করে ফরাক্কা-গঙ্গা চুক্তি সম্পন্ন করার পদক্ষেপ করা হয়েছে। এছাড়া আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন, এই ভাঙনের কারণ ফরাক্কা ব্যারাজ। তাই বাংলার বিপুল সম্পদ, কৃষি জমি এবং আমবাঙালির ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতি হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিয়ম অনুযায়ী, কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে যে রাজ্যের ভূখণ্ড অথবা নদীর জলবণ্টন নিয়ে চুক্তি হবে, সেই রাজ্যের মতামতকে বিবেচনা করতে হবে। আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তির জেরে নয়াদিল্লি এবং ঢাকা সহমত হলেও তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। ২০১৭ সালে ফরাক্কা ব্যারেজের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সরব হয়েছিলেন। এখন তিনি এনডিএ সরকারের জোটে আছেন। এসবের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শেখ হাসিনা। ভারতকে 'বিশ্বস্ত বন্ধু' বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

খাস কলকাতায় ফের আরও এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ফাঁস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুনঃ প্রশ্ন ফাঁস, সোশ্যাল মিডিয়ায় লিক, একের পর এক পরীক্ষা বাতিল, চাপানউতোর চলছেই। এরইমধ্যে ফের রাজ্যে আরও এক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ। শ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ২ জনকে গ্রেফতার করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা দু'জনেই বিহারের বাসিন্দা বলে জানা যাচ্ছে। উৎকর্ষ রাজ ও প্রতীক রঞ্জন নামে গ্রেফতার দুই ছাত্র। দু'জনেই পড়ছিল গড়িয়ার নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এদের মধ্যে একজন বি টেক দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া অন্যজন প্রথম বর্ষের পড়ুয়া বলে জানা যাচ্ছে। এদিন ছিল ফোর্থ সেমেস্টারের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষারই প্রশ্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ

ফের সামনে আসছে বিহার যোগ

উঠেছে। ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষ থানায় অভিযোগ দায়ের করলে তদন্তে নামে পুলিশ। তখনই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। দু'জনের ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের এদিন বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এ ঘটনার নেপথ্য কোনও চক্র কাজ করছে কিনা, কলেজের আর কেউ জড়িত কি না সবটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, গড়িয়ার এই কলেজ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি। সেই ম্যাকাউটের প্রশ্ন কীভাবে বাইরে চলে এল তা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে। অভিযোগ, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র প্রশ্নপত্র এক প্রথমবর্ষের ছাত্রকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানোর পরেই তা গ্রুপে গ্রুপে চলে যায়। তবে যে প্রশ্নপত্র বাইরে এসেছে তা পরিবেশবিদ্যার বলে জানা যাচ্ছে।

'নরেন্দ্র মোদি এখন সম্পূর্ণ অসহায়'

নয়াদিল্লি, ২৩ জুনঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে এবার কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। আজ, রবিবার নিট-পিজি পরীক্ষা স্থগিত করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। আর তার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাহুল। এই নিট পরীক্ষার দুর্নীতি নিয়ে গোটা দেশ এখন তোলপাড়। একের পর এক পরীক্ষা বাতিল করতে হচ্ছে। প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে একটা দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন দেশের তামাম বিরোধী দলগুলির নেতা-নেত্রীরা। এই আবহে এবার সরাসরি আক্রমণে নামলেন রাহুল গান্ধি। তাতে তীব্র অস্বস্তি তৈরি হল জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে। আজ রবিবার নিট-পিজি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। তা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের এই পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা হতেই আক্রমণের পথে নেমে পড়েন রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পূর্ণ অসহায় বলে আক্রমণ করেছেন রাহুল। প্রশ্নপত্র ফাঁসের এবং শিক্ষা মাফিয়ার কাছে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ অসহায় বলে নিশানা করেছেন রায়বরেলির কংগ্রেস সাংসদ। এই সরকার ভবিষ্যৎ ছাত্রদের জীবনে সবচেয়ে বড় হুমকি বলে দাবি করেন রাহুল গান্ধি। এই বিষয়টি নিয়ে আজ রাহুল গান্ধি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'এখন নিট-পিজিও স্থগিত হয়ে গেল। এটা আর একটা দুর্ভাগ্যজনক উদাহরণ বিপর্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থায় যা নরেন্দ্র মোদি

শাসনকালে গড়ে উঠেছে।' আগেও একাধিক পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। স্থগিত হয়েছে। আর সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার নির্লিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ কংগ্রেস সাংসদের। তাই এই সরকারকে 'অযোগ্য' বলে খোঁচা দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, 'এখন এটা পরিষ্কার, মোদি যিনি সবসময় নীরব দর্শক হয়ে থাকেন, এখন 'সম্পূর্ণ অসহায়' প্রশ্নপত্র ফাঁসের চক্র এবং শিক্ষা জগতের মাফিয়াদের সামনে। নরেন্দ্র মোদি একটা অযোগ্য সরকার যা বড় হুমকি পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কাছে। আমাদের এখন অবশ্যই দেশের ভবিষ্যতকে বাঁচাতে হবে।' আজ, রবিবার যে নিট-পিজি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল তা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী তারিখ শীঘ্রই জানানো হবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে পরবর্তী তারিখ জানানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'কিছু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার অখণ্ডতা সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি বিবেচনায় নিয়ে, স্বাস্থ্যমন্ত্রক নিট-পিজি প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রক্রিয়াগুলির দৃঢ়তার একটি সরেজমিনে মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা জাতীয় পরীক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ছাত্রদের জন্য।' এইসব ঘটনা নিয়ে ন্যাশানাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি তদন্ত করার জন্য উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এনটিএ'র ডিরেক্টর জেনারেল সুবোধ সিং গোটা বিষয়টি সিবিআইকে তদন্ত করতে বলেছেন।

বাংলায় আবার উঠে এল জঙ্গিযোগ
এসটিএফের গোপন অভিযানে গ্রেফতার একাধিক

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ২৩ জুনঃ আবার বড় সাফল্য পেল রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা থানা এলাকা থেকে জঙ্গি যোগ সন্দেহে কয়েকজনকে পাকড়াও করল এসটিএফ। ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম মহম্মদ হাবিবুল্লা। এসটিএফ সূত্রে খবর, 'শাহাদাত' নামে এক নতুন জঙ্গি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও এই জঙ্গি গোষ্ঠী অত্যন্ত সক্রিয়। তাছাড়া বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন 'আনসার-আল-ইসলামের' সঙ্গেও 'শাহাদাত' জঙ্গি সংগঠনের যোগ আছে। এমনকী ঘুরপথে আল-কায়দার সঙ্গেও যোগ রয়েছে বলে সন্দেহ গোয়েন্দাদের। কাঁকসা থানায় এখন জেরা করছে এসটিএফ। ধৃতদের মধ্যে তিনজন সরাসরি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ এসটিএফের। এদিকে এদের মধ্যে অনেকে আছে যারা স্কুল-কলেজের ছাত্র। তারা জঙ্গি নয়। জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিতে যাচ্ছিল বলে সন্দেহ এসটিএফের। এসটিএফ সূত্রে খবর, ধৃত মহম্মদ হাবিবুল্লার সঙ্গে জঙ্গি সংগঠন 'শাহাদাতের' যোগ রয়েছে। জঙ্গি গোষ্ঠী 'বিপ' নামে একটি গোপন মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দু'পক্ষ যোগাযোগ করে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায় অভিযান চালান রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসাররা। তখনই কাঁকসার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ হাবিদুল্লাকে। অন্যদিকে কাঁকসা থানা থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরত্বে

মীরেপাড়া এলাকায় হানা দেয় এসটিএফ। সেখান থেকে মহম্মদ হবিবুল্লা নামে এক কলেজ ছাত্রকে আটক করে। তার পর চলে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করে। হবিবুল্লা পূর্ব বর্ধমানের বুদবুদ থানা এলাকার মানকর কলেজের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বাংলাদেশের আনসার উল ইসলাম জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বলে জানতে পেরেছে এসটিএফ। ওই জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় তথ্য আদানপ্রদান হতো। হবিবুল্লা এবং তার বাবা মহম্মদ ইসমাইল মুন্না ও পরিবারের কয়েকজনকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। হবিবুল্লার বাড়ি থেকে নথি ও সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া এদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত কাঁকসা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং ইউএপিএ আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে তিনজন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত বলে জানতে পেরেছেন এসটিএফের অফিসাররা। হবিবুল্লার ভাই অষ্টম শ্রেণির ছাত্র তাকেও গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। সবাইকেই কাঁকসা থানায় রাত পর্যন্ত জেরা করেছে এসটিএফ। শনিবার এসটিএফের প্রায় ২০ জনের দল অভিযান চালায়। উল্লেখ্য, রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে হাবিবুল্লাহকে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। জানা গিয়েছে, তাঁর বাবা মহম্মদ ইসমাইল পেশায় গাড়ি চালক। ছেলের গ্রেফতারির পরেই অন্যত্র চলে গিয়েছেন বাবা-মা। বাড়ির দেখভাল করছেন প্রতিবেশীরা।

কোচবিহারের ইসকন মন্দিরে ১০৮ ঘড়া জলে অনুষ্ঠিত হল জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

কোচবিহার, ২৩ জুন ঃ গত শনিবার বাবুরহাটের ইসকন মন্দিরে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এদিন সকাল থেকেই জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে মন্দির চত্বর সরগরম ছিল।মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, মূল পুজোর পর ভক্তিমূলক গান সহযোগে মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহকে স্নানবেদীতে নিয়ে আসা হয়। এরপর বেদীতে বসিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে ফলমূল নিবেদন করা হয়। সেখানে দীর্ঘক্ষণ আরতির পর দুধ, ডাবের জল, গঙ্গাজল, ঘি, মধু, ছানা, মাখন, চন্দন সহ মোট ১০৮ ঘড়া জল দিয়ে চলে স্নানপর্ব। স্নানযাত্রার পর ২০০ ধরনের ভোগ সহযোগে চলে ভোগ নিবেদন পর্ব।এদিন ভক্তদের দেওয়া ঘি, ডাবের জল, মধু এবং নানান উপকরণ দিয়ে স্নানের পর জগন্নাথদেবের জ্বর চলে আসে। তখন তিনি জ্বরলীলায় যান। জ্বরে প্রায় ১৫ দিন ঘরবন্দি থাকতে হয় তাঁকে। ১৫ দিন পর তিনি মাসির বাড়ি যাবেন। সেদিন রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। এবছর ৭ জুলাই রথযাত্রা উসব পালিত হবে। ঐদিন ১৫০০ জন ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।বাবুরহাট ইসকন মন্দিরের উৎসব কমিটির সম্পাদক বিদ্যান নরোত্তম দাস বলেন, ‘ মেনে ঐদিন মন্দিরে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হল। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ঐদিন সকলে জগন্নাথদেবকে স্নান করানোর সুযোগ পেয়েছেন। স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে মন্দিরে প্রচুর ভক্তদের জমায়েত হয়।’

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ শ্যামাপ্রসাদকে স্মরণ রাজ্য বিজেপি, শ্রদ্ধা নিবেদন সুকান্ত-সহ অনেকেরই

কলকাতা, ২৩ জুন ঃ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে তাঁর প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল রাজ্য বিজেপি। রবিবার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়াও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কার্যালয় এবং দেশবন্ধু মেমোরিয়াল পার্ক (কেওড়াতলা মহাশ্মশানে)-এ তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ। শ্রদ্ধা জানান বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও।

ঐতিহাসিক জয়ে আফগানিস্তানের রাস্তায় রাস্তায় হাজারো ক্রিকেটপ্রেমী ভক্তদের বিজয়োল্লাস

কাবুল, ২৩ জুন ঃসুপার এইটের ম্যাচে আফগানিস্তান অস্ট্রেলিয়াকে হারাল। আর এই দিনটা ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী হয়ে থাকল আফগানিস্তানের সমর্থকরা। বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম বারের মতো তারা হারাল ক্রিকেটের পরাশক্তি অস্ট্রেলিয়াকে। তাতে তাদের সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । রশিদদের এমন সাফল্যে উচ্ছ্বসিত দেশের মানুষ। জয় উদযাপন করতে রাস্তায় নেমে পড়েছে হাজার হাজার সমর্থক।সেন্ট ভিনসেন্টে রবিবার সুপার এইটের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ২১ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। ১৪৯ রান তাড়া করতে নেমে আফগানদের বোলিং তোপে ১২৭ রানে অল আউট হয়ে যায় অজিরা।হাজারো হাজারো সমর্থকদের এই বিজয়োল্লাসের দৃশ্যের কিছু স্থিরচিত্র সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সেখানে দেখা গেছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয় উদযাপন করতে খোস্ত প্রদেশে ক্রিকেট সমর্থকদের ঢল।এদিকে ম্যাচ শেষে সমর্থকদের উদ্দেশে সামাজিক মাধ্যমে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন আফগান অধিনায়ক রশিদ খান। তিনি লেখেন, ‘ দেশবাসী, আপনাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আমরা আনন্দিত।’

বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি,২৩ জুনঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

বিজেপি করার অপরাধে পাথরপ্রতিমায় ভাঙলো এক বিজেপি কর্মীর ঘর, অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে

পাথরপ্রতিমা, ২৩ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসার খবর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে এসেছে। শাসকদলের দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে বিরোধীদলের কর্মী সমর্থকেরা। এবার বিজেপি করার অপরাধে এক বিজেপি কর্মীর ঘর ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল শাসক দলের বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে এমনই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঢোলা থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর এলাকায়। বিজেপি করার অপরাধে বিজেপি কর্মীদের ঘর ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল শাসক দলের বিরুদ্ধে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভোলাহাট থানার দুর্গাপুর এলাকায় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা এদিন একটি বিজয় মিছিল বার করে । বিজয় মিছিলের সময় পাঁচ জন বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর দাবি, বিজয় মিছিল বের করার পর তাদের ঘরবাড়ি ও ইঞ্জিন ভ্যান ভাঙচুর করে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা। এমনকি বিজেপি করার অপরাধে প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দেয় শাসকদলের দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল।তৃণমূলের ভূত সভাপতি জ্যোতিষ চন্দ্র হালদার বলেছেন, এই ঘটনার সঙ্গে শাসক দলের কোন যোগ নেই বিজেপি টাকা ভাগাভাগি নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল আর তার জেরে এই ঘটনা। বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ঢোলা হাট থানার পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী দলের মধ্যে চাপানোর শুরু হযেছে গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

গরমে যোগান কম, পূর্ব বর্ধমান গ্রামীণ এলাকাতেও সবজি দাম আগুন

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, গুসকরাঃপূর্ব বর্ধমান জেলার পৌর এলাকার মতোই গ্রামীণ এলাকাতেও আনাজ সবজি দাম আগুন। ক্রেতা সবজি দাম শুনে কিনছে পরিমানে কম। বিক্রেতা দাম বলতে ভয় পাচ্ছে। কেজির দাম না বলে একশো থেকে আড়াইশো মালের দাম বলছে। যেমন পটল আড়াইশো দশ টাকা। লঙ্কা একশো বারো টাকা। ৩৫ - ৪০টাকা থেকে ১৫০-থেকে ২০০টাকা পর্যন্ত। রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিমঘর বর্ধমান হুগলি। প্রচুর আলু মজুত থাকা সত্ত্বেও আলুর দাম ৩৫ টাকা কেজি । পিয়াজ ৫০ - ৬০ টাকা কেজি।কাঁচা লঙ্কা ১০০-১২০ কাঁকরোল ১০০ টাকা উচ্ছে ১০০-১২০ টমেটো ১০০টাকা বেগুন ৮০-১০০ গাজর ৭০ বরবটি ৬০ ক্যাপসিকাম ২০০ ঝিঙে ৪০ ঢেঁড়শ ৫০ মুলো ৬০ কাঁচা পেঁপে ৫০ কুমড়ো ২৫ -৩০ টাকা বাঁধা কপি ৪০-৫০টাকা প্রতি কেজি। ফুল কপি ৪০-৫০ টাকা একটির দাম।গরিবের দিন চলার মতো কম দামে দিয়ে কিছু বেশি কেনা যাবে এমন কিছু নেই । প্রচন্ড রোদ গরমে জেলায় বা পাশ্ববর্তী জেলার উৎপাদিত সবজি বাজারে আসছে কম। কারণ দীর্ঘ তাপপ্রবাহে জমিতে উপাদন হচ্ছে কম। ফলে বাজারে আনাজের আগুন। হাতে দেওয়া যাচ্ছে না ।জামাই ষষ্ঠীর আগে থেকে শুরু হয়েছে। কোরবানি ঈদ অম্বুবাচী শুরু ধর্মরাজ পুজো চলছে। আসছে রথ যাত্রা বিপদতারনী পূজো । ফলে বাজার মূল্য সবজি দিগুন।চাপাকলা ডজন ৮০ টাকা কাঁঠালীও তাই । আপেল ২০০ কেজি আম ৬০-টাকা থেকে ১০০ টাকা শসা ৭০টাকা । লিচু জামাই ষষ্ঠীর পরেই শেষ। এই বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলার গ্রামীণ এলাকায় আনাজ সবজি ও ফলের দাম ।। তবে পৌরসভা এলাকায় থেকে খুব বেশি ফারাক নেই।

নবান্নের বৈঠকে বাদ দুটি পুরসভা, সরব বিরোধীরা, সাফাই ফিরহাদের

কলকাতা, ২৩ জুন ঃ রাজ্যের সমস্ত পুরসভার চেয়ারম্যান, পুরনিগমের মেয়র, বিভিন্ন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং সমস্ত জেলাশাসককে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোমবারের প্রস্তাবিত বৈঠকে পুরুলিয়ার ঝালদা এবং নদিয়ার তাহেরপুর পুরসভাকে বাদ দেওয়ায় প্রশাসনিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজনীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। তবে রাজনীতির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ (ববি) হাকিম।বৈঠকে ডাক না পাওয়া প্রসঙ্গে ঝালদার চেয়ারম্যান সুরেশ বলেন, ‘ অসুস্থ থাকায় বেশ কয়েক দিন পুরসভায় যেতে পারিনি। তবে আমি যত দূর জানি, নবান্নে পুরপ্রধানদের নিয়ে বৈঠকের ডাক আমার কাছে আসেনি। কেন আমাকে ডাকা হয়নি তা-ও আমার জানা নেই।’’সিপিএম পরিচালিত তাহেরপুর পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তমানন্দ দাস বলেন, ‘ উন্নয়নের জন্যই বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে জানি। সেখানে আমরা কেন ব্রাত্য বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়, রাজনৈতিক প্রতিশোধ তুলতেই বৈঠকে ডাকা হয়নি। এটা গোটা তাহেরপুরের মানুষের অপমান।’’পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের ওই নির্দেশিকা নিয়ে আসরে নেমেছেন বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী ওই নির্দেশিকার প্রতিলিপি এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে পোস্ট করে প্রশাসনিক কাজে রাজনীতির অভিযোগ তুলেছেন। তবে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম দাবি করেছেন, ‘ যাঁদের ডাকা প্রয়োজন মনে করা হয়েছে তাঁদেরই ডাকা হয়েছে। যাঁদের প্রয়োজন নেই, তাঁদের কেন ডাকা হবে? এর নেপথ্যে রাজনীতি দেখা ঠিক নয়।’’

জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের পৌরহিত্য করলেন নির্মলা, প্রাক বাজেট নিয়েও বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন ঃকেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ গত শনিবার নতুন দিল্লিতে পণ্য পরিষেবা কর পরিষদ-জিএসটি কাউন্সিলের ৫৩ তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন। নতুন সরকার গঠনের পর এই প্রথম বৈঠকে বসেছে জিএসটি কাউন্সিল। পাশাপাশি এদিনই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অর্থমন্ত্রীদের সঙ্গে প্রাক বাজেট বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ২০২৪-২৫-এ কেন্দ্রীয় বাজেটের জন্য মতামত এবং পরামর্শ লাভের উদ্দেশ্যে এই বৈঠক। নতুন দিল্লির ভারত মন্ডপমে আয়োজিত এই বৈঠকে মন্ত্রীরা ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীদাররা যোগ দেন।

ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ঘাটতি মেটাতে উদ্যোগ বিষ্ণুপুর পুলিশ প্রশাসনের

বাঁকুড়া, ২৩ জুন ঃ ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের যোগানে ঘাটতির খবর নজরে আসতেই তপরতার সাথে পুলিশ কর্মীদের নিয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে পাত্রসায়ের থানা।প্রচন্ড তাপপ্রবাহের কারনে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের যোগান তলানিতে, সংবাদ মাধ্যমে এই খবর নজরে আসতেই বিষ্ণুপুর মহকুমা পুলিশ প্রশাসন অধীনস্থ থানা গুলিকে যতশীঘ্র সম্ভব রক্তদান শিবির সংঘটিত করার নির্দেশ জারি করে।জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সহযোগিতা নিয়ে পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও এই শিবিরে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানোর

অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতি তুঙ্গে, ব্যবস্থাপনা নিয়ে বৈঠক করলেন মুখ্য সচিব

জম্মু, ২৩ জুন ঃএই বছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হচ্ছে আগামী ২৯ জুন, হাতে আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি। চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে গত শনিবার বৈঠক করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্য সচিবন অটল দুল্লু। এদিন অমরনাথ যাত্রার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্য সচিব দুল্লু।বৈঠক শেষে মুখ্য সচিব বলেছেন, আগামী ২৬ জুন থেকে শুরু হচ্ছে অমরনাথ যাত্রা... তাই ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য এই বৈঠক করা হযেছে। আমরা জানতে পেরেছি, অমরনাথ যাত্রার জন্য ব্যবস্থা সন্তোষজনক... তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

বিষমদ কাণ্ডে স্ট্যালিনকে একহাত নিলেন দিনাকরণ, উঠল সিবিআই তদন্তের দাবি

চেন্নাই, ২৩ জুন ঃ তামিলনাড়ুর কাল্লাকুরিচি জেলায় বিষমদ কাণ্ডে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে ডিএমকে সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন এএমএমকে (আম্মা মাক্কাল মুন্নেত্রা কাজাগাম)-এর সাধারণ সম্পাদক টিটিভি দিনাকরণ। এই বিষমদ কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।রবিবার দিনাকরণ বলেছেন, এটি ডিএমকে সরকারের ব্যর্থতা। এই মৃত্যুর জন্য ডিএমকে নেতৃত্বই দায়ী। এই ঘটনার কারণে, তিন মাস হয়তো এই বিষাক্তঃ মদের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকবে, কিন্তু তার পরে, তা আবারও পুরানো সময়ে ফিরে আসবে। মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন মানুষের মুখোমুখি হতে ভয় পান, তাই তিনি এখনও পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেননি। এএমএমকে এই বিষয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি করেছে।

ভাইপোকেই নিজের উত্তরসূরি ঘোষণা করলেন মায়াবতী

লখনউ, ২৩ জুন ঃ বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-তে অনেক বড় দায়িত্ব পেলেন আকাশ আনন্দ। রবিবার ভাইপো আকাশ আনন্দকেই নিজের উত্তরসূরি ঘোষণা করলেন মায়াবতী। বিএসপি নেতা এস মালিক বলেছেন, জাতীয় সমন্বয়কের দায়িত্ব নেবেন আকাশ আনন্দ।উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিএসপি প্রধান মায়াবতী রবিবার সকালে লখনউতে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। লোকসভা ভোটে অত্যন্ত খারাপ ফলাফল নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়।

ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য পৃথিবী সুরক্ষিত হওয়া উচিতঃশিবরাজ সিং চৌহান

রাঁচি, ২৩ জুনঃ একটি গাছ মায়ের নামে’’ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে রবিবার চারাগাছ রোপণ করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। রবিবার সকালে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচির আইসিএআর-এ চারাগাছ রোপণ করেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।পরে তিনি বলেন, ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চরণে প্রণাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে এখন থেকে শুরু হচ্ছে এক চমকপ্রদ অভিযান। বিজেপি কর্মীরা এবং জনসাধারণও এই অভিযানে যোগ দিচ্ছেন 'এক পেড় মা কে নাম'। ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য পৃথিবী নিরাপদ হওয়া উচিত এবং সেই কারণেই পরিবেশ বাঁচানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বৃক্ষরোপণ... পরিবেশ বাঁচাতে আমরা সেই অভিযান শুরু করেছি।

তৃতীয় দিনে পড়ল অতিশীর অনশন, হরিয়ানা সরকারকে তোপ দিল্লির জলমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন ঃরবিবার তৃতীয় দিনে পড়ল দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশীর অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন। রবিবার সকালে অনশন মঞ্চ থেকে হরিয়ানা সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন তিনি। অতিশী বলেছেন, আমি অনশন করছি, দিল্লিতে জলের বিশাল সঙ্কট রয়েছে। দিল্লির নিজস্ব জল নেই। দিল্লির সব জলই আসে প্রতিবেশী রাজ্য থেকে। দিল্লিতে মোট জল ১০০৫ এমজিডি। যার মধ্যে ৬১৩ এমজিডি (প্রতিদিন মিলিয়ন গ্যালন) হরিয়ানা থেকে আসে, কিন্তু গত ৩ সপ্তাহে, হরিয়ানা তা কমিয়ে দিয়েছে।অতিশী আরও বলেছেন, তারা (হরিয়ানা) দিল্লিকে জল দিচ্ছে না... হরিয়ানা সরকার বলছে তাঁদের কাছে জল নেই, কিন্তু গত শনিবার কিছু মানুষ হাথনি কুন্ড ব্যারেজে গিয়ে দেখিয়েছে যে হাথনি কুন্ড ব্যারেজে জল আছে, কিন্তু যে গেট থেকে দিল্লির জন্য জল ছাড়া হ.তা বন্ধ করা হয়েছে এবং সেখান থেকে জল ছাড়া হচ্ছে না।

ফের সাফল্য ইসরো-র, আরএলভি-র চূড়ান্ত অবতরণের পরীক্ষাও সফল

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন ঃ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) ফের সাফল্য পেল। পুনরায় ব্যবহারযোগ্য উৎক্ষেপণ যান আরএলভি-র তৃতীয়বার তথা চূড়ান্ত অবতরণের পরীক্ষা সফল হয়েছে বলে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর তরফে রবিবার জানানো হয়েছে।পুষ্পক নামের এই উৎক্ষেপণ যানটি রবিবার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অবতরণ করার সক্ষমতা দেখায়। এর ফলে ইসরো পুনরায় ব্যবহারযোগ্য উৎক্ষেপণ যান মহাকাশে পাঠানোর যোগ্যতা অর্জন করলো।

ট্রেনের সংরক্ষিত কামরায় ট্রলি ব্যাগ ভর্তি গাঁজা উদ্ধার, ছড়ালো চাঞ্চল্য

আদ্রা, ২৩ জুন ঃট্রেনের সংরক্ষিত কামরা থেকে ট্রলি ব্যাগ ভর্তি লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার। শনিবার রাতে ভুবনেশ্বর-নিউ দিল্লি তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত কামরা থেকে বিশাল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ট্রেনে উপস্থিত টিকিট কালেক্টর ও রেল পুলিশের বিষযটি নজরে আসতেই দক্ষিণ- পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের আনাড়া রেলওয়ে স্টেশনে খবর দেওয়া হয়।সেই মতো আনাড়া স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছতে আরপিএফ ও জিআরপিএফের আধিকারিকরা সেই ট্রলি ব্যাগটিকে নামান। দেখা যায় সেই ট্রলি ব্যাগের মধ্যে ১১ প্যাকেট গাঁজা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে সংরক্ষিত কামরায় কীভাবে গাঁজা ভর্তি ওই ব্যাগটি এল? খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৪ জুন মার্ট ঃ মঙ্গলবার, ৯ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৪ জুন ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ৪, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৯ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ জুন মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৭শতকরা এবং ৭৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার-সকাল ৮টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৮মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৭ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।
বৃষভ রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব উন্নত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করুন। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য পুঁজির অনুরোধ করতে পারেন। সংসারে শান্তি।
মিথুন রাশিঃআপনার সন্দেহ প্রকৃতি আপনাকে পরাজয়ের মুখ দেখাতে পারে। বিবাহেরলযোগ
কর্কট রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন।
সিংহরাশিঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। বাড়িতে অতিথি
কন্যারাশিঃআপনার রাগের ফলে তুচ্ছ কারণ বড় হয়ে দেখা দেবে- যা শুধুমাত্র আপনার পরিবারের সদস্যদের বিপর্যস্ত করবে।শুভদিন
তুলারাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। শুভ রং লাল।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, যেহেতু ক্ষীণ শরীর আপনার মনকেও দুর্বল করে দেয়।
ধনু রাশিঃ আর্থিক ব্যয় হতে পারে
মকর রাশিঃস্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং সব জিনিস ঠিকঠাক করে রাখুন। বাড়িতে অতিথি আসবে
কুম্ভ রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে।। **মীন রাশিঃ** আপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে। আজ, কোনও পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আপনার ঋণখেলাপীর কাছ থেকে নেওয়া অর্থের সাথে আপনার অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে, যা আপনাকে অবাক করে এবং আপনাকে খুশি করতে

কাঁকড়ার গর্তে হাত ঢুকিয়ে সাপের কামড়ে মৃত্যু সাত বছরের শিশুর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ জুন ঃ রবিবার সকালে মর্মান্তিক মৃত্যু জয়নগরে এক সাত বছরের শিশুর। বাড়ির পাশের জমিতে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে প্রাণ গেল সাত বছরের এক শিশুর। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার মায়াহাউরি গ্রাম পঞ্চায়েতের খেজুরতলা গ্রামের বাসিন্দা হারান নস্করের সাত বছরের শিশু পুত্র রবিবার সকালে বাড়ির পাশের চাষের জমির জলা জায়গার পাশে একটি কাঁকড়াকে দেখতে পায়। কাঁকড়াটি ধরার জন্য তাকে অনুসরণ করলে মুহূর্তের মধ্যে কাঁকড়াটি একটি গর্তে ঢুকে যায়। এরপর শিশুটি ওই কাঁকড়ার গর্তে হাত ঢুকিয়ে কাঁকড়াটিকে ধরতে গেলে গর্তের মধ্যে থাকা একটি বিষধর সাপ তাকে ছোবল মারে। সাথে সাথে চিৎকার করে উঠলে বাড়ির লোকজন ছুটে এসে শিশু টিকে উদ্ধার করে এবং দ্রুত তাকে নিয়ে জয়নগর পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই চিকিৎসকেরা জানান ওই শিশুটি আর জীবিত নেই।মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সাপের ছোবলে নিজেদের প্রাণবন্ত শিশুর এভাবে মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের লোকজন। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শিশুর মা থেকে শুরু করে আত্মীয় পরিজনেরা। শোকের ছায়া নেমে এসেছে খেজুর তলা গ্রামে।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

চুরি যাওয়া সাইকেল সহ ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৩ জুনঃ শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে সাইকেল চুরি করে চম্পট দেয় চোর।নব বারাকপুর থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিলকান্দা গুরুচাঁদ মোড় থেকে সাইকেল সহ চোর কে উদ্ধার করে। অভিযোগকারীর হাতে রাতেই সাইকেল তুলে দেন থানার তদন্তকারী অফিসার। অভিযোগ কারী পুলিশের এই সাফল্য কে কুর্নিশ জানিয়েছেন। রবিবার সকালে ধৃত দুষ্কৃতীকে মধ্যমগ্রাম সরকারী হাসপাতালে মেডিক্যাল করিয়ে ব্যারাকপুর আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে শনিবার সন্ধ্যায় পুরসভার ৯নং ওয়ার্ডের পশ্চিম আগাপুর বাসিন্দা পেশায় কাঠমিস্ত্রি গৌতম গাইনের বাড়ি থেকে একটি সাইকেল চুরি করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী।অভিযোগ কারীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে থানার তদন্তকারী অফিসার ঐদিন রাতেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুচাঁদ মোড় থেকে সাইকেল সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। ধৃত প্রদীপ ঘোষ(৫০) কে রবিবার সকালে ব্যারাকপুর আদালতে হাজির করে। প্রদীপ পেশায় রাজ মিস্ত্রি।বিবাহিত। স্ত্রী সহ এক ছেলে রয়েছে।

সালিশি সভায় সংঘর্ষ দুপক্ষের, আহত বেশ কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ জুনঃ সালিশি সভায় সংঘর্ষ দুপক্ষের, আহত বেশ কয়েকজন। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে উত্তেজনা। দুই পরিবারের মধ্যে জমি বিবাদ মেটাতে এলাকায় বসানো হয়েছিল সালিশি সভা। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের একব্বরপুরের একটি ক্লাবে ওই সালিশি ডাকা হয়েছিল। সেখানেই সালিশির মাঝে শুরু হয় বচসা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চলে একে অপরের উপর। হামলায় আহত হন দুপক্ষের বেশ কয়েকজন। শনিবার রাতের এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ।

সরকারি জমি দখল হয়ে যাচ্ছে এই অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা বাঁকড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ জুনঃ সরকারি জমি দখল হয়ে যাচ্ছে এই অভিযোগ ঘিরে রবিবার সকালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাওড়ার বাঁকড়ার নিউ মণ্ডল পাড়ায়। এই কাজে বাধা দেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। বাধা দিলে হামলার অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ডোমজুড় থানার পুলিশ ও র্যাফ। লাঠি চালিয়ে এলাকা ফাঁকা করে দেয় পুলিশ। অভিযোগ, নিউ মন্ডল পাড়ায় বেশ কয়েকদিন ধরে চলছে জমি ঘেরার কাজ। রবিবার সকালে এলাকার মানুষ বাধা দিলেই বাধে গন্ডগোল। গন্ডগোল ঘিরে ব্যপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং চশমা বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৩ জুনঃ স্বামী স্বরূপানন্দ স্বরস্বতী প্রতিষ্ঠিত কোননগর রাজেশ্বরী সেবা মঠে শ্রী রাজরাজেশ্বরী সেবা ট্রাস্ট এবং নাগরিক স্বাস্থ্যসঙ্ঘের উদ্যোগে বিনা মূল্যে চক্ষু পরীক্ষা এবং চশমা বিতরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সাথে বিনা পয়সায় সকলকে ওষুধ এবং চশমা প্রদান করা হয়। রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে উপ প্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদী বলেন চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত সকলকে কলকাতার নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘ সংস্থার ডাক্তার বাবুরা চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। শ্রী রাজরাজেশ্বরী সেবা ট্রাস্ট এবং নাগরিক স্বাস্থ্যসঙ্ঘের পক্ষে বিজয় দামানি বলেন, মোট ৩০০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। তার মধ্যে ২০০ জনকে চশমা প্রদান করা হয়। রাজরাজেশ্বরী সেবা ট্রাস্ট এবং নাগরিক স্বাস্থ্যসঙ্ঘের আর্থিক সহযোগিতায় এই শিবির টি পরিচালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচিৎ স্বরূপ, বিজয় দামানি, অরুণ পাঠদীয়া, সজন সরাফ সহ বিশিষ্টজনেরা। নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘ কলকাতার চক্ষু চিকিৎসকেরা চক্ষু পরীক্ষা করেন।। রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই মন্দিরেই শিবির টি আয়োজন করা হয়। চক্ষু পরীক্ষা শিবির উপলক্ষে সকল মানুষকে মন্দিরে বসিয়ে ভোগ প্রসাদ খাওয়ানো হয়। একজনও মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে অভুক্ত অবস্থায় ফেরেনি। এছাড়াও সংস্থার পক্ষ থেকে গরিব মানুষদের মধ্যে কিছু দান সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই মহতী অনুষ্ঠান সকলের নজর কাড়ে।

অশোকনগর প্রেস ক্লাবের কবি প্রণাম

দুরন্ত বার্তা, অশোকনগর, ২৩ জুনঃ অশোকনগর প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে পুলিনকৃষ্ণ দাস স্মৃতি মুক্ত মঞ্চে শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলো কবি প্রণাম। এদিন অশোকনগর প্রেস ক্লাব আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান ক্লাবের সদস্যরা। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন নন্দিনী পাল পরিচালিত সঙ্গম কালচারাল একাডেমির কলাকুশলীরা।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা হিমাংশু দাস, গৌতম চক্রবর্তী, শিবশঙ্কর দাস, সভাপতি প্রলয় কুমার দত্ত, অন্যতম সদস্য পাঁচুগোপাল হাজরা, যুগ্ম সম্পাদক দিলীপ রায়, কোষাধ্যক্ষ উদয় শঙ্কর দাস প্রমুখ।

কবিতা পাঠ করেন অন্যতম দুই সদস্য সুদিন গোলদার এবং সৈকত মিস্ত্রী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক অমর চক্রবর্তী, অন্যতম সদস্য আশিস কুমার ঘোষ, তাপস মজুমদার, নয়া প্রজন্মের সঙ্গীতশিল্পী সৌরভ সরকার, রাজজ্যোতি ব্যানার্জি, অপরাজিতা রায়, স্বস্তিকা ব্যানার্জি। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুশান্ত পাল ও গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি। সমগ্র অনুষ্ঠানে হ্যান্ডসানি এবং কি বোর্ডে সঙ্গত করেন সুদেব নন্দী ও বিজয় মণ্ডল। সঞ্চালক ছিলেন পাঁচুগোপাল হাজরা।

একদিনে আদালতে উঠল প্রায় কুড়ি হাজার মামলা

সমস্ত বেঞ্চ ঘুরে দেখলেন জেলা ও দায়রা বিচারক প্রিয়ব্রত

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৩ জুন ঃ ফৌজদারি, মানি লন্ডারিং, বিদ্যুৎ বিল বকেয়ার মামলা সহ একদিনে কুড়ি হাজারেরও বেশি মামলা আদালতে উঠল পূর্ব মেদিনীপুর। জাতীয় লোক আদালতের মাধ্যমে এই মামলা গুলির নিস্পত্তির জন্য শুনানি শুরু হয় ২২ জুন শনিবার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবছর চারটি লোক আদালত বসে দেশজুড়ে। এবছরের আগে একটি জাতীয় লোক আদালত সম্পন্ন হয়েছে। আর এদিন বছরে দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত শুরু হয়েছে। এদিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় জেলা আদালতের পাশাপাশি কাঁথি ও হলদিয়া মহকুমা আদালতেও জাতীয় লোক আদালত বসেছে। জাতীয় লোক আদালত দিবসে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মোট ২০ টি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। সঙ্গে একটি কনজিউমার কোর্ট। এই বেঞ্চগুলিতে মোট ১৯ হাজার ৮৬০ টি মামলা নিস্পত্তির জন্য রাখা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক জেলা সদর আদালতে মোট ১১ টি বেঞ্চ গঠন করা হয়। ১১ টি বেঞ্চে নিস্পত্তির জন্য মোট ১৪ হাজার ২২৯ টি মামলার শুনানি শুরু হয়। জাতীয় লোক আদালতের বিভিন্ন বেঞ্চের মামলার শুনানি শুরু হওয়ার পর। বিভিন্ন বেঞ্চ পরিদর্শন করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা ও দায়রা বিচারক প্রিয়ব্রত দত্ত এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সমরেশ বেরা সহ অন্যান্য বিচারক গণ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের পাশাপাশি হলদিয়া ও কাঁথি মহাকুমা আদালতে জাতীয় লোক আদালত বসেছে। হলদিয়া মহকুমা আদালতে অন্যান্য মামলার জন্য ২ টি বেঞ্চ করা হয়েছে। যেখানে মামলার পরিমাণ ১ হাজার ২৪৭ টি। অন্যদিকে কাঁথি মহাকুমা আদালতে মোট ৭ টি বেঞ্চ বসেছে জাতীয় লোক আদালত। নিস্পত্তির জন্য ৪ হাজার ৩৭৪ টি মামলা কে বেছে নেওয়া হয়েছে। মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম মামলা, চেক বাউন্স হওয়ার মামলা, ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত মামলা সহ বিভিন্ন মামলা নিস্পত্তির জন্য জাতীয় লোক আদালতের বেঞ্চগুলি গঠন করা হয়।বছরের তৃতীয় জাতীয় লোক আদালত নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা ও দায়রা বিচারক জানান, বছরের দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত ৯ মে বসার কথা ছিল। কিন্তু ভোটের কারণে পিছিয়ে ২২ জুন বছরে দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত বসেছে।

জেলায় তমলুক, কাঁথি ও হলদিয়া মিলিয়ে মোট ২০ টি বেঞ্চ করা হয়েছে। মানুষজন উৎসাহের সঙ্গে জাতীয় লোক আদালতে এসে মামলার দ্রুত নিস্পত্তি করছেন। প্রসঙ্গত দেশজুড়ে আদালতে আদালতে মামলার পরিমাণ কমানোর জন্য এই জাতীয় লোক আদালত বছরের নির্দিষ্ট দিনে চারবার আয়োজিত হয়।

বাইক বুক করে নিউটাউন থেকে ফেরার সময়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণীর

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি , ২৩ জুনঃ তরতাজা জলজ্যান্ত প্রাণটা চলে গেল এক নিমেষেই। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তরুণীর। জানা গিয়েছে,অনলাইনে বাইক বুক করে তিনি নিউটাউন থেকে ফিরছিলেন। সেই সময় দ্রুত গতিতে থাকা ওই বাইকটি ধাক্কা মারে একটি ট্যাক্সির পিছনে। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান তিনি। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম প্রিয়সী পাল (২২)। হুগলির চুঁচুড়ার কোদালিয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পল্লীশ্রী এলাকায় তিনি থাকতেন। সাংবাদিকতা নিয়ে এমএ করছিলেন অসমের তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। নিউটাউনের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনি ইন্টার্নশিপ করছিলেন। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার জন্য তিনি একটি বাইক বুক করেন। সেই মতো বাইকে চড়ে নারকেল বাগানের দিক থেকে আকাঙ্খা মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। ইকোপার্ক এক নম্বর গেটের কাছে আসতেই দ্রুত গতিতে থাকা বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাক্সির পিছনে। তখনই বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান ওই তরুণী। চালকও বাইক থেকে ছিটকে পড়েন।

আহত দু'জন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা উদ্ধার করে চিনারপার্কের সামনে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই প্রিয়সীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। অপরদিকে, আহত যুবক সৃজন বিশ্বাস ভর্তি হাসপাতালে।

ঘটনার তদন্তে নেমেছে ইকোপার্ক থানার পুলিশ। প্রিয়সীর মা মৌসুমী পাল জানান, ‘‘সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ হাসপাতাল থেকে ফোন আসে। জানানো হয় ওর দুর্ঘটনা ঘটেছে। এরপর আমি ওর বন্ধুদের ফোন করি। আমি গিয়ে আর দেখতে পাইনি।

শিকার উৎসবে দেদার বন্যপ্রানী হত্যা কেতুগ্রামের জঙ্গলে

গ্রেপ্তার ৩০ জনকে জামিন দিল কাটোয়া আদালত

দুরন্ত বার্তা,বর্ধমান, ২৩ জুনঃ পূর্বপূরুষের আমল থেকে অম্বুবাচি বা অমতি উৎসব উপলক্ষে জঙ্গলে শিকার করার প্রাচীন প্রথা আদিবাসী সম্প্রদায়ের। সেই প্রথা চালু রাখতে গিয়ে অমানবিক ভাবে প্রায় ৩০০ প্রজাতির বন্যপ্রানী শীকার করে বনদপ্তরের কর্মীদের হাতে ধরা পরল ৩৮ জন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। যার মধ্যে ৮ জন নাবালক থাকায় তাদের কিছুক্ষন পরে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং বাকি ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করে কাটোয়া আদালতে পাঠালে বিচারক তাদের জামিন মঞ্জুর করে। ধৃতরা প্রত্যেকেই বীতভূম জেলার বাসিন্দা। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কোমরপুর গ্রামের। বনদপ্তর সূত্রে জানা, অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে প্রতিবছর আদিবাসীদের শিকার উৎসব হয়। প্রতিবছর কেতুগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বীরভূম জেলা থেকে প্রচুর শিকারী আসে।

তারা মূলত পাখি সহ অন্যান্য বন্য পশু শিকার করে নিয়ে যায়। এবার আগে থেকেই তিনদিন ধরে নজর চালাচ্ছিল বন্যপ্রান নিয়ে কাজ করা হিউম্যান অ্যাণ্ড এনভায়োরেন্টমেন্ট অ্যালায়েন্স লিগ বা হিল নামক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এদিন কেতুগ্রামের কোমরপুর ও গোপালপুর গ্রামের আশেপাশেই বীরভূম থেকে তীর, ধনুক, গুলতি সহ নানা শিকারের সরঞ্জাম নিয়ে বেশ কয়েকটি দল আসে। তারা মোটর ভ্যান, ট্রাকটর ও বাইক নিয়ে আসে। সারাদিন ধরে তারা শিকার করে। বিকেলের দিকে বনদপ্তর, হিলের লোকজন ও কেতুগ্রাম থানার পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায়। তারপরেই সন্ধ্যের দিকে ৩৮ জনকে আটক করে। দেখা যায় ছোট বড় পশু পাখি মিলিয়ে প্রায় ৭০০-৮০০ টি বন্যপ্রানী হত্যা করা হয়েছে। বন্যপ্রানীদের মধ্যে রয়েছে ১২ রকম প্রজাতির গোসাপ, বনবিড়াল, কাঠঠোকরা পাখি, নেউল, বেজি, বক, শালিখ, তাবুক সহ নানা প্রজাতির পাখি। যদিও বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে মৃত পশুর সংখ্যা প্রায় ৩০০টি। রাতেই কেতুগ্রাম থানায় পৌঁছান কাটোয়া রেঞ্জের রেঞ্জার শিবপ্রসাদ সিনহা। তিনি বলেন, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।বিভাগীয় অতিরিক্ত বনাধিকারিক সোমনাথ চৌধুরী জানিয়েছেন, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন মোতাবেক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আদালতের আদেশ অনুসারে মৃত পশুদের ময়না তদন্ত করার পর তাদের সৎকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি মানুষ কে বন্যপ্রাণী হত্যা বন্ধে আরো বেশি সচেতন করতে প্রচার চালানো হবে। এত সংখ্যক বন্য প্রাণী হত্যা করে কার্যত ইকোসিস্টেম কে নষ্ট করা এবং বট, অশ্বত্থের মত প্রচুর উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি রোধ করারই নামান্তর বলেই মনে করছেন পরিবেশবিদরা। যদিও গ্রেপ্তার হওয়া ৩০ জনের জামিন মঞ্জুর করে কাটোয়া আদালতের বিচারক। যা নিয়ে মোটেই খুশী নন পরিবেশবিদরা।

সিঙ্গুরে সমবায় সমিতির নির্বাচনে বাম নেতা কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে

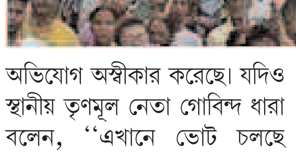

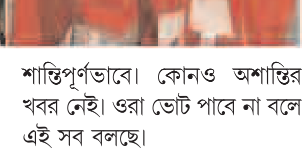

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর হুগলি , ২৩ জুনঃ লোকসভা নির্বাচনের পরপরই শুরু হয়েছে সমবায় সমিতির নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকজন বাম নেতা কর্মীকেও মারধরের অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনাটি সিঙ্গুরের নসিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর সমবার কৃষি উন্নয়ন সমিতির লিমিটেডের নির্বাচন। রবিবার সেই ভোট শুরু হয় সকাল এগারোটা থেকে। মোট ৪৫টি আসনের লড়াই। সিপিএম ও তৃণমূল সব আসনে লড়াই করছে। বিজেপি এগারোটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বিরোধীদের অভিযোগ, বেলা বাড়ার সাথেই বিরোধী এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয় বুথ থেকে। পুলিশের সামনেই বহিরাগতদের নিয়ে এসে অবাধে ছাপ্পা ভোট মারতে শুরু করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের মারে গুরুতর আহত একজন সিপিএম এজেন্ট। তাঁকে উদ্ধার করে সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতা গোবিন্দ ধারা বলেন, ‘‘এখানে ভোট চলছে শান্তিপূর্ণভাবে। কোনও অশান্তির খবর নেই। ওরা ভোট পাবে না বলে এই সব বলছে।

হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎবাহী তার ছিড়ে মৃত এক, আহত চার কুলতলিতে

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৩ জুনঃ বিদ্যুতের তাঁর ছিড়ে ভয়াবহ মৃত্যু এক জনের, আহত চার জন, এলাকায় শোকের ছায়া।ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের চুপড়িঝাড়া পঞ্চায়েতের চিন্তাহরন বাবুরচক এলাকায়। আহত চার জনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছেশনিবার রাতে কুলতলি বিধানসভার চুপড়িঝাড়া পঞ্চায়েতের চিন্তাহরণ বাবুর চকে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এদিন রাতে গ্রামের মানুষজন পাড়ার মোড়ে চা খাওয়ার জন্য জড়ো হয়।

আর রাস্তার ধারে থাকা একটি ইলেকট্রিকের পোস্টের হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের তাঁর আচমকা ছিড়ে পড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের উপরে। আর তাতেই ঘটনা স্থলে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ৪ ব্যক্তি। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি আহত দের নিয়ে যায় জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে এক ব্যক্তির অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানাতরিত করা হয়। আর এই মর্মান্তিক ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যক্তিদের দেখতে জয়নগর কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে ছুটে আসেন কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল ও কুলতলি থানার আইসি সতীনাথ চট্টরাজ।

মৃত ব্যক্তির নাম সুদর্শন সরদার(৬০)। গুরুতর আহত ব্যক্তিরা হলো, নবো হালদার, জয়নাল সরদার,মনোরঞ্জন হালদার ও যামিনী নস্কর।মৃত ও আহতদের সবাইএর বাড়ি পূর্ব রাধাবল্লভপুর গ্রামে।এর মধ্যে জয়নাল সরদারের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক।আর এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ রবিবার বেলায় মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। আর এদিকে রবিবার ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিরা। তবে এলাকার মানুষ বিদ্যুৎ দফতরের গাফিলতির কথা বলছেন। তবে এই ঘটনায় দোষ কার তাঁর ওপর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অপরিচিত তরুণের দেহ উদ্ধার

ধলাই (ত্রিপুরা), ২৩ জুন ঃ ত্রিপুরার ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার কমলপুর থানা এলাকায় এক আনুমানিক ২৫ বছর বয়সী যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হল রবিবার । মহকুমা সদরের মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের জেলার বৃহত্তম শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র রামদুর্লভপুর চা বাগান এলাকার ১০ নং বাগানের সংলগ্ন এলাকায় উদ্ধার হয় এই মৃতদেহ। স্থানীয় মানুষজন দুতিনদিন ধরেই দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন । এলাকাবাসী থেকে খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে যায় ওসি সঞ্জয় লস্করের নেতৃত্বে পুলিশ । গিয়ে দেহ উদ্ধার করলে দেখা যায় তা পচন ধরেছে। চেনার উপায় নেই ।

এদিকে এই এলাকায় কেউ নিখোঁজ বলেও খবর নেই পুলিশের কাছে। ফলে এই মৃতদেহ নিয়ে সন্দেহ ও শঙ্কা তৈরি হয়েছে এটি কি খুন না হত্যা ।

তোর্সা নদীতে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ জুনঃ কোচবিহার নিরঞ্জন ঘাটের তোর্সা নদী থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির মৃতদেহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চঞ্চল্য ছড়ায় ওই এলাকায় পুলিশ সূত্রে খবর মৃত ওই ব্যক্তি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা, নাম অজয় কুমার। বয়স ২৬। কোচবিহারের এক হোটেলে উঠেছিল ওই ব্যক্তি। রবিবার দুপুর নাগাদ ওই ব্যক্তি তোর্সায় ঝাঁপ দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে ছেলেটিকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করে অসফল হলে তারা বিষয়টি পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে কোচবিহার এম জে এন মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় তারা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান আত্মহত্যা করেছে ছেলেটি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

‘ঝাড়খণ্ড সরকার দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত, সরকার গড়বে বিজেপি’

রাঁচি, ২৩ জুন ঃ ঝাড়খণ্ডের জেএমএম সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তাঁর কথায়, ঝাড়খণ্ড সরকার দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত, এ বার রাজ্যে সরকার গড়বে বিজেপি। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ঝাড়খণ্ড সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত এবং নির্বাচনের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। ঝাড়খণ্ডের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দলের প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, ঝাড়খণ্ডকে খারাপ শাসন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আলোচনা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির কর্মপরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে চৌহান বলেন, এখন আমরা চাই ঝাড়খণ্ডকে খারাপ শাসন থেকে মুক্ত করা হোক। এই বিষয়ে, আমরা দীর্ঘ আলোচনা ও বৈঠক করেছি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে, শিবরাজ বলেছেন, এটি গণতন্ত্র যেখানে আমরা কিছু আসন জিতেছি এবং কিছু হারাতে পারি। তবে সামগ্রিকভাবে, বিজেপি সর্বোচ্চ ভোটের শতাংশের সাথে সর্বাধিক ভোট শেয়ার অর্জন করেছে।

ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের সাথে দেখা করতে এসে ক্ষোভ শুভেন্দুর

বর্ধমান, ২৩ জুন ঃ এক একটা জেলার এসপি তৃণমূলের জেলা সভাপতি এবং এক একটা ওসি তৃণমূলের ব্লক সভাপতিতে পরিণত হয়েছে বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে ঘর ছাড়া বিজেপি কর্মীদের দেখতে আসেন তিনি। এদিন এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে এমনই তোপ দাগলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি বলেন, ভোটের পর থেকে ফলাফল বের হওয়া পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে এখনো পর্যন্ত মোট ৭৪ জন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাকর্মীরা ঘরছাড়া। রাজ্য পুলিশকে ২৬ শে জুন এর মধ্যে সম্পূর্ন নিরাপত্তা দিয়ে ভোট পরবর্তী হিংসায় ঘর ছাড়াদের ঘরে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের উচ্চ ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু এখনো পর্যন্ত পুলুশের পক্ষ থেকে কোন সদর্থক পদক্ষেপ দেখা যায় নি। হাতে এখনো দুইদিন আছে,সমস্ত ঘরছাড়া দের পুলিশ প্রশাসন ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করবে এই আশা তারা করছেন। পুলিশ রক্ষক হয়ে ভক্ষকের কাজ করছে, সমস্ত নির্বাচন টাই পুলিশ আর আইপ্যাক- এর লোকেরা করিয়েছে বলেও এদিন দাবি করেন শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আরো বলেন, তিনি ঘর ছাড়াদের তালিকা গোটা রাজ্য থেকে সংগ্রহ করেছেন। তার কাছে তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার নামের তালিকা এসেছে। বর্ধমান থেকেও চুয়াত্তর জনের নাম, মোবাইল নাম্বার, ঠিকানা সহ বিস্তারিত সংগ্রহ করেছেন তিনি। সব তালিকা তিনি হাইকোর্টে পেশ করবেন। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন এলেই রাজ্য জুড়ে একটা হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়, যেটা ভারতবর্ষের কোথাও হয় না। পাশের রাজ্যে উড়িষ্যায় সরকার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু একটাও কোনো বিরোধী দলের অভিযোগ লক্ষ্য করা যায়নি, উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি অনেকগুলো সিট পেয়েছে কিন্তু কোন বিজেপির কর্মী বা নেতা অভিযোগ করেনি তারা আক্রান্ত হয়েছে, ত্রিপুরা থেকেও কোন অভিযোগ আসেনি। একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যেখানে এই ধরনের হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে এবং এই সব ঘটনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসক দলের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসন জড়িত রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কালো অধ্যায় একদিন চিরতরে শেষ হবে বলেই তারা আশা করছেন।পাশাপাশি তিনি আরও বলেন যে, রাজের সব জায়গাতেই তৃণমূলের দুটো করে গোষ্ঠী রয়েছে। যেমন এই বর্ধমান শহরে খোকন দাস গোষ্ঠী এবং রাসবিহারী গোষ্ঠী রয়েছে এটা আপনারা সবাই জানেন। এরা নিজেদের মধ্যেই কোন্দলে জড়িয়ে পরছে। ভোটের পর শুধুমাত্র বিজেপি কর্মীদেরই নয়, ক্ষমতা দখলের লড়াই এ নিজেদের মধ্যেই কলহ ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পরছে তৃণমূল।

রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসব জেলা সদরে বুধবার, চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি

ধলাই (ত্রিপুরা), ২৩ জুন ঃ আগামী বুধবার অর্থাৎ ২৬ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এ বারের রাজ্য ভিত্তিক বনমহোৎসব । আর এবারের রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচি পালিত হবে ধলাই জেলা সদর আমবাসায়। স্থানীয় কুলাই দ্বাদশ বিদ্যালয়ের মাঠে এর উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের বন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সহ বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। রবিবার এ কথা জানিয়েছেন জেলার মুখ্য বন আধিকারিক তপন দেববর্মা। এই রাজ্য ভিত্তিক কর্মসূচিকে ঘিরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় বসানো হচ্ছে সুদৃশ্য তোরণ। তৈরি হচ্ছে মঞ্চ ও দর্শকদের বসার জায়গা । চলছে নিরাপত্তার চূড়ান্ত প্রস্তুতি । সব মিলিয়ে জেলা জুড়ে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা । এদিকে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী জেলায় এই কর্মসূচিতে জেলার জন্য নতুন কোনও ঘোষণা করেন কি না সেদিকেও সবার নজর রয়েছে ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২০৪ সংখ্যা, সোমবার, ৯ আষাঢ়, ১৪৩১

বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ

বেলুড় মঠে স্বামীজির নির্দেশে রাত চারটের সময় ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দেওয়া হত। সাধু ব্রহ্মচারীরা সবাই ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুত হয়ে এসে ঠাকুর ঘরে ধ্যান-জপ করতেন। স্বামীজির প্রখর শাসনে এই নিয়মের কোনও নড়াচড়া হওয়ার উপায় ছিলনা। স্বামীজি কঠোর নিয়ম করেছিলেন যে, যে সাধু বা ব্রহ্মচারী নির্দিষ্ট সময়ে ঠাকুর ঘরে আসতে পারবেনা তাকে সেদিন বাইরে থেকে ভিক্ষা করে এনে খেতে হবে, মঠে সে সেদিন খেতে পাবেনা। একদিন মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দ কোনও কারণে নির্দিষ্ট সময়ে ঠাকুর ঘরে আসতে পারলেন না। স্বামীজি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'তারকদা,আমরা একটি নিয়ম করেছি যে, নির্দিষ্ট সময়ে ঠাকুর ঘরে এসে সাধন-ভজন না করতে পারলে তাকে সেদিন বাইরে ভিক্ষা করে খেতে হবে। শিবানন্দজী ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। স্বামীজি নীরবে সেই চলে যাওয়া দেখলেন। তারপর খাওয়ার সময়ে দেখা গেল স্বামীজি খাওয়ার ঘরে আসেননি। অনেক সাধ্য-সাধনা করেও তাঁকে খাওয়ানো গেল না। সারাদিন তিনি অভুক্ত রইলেন। দিনের শেষে ভিক্ষা করে ফিরে এলেন স্বামী শিবানন্দজী। স্বামীজি ছুটে এসে তাঁকে ধরলেন। সাগ্রহে বললেন, ' দেখি তারকদা, ভিক্ষা করে কী কী এনেছেন। আসুন আমরা দুই ভাই একসাথে এই ভিক্ষান্ন খাই। কতদিন মাধুকরীর অন্ন খাইনি!" স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ একসাথে সেদিন ভিক্ষান্ন গ্রহণ করলেন। আরেকদিন স্বামীজি নতুন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের নিয়ে বেদান্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। বেদান্তের আলোচনায় স্বামীজি মগ্ন হয়ে গেছেন। এর মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ হৈ হৈ করে এসে বললেন, ' সবাই চল ঠাকুরের আরতি করতে হবে।" বেদান্তের আলোচনায় এভাবে ব্যাঘাত ঘটায় স্বামীজির বিশাল নয়ন-প্রান্তে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল। তিনি তীব্রভাবে স্বামী প্রেমানন্দজীকে বললেন, '' তুই কী ভেবেছিস? একটি ছবির সামনে সলতে পোড়া নাড়লেই শুধু তাঁর পুজো হয়? আর এখানে যেটা হচ্ছে সেটা তাঁর পুজো নয়? স্বামীজি এরপর আরও কঠোর ভাষায় প্রেমানন্দজীকে তিরস্কার করতে লাগলেন। অবশেষে সান্ধ্য-পূজার পর প্রেমানন্দজীকে কোথাও দেখা গেল না। যে স্বামীজি এতক্ষণ প্রেমানন্দজীকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন, তিনিই শিশুর মতো ব্যাকুল হয়ে উঠলেন প্রেমানন্দজীকে দেখার জন্য। ব্যাকুল হয়ে অবুঝের মত বিলাপ করতে লাগলেন, 'ওরে বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল বাবুরাম) কোথায় গেল? সে কি আমার গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করল?" একদিকে বাবুরাম মহারাজকে পাওয়া যাচ্ছে না, তার উপর স্বামীজি তাঁকে দেখার জন্য এরকম ছটফট করছেন। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের দিশাহারা অবস্থা। অবশেষে একজন দেখেন বাবুরাম মহারাজ ছাদের উপরে অন্ধকারের মধ্যে একা একা বসে আছেন। স্বামীজি বাবুরাম মহারাজকে দেখতে পেয়েই ব্যাকুল হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাঙালির হারকিউলিস

'বাঙালির পকেট হারকিউলিস ' একটা সময় নাকি ইংল্যান্ডে থাকার প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন কলকাতার জন্য। তিনি সব সময় বলতেন কলকাতার মতো আবহাওয়া নাকি কোথাও নেই। এমনকী ইংল্যান্ডেও নেই। এখানকার পরিবেশ বডি বিল্ডারদের জন্য আদর্শ। তাই কখনও কলকাতা ছাড়ার কথা মাথাতেই আসেনি তাঁর।" এতটাই টান ছিল তাঁর বাংলার প্রতি উতিনি 'বিশ্বশ্রী' মনোহর আইচ। 'বিশ্বশ্রী' মনোহর আইচকে তো সবাই চেনেন। তবে তাঁর যে আরও একটা পরিচয় আছে, সেটা কি জানেন? শুনলে হয়তো আঁতকে উঠবেন অনেকে যে, তিনি এক সময় জেলও খেটেছিলেন! তবে চুরি, ডাকাতির জন্য অবশ্যই নয়। মনোহরের সাত বছরের জেল হয়েছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য। স্বাধীনতার আগে। তাঁর সবচেয়ে পুরনো ছাত্র ক্ষিতীশবাবুর কথায়, ''কেউ হয়তো বিশ্বাস করবে না যে, উনি ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি হয়েও রয়্যাল এয়ারফোর্সে কাজ করেছেন। এয়ার ফোর্সের একজন অফিসার ছিলেন রিউব মার্টিন। মনোহরের শরীরচর্চা প্রীতি দেখে তিনি তাকে উৎসাহ দেন এবং আধুনিক অনেক শরীরচর্চা পদ্ধতির সাথে তাকে পরিচিত করান। কিন্তু বেশি দিন তিনি চাকরি করতে পারেননি। আসলে ওই সময় একটা নিয়ম ছিল। রাতে ব্রিটিশ অফিসারদের ডিনারের পর যে খাবার বাঁচত, সেটা সকালে ভারতীয় সৈনিকদের দেওয়া হত। আর মনোহরদা সেটা খেতে শুধু অস্বীকার করেছিলেন তাই নয়, প্রতিবাদও করেছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। যার ফলে সাত বছর সাজা হয় তাঁর।" যদিও চার বছরেই সেই সাজা শেষ হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে। লাহোর, পেশোয়ার হয়ে মনোহরের হাজতবাস শেষ হয় আলিপুর জেলে। তবে এই চার বছরের হাজতবাসের সময় বডি বিল্ডিংয়ের চর্চায় পুরোপুরি ডুবে যান মনোহর। তার মনে হতে থাকে তিনি চাইলে বিশ্ব বডি বিল্ডিং প্রতিযোগীতায় যেতে পারেন। এর জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন তিনি। তখন এমন সময়ও গিয়েছে যে, দিনে কোনো ধরনের যন্ত্রপাতি ছাড়াই তিনি বারো ঘন্টা ব্যায়াম করে গেছেন। মজার ব্যাপার হল, বডি বিল্ডিংয়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং নিষ্ঠা দেখে জেলের আধিকারিকরাও মনোহরের জন্য জেলে স্পেশ্যাল ডায়েট চালু করে দেন। কেন না মানুষ মনোহরকে কাছ থেকে দেখার পরে মুগ্ধ হন ব্রিটিশরাও। আর মনোহর? কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার জেল থেকে বেরোনোর পরেই হাতেনাতে পেয়ে যান। এক বছরের মধ্যে স্বাধীন ভারতে প্রথম মিস্টার ইউনিভার্সও হয়ে যান। তারপর একে একে আরও সাফল্য।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

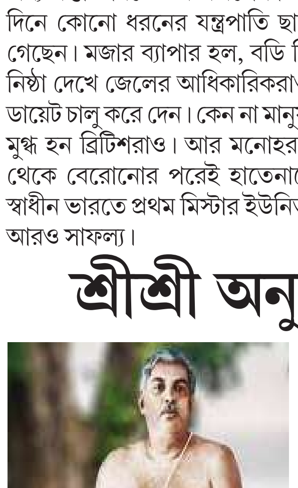

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, সর্ব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হবেন সার্থক সন্ন্যাসী।

জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহামানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। মায়ের শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দেন। শক্তির দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূ সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তি দায়িনী। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃ ভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে।

আধুনিক ভারতের মেডিসিনের পথিকৃৎ ছিলেন কলকাতার মেডিকেল কলেজের ছাত্র সূর্য কুমার গুডিভ চক্রবর্তী

রবীন্দ্র কুমার শীল

১৮৪৪-৪৫ সাল কলকাতা মেডিকেল কলেজের ইতিহাসে গৌরবময় বছর। ভারতের চিকিৎসা জগতে এই প্রথম চারজন ছাত্র উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাত যাত্রা করলেন। মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ডক্তার ব্রামলির (১৮০৩-১৮৩৭) আমলে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল কোন কোন ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠানো হবে। তবে সেটা নানা কারণে পিছিয়ে গিয়েছিল। ১৮৪২ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এমন একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেখানে ঠিক হয়েছিল যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বিদেশে পড়াশুনার জন্য পাঠানো হবে। কিন্তু তাঁর বাড়ির লোকেরা অমত হওয়ার কারণে তা ফলপ্রসূ হয়নি। মনে রাখতে হবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। মেডিকেল পড়া শেষ না করেই তিনি প্রাচ্য বিদ্যা চর্চার ওপরে জোর দিয়ে বিশারদ হয়ে গেলেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি হলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কিন্তু ভুলে যাননি তাঁর প্রস্তাবের কথা। তিনি আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন মেডিকেল কলেজকে। ১৮৪৪ সালের শেষে দিকে তিনি ঘোষণা করলেন মেডিকেল কলেজের দুইজন ছাত্রকে ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা জন্য ব্যয়ভার বহন করবেন। সচিব মোয়াট খুশি হলেন। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র কালাপানি পার হওয়ার ভয়ে সমাজচ্যুত হতে হবে সেই কারণে আপত্তি উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। শেষে যখন ভোলানাথ বসুকে রাজি করানো গেল তিনি তাঁর সঙ্গে আরও তিনজনকে নিয়ে যেতে হবে বলে শর্ত চাপিয়ে দিলেন। এমন সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয় তার জন্য তিনি তিনজনকে খুঁজে বের করলেন। তারা ছিলেন মেধাবী, অকুতোভয় এবং সাহসী। এরা হলেন গোপালচন্দ্র শীল, সূর্যকুমার চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বসু। এদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থে নির্বাচিত ছাত্র হলেন ভোলনাথ বসু এবং গোপালচন্দ্র শীল। সরকার একজনের ভার বহন করলো তার নাম হচ্ছে সূর্য কুমার চক্রবর্তী এবং চতুর্থ জন দ্বারকানাথ বসুর জন্য অর্থ দেওয়ার সিদ্ধান্তগ্রহণ করলেন মুর্শিদাবাদের নবাব সৈয়দ মনসুর উল্লা খান বাহাদুর। হিসেব করে দেখা গেল থাকা খাওয়া যাওয়া এবং আসার জন্য বয় হচ্ছে সেই সময়ে সাত হাজার টাকা। সেই সময়ে ডাক্তার গুডিভও দেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে চারজন পাঠানো হল চারজন ছাত্রকে। ছাত্ররা খুবই খুশি হলেন কারণ ডাক্তার গুডিভ ছিলেন মেডিকেল কলেজের জনপ্রিয় শিক্ষক। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল পিতা পুত্রের মতো। কলকাতার খিদিরপুর ডক থেকে গুডিভ সহ চারজন ছাত্র 'বেন্টিঙ্ক' নামক স্টিমারে চেপে বসলেন। সেই দিনটা ছিল ১৮৪৫ সালের ৪ মার্চ। এর আগে বিলাতে গিয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায়। ওই একই স্টিমারে বিলাত যাওয়ার সহযাত্রী ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর

কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভাগ্নে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর আর ভারতে ফিরতে পারেনি। তিনি লণ্ডনেই মারা গিয়েছিলেন ১৮৪৬ সালে ১ আগস্ট।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র ভোলানাথ বসু লর্ড অকল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত ব্যারাকপুর স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। কলকাতা মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছর পড়েছেন এবং তিনি উদ্ভিদ বিদ্যার শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। মেডিকেল কলেজে আর এক ছাত্র গোপালচন্দ্র শীল অ্যানাটমিতে রুস্তমজি কাওয়াওসি মেডেল পেয়েছেন। দ্বারকানাথ বসু বাঙালি খ্রিস্টান। মেডিকেল কলেজে প্যাথলজি মিউজিয়ামে সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। ইনি জেনারেল এ্যাসেম্বলিজ-র প্রাক্তন ছাত্র। সূর্য কুমার চক্রবর্তী এই চারজন ছাত্রদের মধ্যে ছোট ছিলেন। খুবই মেধাবী। কুমিল্লায় থাকতেন। ডাক্তার গুডিভের সঙ্গে এই চারজন ভারতীয় ছাত্ররা বিলাতে থাকতেন। তাঁরা প্রত্যেকে লণ্ডন ইউনির্ভাসিটি স্কুলে ছাত্র হলেন। মনে রাখতে হবে তখন কলকাতা মেডিকেল কলেজ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। লণ্ডনে উচ্চ শিক্ষায় মেধা প্রদর্শন করে মেডেল নিয়ে এসেছিলেন। ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল এবং দ্বারকানাথ বসু ১৮৪৭ সালে নভেম্বর মাসে এমডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনিই ছিলেন পরে সেখান থেকে এমডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি এমডি লাভ করেছিলেন। এই তিনজনই ভারতে ফিরে এসেছিলেন। ১৮৪৭ সালে ফিরে এলেন দ্বারকনাথ বসু। ১৮৪৮ সালে ফিরে এলেন ভোলানাথ বসু এবং গোপালচন্দ্র শীল। এদের সঙ্গে এলেন শিক্ষক গুডিভ। বিলাতে রয়ে গেলেন সূর্যকান্ত চক্রবর্তী। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দ্বারকনাথ বসুই হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি বিলাত থেকে এমআরসিএস করে প্রথম দেশে ফিরে আসেন। বিলাতে সূর্যকুমার চক্রবর্তী তাঁর শিক্ষক গ্রান্টের সঙ্গে ইউরোপের বহু স্থান ঘুরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। বিলাতের ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪৭ সালে গুডিভের রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যায় যে সূর্য কুমার শরীরস্থানবিদ্যা, শরীরতত্ত্ববিদ্যা, ভেষজবিদ্যা এবং রাসায়ন বিদ্যায় সাফল্য লাভ করেছিলেন। সূর্যকুমার লণ্ডন থেকে এমআরসিএস করলেন ১৮৪৮ সালে এবং ১৮৪৯ সালে এমবি এবং এমডি করলেন। তিনিই ভারতের দ্বিতীয় এমডি। মনে রাখা খুবই প্রয়োজন তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়নি। ১৮৫০ সালে ভারতে ফিলে এলেন সূর্যকুমার চক্রবর্তী। এসেই যোগ দিলেন সহকারী চিকিৎক হিসাবে কলকাতা মেডিকেল কলেজে। ১৮৫৫ সালে যখন আইএমএস (ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস) পরীক্ষার জন্য ভারতীয় ছাত্রদের জন্য দরজা প্রথম খুলে দেওয়া হল তখন তিনি আবার বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পরীক্ষায় বসলেন এবং দ্বিতীয় হলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় আইএমএস। কলকাতা মেডিকেল কলেজের শিক্ষর গুডিভ তাঁকে নিজের পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। এমন সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে মনে হতো এরা পিতা পুত্র। ডাক্তার গুডিভ সূর্য কুমারের ওপরে অতিরিক্ত খেয়াল রাখতেন। তার ফলে ১৮৪৯ সালে ইংল্যাণ্ডে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখলেন সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী। রক্ষণশীল হিন্দু মহলে নিন্দা ঝড় বইতে শুরু করে দিল। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন গুপ্ত, রাধানাথ সিকদার, সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী প্রমুখ উচ্চবর্ণের হিন্দুরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করলে তাদের দেখা দেখি তখন বহু হিন্দুরা খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে থাকবে। হিন্দুরা ধর্ম বলতে শুরু করে ভারতের আর হিন্দু বলে কিছুই থাকবে না। রক্ষণশীল হিন্দু গোষ্ঠীর নেতা রাজা নবকৃষ্ণদেব কলকাতা মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথা রদ করার বিপক্ষে ছিলেন। কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে শুরু করে। কালাপানি পার হয়ে ডাক্তার ছাত্ররা নির্ভয়ে বিলাতে উপস্থিত হয়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অর্জন করতে থাকলেন। ফলে তখন কলকাতায় রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে একটি তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হল। মধুসূদন গুপ্তের প্রথম শবব্যবচ্ছেদ, বেথুন সাহেবের মহিলা স্কুল স্থাপন এবং শবব্যবচ্ছেদকে সমর্থন বিদ্যা সাগরের মেডিকেল কলেজের পরীক্ষর হওয়ার পদ গ্রহণ রক্ষণশীল সমাজে তীব্র আলোড়ন তৈরি হতে শুরু করেছিল। সরকার রক্ষণশীলপন্থীদের একেবারে আমল দিল না। সরকারি সহযোগিতা নিয়ে একের পর এক আধুনিক শিক্ষা নীতি গ্রহণ করা শুরু হল। তার ফলে হিন্দু অবিচারের শাস্ত্র ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়তে শুরু করে। ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলে ডাক্তার গুডিভ লিখেছেন, " হি ওয়াজে এ ভেরি হাইক্যাস্ট ব্রাহ্মিন, বাট এ্যাট হিজ ওন রিকোয়েস্ট ওয়াজ ব্যাপটাইড অ্যাজ এ খ্রিস্টিয়ান ইন লণ্ডন অ্যাণ্ড ইনসিস্টেড অন টেকিং মাই নেম ইন অ্যাডিশন টু হিজ নেম।"

আধুনিক ভারতের মেডিসিন পথিক সিহাবে সূর্যকুমার গুডিভ চক্র বর্তীকে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছিল। ১৮৫২ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'দ্য মেডিকেল টাইমস অ্যাণ্ড গেজেট'-এর একটি সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীকে নিয়ে । সেখানে লেখা হয়েছিল ' এটা আমাদের আন্তরিক সন্তুষ্টির জায়গা যে, আমরা আজ আমাদের পাঠকদের সামনে উপস্থাপনা করছি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন অথবা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গবেষণাপত্র, যেটি লিখেছেন আমাদের ভারতবর্ষের একজন অধিবাসী। আমরা বিশ্বাস করি, এই ব্যক্তি অর্থাৎ ডাক্তার চক্রবর্তী হলেন এই ভূখণ্ডের প্রথম ব্যক্তি যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য অনেক অবদান রেখেছেন। এই কারণে তাঁর বন্ধুরা খুবই খুশি হবেন এই ভেবে যে, তিনি যে সংকলনের ওপরে দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন, তাতে যে কোনও ছাত্রই এখানে সুচারুরূপে গবেষণার করার সম্ভাবনা অনুভব করবেন।' (সূত্র পিসি সেন গুপ্ত)। চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে তিনি বহু পত্র রচনা করেছেন। সেই সব পত্রগুলি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত। তা নিয়ে গবেষণা করা শুরু করলে বহু অজানা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রকাশ্যে আসা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা যায়।

সূর্যকুমার চক্রবর্তী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮২৭ সালে ঢাকার বিক্রমপুরের কাছে কনুখা গ্রামে। মাত্র ছয় বছর বয়সেই তিনি পিতা মাতাকে হারান। এর কিছুদিন পরে তাঁর দারা পরলোকগমন করেন। ফলে অথৈ জলে পড়ে যান সূর্যকুমার। আত্মীয়স্বজন সদয় ছিল তা নয়। তবে বিদ্যাশিক্ষার ওপরে তাঁর আগ্রহ দেখে তাকে সেখানকার পাঠশায়া ভর্তি করে দিয়েছিল। মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি বাংলা, সংস্কৃত এবং ফারসি ভাষা শিখে ফেললেন। এরই মধ্যে কোনও একজন ইংরেদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁর মুখে ইংরেজি ভাষা শুনে এতটাই তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে যে সূর্যকুমার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যেভাবেই হোক ইংরেজি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বেশি দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করার ব্যবস্থা বা ইংরেজি শিক্ষার গ্রহণ করার মতো পরিবেশ তো গ্রামে নেই। তিনি অদম্য ইচ্ছা আর আগ্রহ নিয়ে অধ্যবসয়ের সংঙ্কল্প নিয়ে গ্রাম ছাড়লেন। সঙ্গে করে নিলেন কাপড়চোপড় এবং খাবার হিসাবে শুকনো চিঁড়ে মুড়ি। তারপরে ছয় মাইল পথ পায়ে হেঁটে পৌঁছালেন কুমিল্লাতে। এখানেই রয়েছে ইংরেজি বিদ্যালয়। এখানে এসে এক ইংরেজি শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করলেন। ঠিক হল তাঁর কাছেই ইংরেজি শিখবেন এবং বিনিময়ে তিনি এই শিক্ষকের বাড়ির সব কাজ করে দেবেন। পরবর্তীকালে সূর্যকুমার বলেছেন, ' অতিশয় সামান্য কর্ম্মকেও আমি ঘৃণা করিতে প্রস্তুত নহি, যদি তাহা আমার অধ্যয়নের সহায়তা হয়।' সুতরাং সূর্যকুমারের মেধা দেখে সেই শিক্ষক তাকে কুমিল্লার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ১৮৪৩ সালে কলকাতার একজন সহৃদয় মানুষের সন্ধান পেলেন। তারপরে তিনি কলকাতায় চলে এলেন। এই সহৃদয় মানুষটি ছিলেন সরকারি সিভিলিয়ন। তাঁর নাম ছিল আলেকজাণ্ডার। তিনি সূর্যকুমারকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিলেন ১৮৪৪ সালে। সূর্য কুমার এক বছর মেডিকেল কলেজে পড়েছিলেন। তারপরেই এসে গেল বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ। এই সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে রাজি হলেন না। সেই সুযোগ গ্রহণ করে তিনি ভারতের অন্যতম সেরা চিকিৎসক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

বিলেত থেকে ফিরে কলকাতায় সূর্যকুমার মেডিকেল কলেজের শিক্ষক -চিকিৎসক হিসাবে কাজ করতে শুরু করে দিলেন। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত মেডিকেল কলেজে চিকিৎসকের কাজ করে গিয়েছেন। গবেষক হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। জীবনীকার যোগেশচন্দ্র বাগল এক স্থানে লিখেছিলেন,' কলিকাতায় মেডিকেল কলেজের বাইরে তিনি চিকিৎসা করতেন না। অন্য চিকিৎকদের উপদেষ্টা হিসাবে চিকিৎসা ব্যাপারে পরামর্শ দিয়া সহায়তা করিতেন। তাঁহার খ্যাতি এত ছিল যে,তাঁহাকে দেখিবামাত্রই রোগীদের প্রাণে আশার আলো বিকীর্ণ হইত।' সূর্য কুমার গুডিভের লেখা বিখ্যাত বইটির নাম হল 'পপুলার লেকচারস অন সাবজেক্টস অফ ইণ্ডিয়ান ইন্টারেস্ট।' বইটি নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গবাসীদের বাংলাদেশ সফর করার ব্যাপারে আগ্রহ থাকেই

বিশেষ প্রতিবেদক

কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে এপারের গেদে থেকে ওপারের দর্শনা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য যখন সাইকেল ভ্যানে উঠলাম তখন থেকেই অনুভব করলাম সারা শরীর জুড়ে এক শিহরন । কেন এ শিহরন? নোম্যানস্ ল্যান্ড দিয়ে যত এগোচ্ছি দেখছি চোখের কোণ ক্রমশঃ ভিজে যাচ্ছে। গলার কাছে যেন কিছু আটকে আছে। বেশ ব্যাথা করছে ওখানে। মনে হচ্ছে যেন বহুদিন ধরে চেপে রাখা কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে দুচোখ বেয়ে। মেয়ে যাতে কিছু বুঝতে না পারে, দেখতে না পায় আমার চোখের জল, সেজন্য অন্য দিকে মুখ করে প্রবলভাবে চেষ্টা করছি আমার চোখের জল আটকাতে। কিন্তু এমন কেন হচ্ছে? আমি তো ওদেশে জন্মাইনি। তবে এত কষ্ট হচ্ছে কেন? তবে কি এটা আমার বাবা, মা, কাকা, পিসি, দাদু, দিদা, সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সাবেক পূর্ব বঙ্গের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত হওয়ার কান্না, যা আমার চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, যখন আমি তাদের প্রতিনিধি হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখতে চলেছি? জানিনা। তবে ' বাংলাদেশে আপনাকে স্বাগত' লেখা তোরণ দ্বারের সামনে মামাতো দেওর রাপ্পি আর তার বন্ধু লিটনকে দেখে সমস্ত কষ্ট ভুলে প্রবল উত্তেজিত ও আনন্দিত হয়ে অবচেতনেই স্বগোতক্তি করেছি, 'অবশেষে পা রেখেছি পিতৃ পুরুষের দেশে!' ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে আমার এই বাংলাদেশ সফর একেবারেই পূর্ব পরিকল্পনাবিহীন। আচমকা। মেয়ের থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা শেষে কোথাও ঘুরতে যাব ভেবেছিলাম । কিন্ত বাড়ীর কর্তা বহু আগেই প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বন্ধুর সঙ্গে উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিং এ যাবেন বলে এবং কাকতালীয়ভাবে যাত্রা শুরুর দিনটি পড়ল মেয়ের শেষ পরীক্ষার দিনেই । ফলতঃ মন খারাপ মা মেয়ের । মনের ঐ রাগ নিয়েই কর্তাকে বললাম, তুমি যাচ্ছ যাও। তবে আমিও ঘরে বসে থাকব না। মেয়েকে নিয়ে কোথাও না কোথাও যাবই। ঠিক এই রকম সময়েই এল ওপার বাংলা থেকে ফোনামন্ত্রন। আমার শ্বাশুড়ি মায়ের মামারবাড়ী যশোরের ঝিনাইদহের নলডাঙা গ্রামে। সেখানে শ্বাশুড়ি মায়ের মামাতো ভাইয়ের মেয়ে, অর্থাৎ কিনা আমার মামাতো ননদের বিয়ে। কী আশ্চর্য সমাপতন । মেয়ের পরীক্ষার শেষদিন, কর্তার

ট্রেকিং যাত্রার দিন এবং ননদের বিয়ের দিন, সবই একদিনে, ১৯শে এপ্রিল। বিয়ের দিনে মেয়ের পরীক্ষা থাকা এবং তিনজনে যাওয়া হবে না বলাতে, ওপার থেকে প্রস্তাব এল দুজনে গিয়ে বৌভাতের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও ওরা আনন্দ পাবেন । প্রস্তাব পাওয়ামাত্র লুফে নিলাম । (এপারে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের পাশপোর্ট তৈরী না থাকায় কেউই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি)। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে এপার বাংলা থেকে আমার শ্বশুরমশাই, শ্বাশুড়ি মা তাদের পাঁচ সন্তানকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই গ্রামে। সেই শেষ। ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর। এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোনো আত্মীয় স্বজন ওপারে যাননি। এক্ষেত্রে পাশপোর্ট একটা বড় বাধা ছিল। অনেকেরই পাশপোর্ট তৈরী ছিল না। যদিও ওপার থেকে মামা শ্বশুর বেশ কয়েকবার এপারে এসেছেন এবং প্রতিবারই অনুযোগ করেছেন এপার থেকে কেউ না যাওয়ার জন্য। যাইহোক, দুদিনের মধ্যেই সমস্ত কাগজপত্র তৈরী করে বাংলাদেশ হাইকমিশনে জমা দিলাম ভিসার জন্য। ওদিকে অফিসে country leave এর পারমিশনের জন্য দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় সহকর্মী ছেলেটি বলল, দিদি দরখাস্ত জমা দেওয়া আর যাত্রার দিনের মধ্যে কমপক্ষে পনের দিনের ব্যবধান থাকতে হবে। কিন্তু হিসেব মত আপনার হচ্ছে চোদ্দ দিন। আমি তো নাছোড়বান্দা। বললাম, ভাই তুমি ব্যাকডেট দিয়ে আমার পারমিশনটা করিয়ে দাও, প্লিজ। ভিসার আবেদন জমা করার দুদিন বাদেই হাতে পেলাম ছাড়পত্র। শুরু হল যাওয়ার প্রস্তুতি। ১৯ এপ্রিল রাতে উনি যাত্রা করলেন উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশ্যে আর ২০ এপ্রিল ভোরবেলা আমরা মা মেয়ে রওনা দিলাম বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই যাত্রার পূর্ব রাত কাটলো প্রবল উত্তেজনায় এবং কিছুটা উৎকণ্ঠায় (মেয়েকে নিয়ে জীবনে প্রথম একা ঘুরতে যাওয়ার জন্য) প্রায় নিদ্রাহীন। শিয়ালদা স্টেশন থেকে সাতটা চল্লিশের গেদে লোকাল ধরে গেদে পৌঁছলাম পৌনে এগারোটা নাগাদ। এই তিন ঘন্টার মধ্যে বার কয়েক ফোন এসেছে উৎকণ্ঠিত আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে। আমার এই যাত্রা তাদের কাছে অভাবনীয়। যাইহোক ট্রেন থেকে নামার পর এগিয়ে গেলাম ইমিগ্রেশন অফিসের দিকে, যেটা কিনা একদমই প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া। প্রায় ঘন্টা দুয়েক প্রবল গরমে লাইনে দাঁড়িয়ে ওপারে যাওয়ার ছাড়পত্র নিয়ে নো ম্যানস ল্যান্ড পার হওয়ার জন্য উঠে বসলাম মোটরভ্যানে। ওপারে পৌঁছে আবারও কিছু সময় কাটল কাগজপত্রের ঝামেলায়। অবশেষে বাংলাদেশ সময় দুপুর আড়াইটে নাগাদ ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় রওনা হলাম ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে। দর্শনা থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে ঝিনাইদহ জেলার নলডাঙ্গা দুর্গাপুর গ্রামে যখন পৌঁছলাম তখন ও বাড়ীতে কন্যা বিদায়ের প্রস্তুতি চলছে। কিন্ত 'ইন্ডিয়া' থেকে আগত দুই অতিথি তখন সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। চুয়াল্লিশ বছর পর ইন্ডিয়া থেকে একজন মহিলা এবং একটি মেয়ে ঐ বাড়িতে পা রেখেছে এই বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে প্রত্যেকেরই একটু সময় লাগল। বিশেষতঃ বড় মামা শ্বশুর তো কিছুতেই বিশ্বাস করছিলেন না, যতক্ষন না আমাদের দেখেছেন। আমারও একটু সময় লাগল ধাতস্ত হতে। সম্পূর্ণ নতুন জায়গা এবং হাতে গোনা চারজন ছাড়া প্রত্যেকেই আমার কাছে নতুন। এমনকি দুই মামীমাও। সবার কাছে আমরা তখন নয়া অতিথি।

সম্পাদকীয়

জ্যোতির্বিজ্ঞানী অমলেন্দু ব্যানার্জি

বিশেষ প্রতিবেদক

জ্যোতির্বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের পুরোধা ড অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞান বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে আমাদের মনে গেঁথে দেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস জারি রেখেছিলেন । রেডিও, দূরদর্শনের পর্দায় , বিড়লা তারামণ্ডলে , স্কুল , কলেজ , বিশ্ববিদ্যালয় বা ক্লাবের অনুষ্ঠানে ; সর্বত্র বড় সুন্দর করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিতেন নিজের দীপ্ত কণ্ঠে আর বিভিন্ন ছবির/স্লাইড শোর মাধ্যমে। তাছাড়া তিনি তাঁর বইতে সুন্দর সহজ সরলভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে তুলে ধরেছেন। তাঁর শ্রোতা ,পাঠক ও গুণমুগ্ধের সংখ্যা নেহাত কম নয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অসারতা ও বুজরুকি নিয়ে তিনি সব সময় সরব ছিলেন। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর করার সবরকম প্রয়াস তিনি আজীবন করে গেছেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত এক বিজ্ঞান কর্মী। শুধু এদেশে নয় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনি পজিশনাল এস্ট্রোনোমি সেন্টারের ডিরেক্টর হিসেবে বহুদিন কাজ করেছেন। বিড়লা প্ল্যানে টোরিয়ামেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।। স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন কলকাতার তিনি ছিলেন প্রাক্তন সভাপতি। তিনি সারাজীবন বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৯৫ সালে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য ভারত সরকার তাঁকে পুরস্কৃত করেন। ২০১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেয় 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক'। শুধু পুরস্কার নয় তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন বহু মানুষের মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি হাওড়া জেলার বাগনানের মুগ কল্যাণ গ্রামে। পিতা গ্রামের এক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। প্রাথমিক পড়াশোনা গ্রামের স্কুলে। বিদ্যালয়ের পাঠ মুগকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়ে। তবে ইন্টারমিডিয়েট, স্নাতক আর স্নাতকোত্তর পর্বের পড়াশোনা শেষ করেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলিত গণিতে এমএসসি - করার সময় স্পেশাল পেপার হিসাবে নিয়েছিলেন অ্যাস্ট্রোনমি আর সেটা পড়াতেন বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের পিতা বিষ্ণু বাসুদেব নারলিকার।

সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানসচেতনতা প্রসারে সারা জীবন নিরলস পরিশ্রম করেছেন। প্রথমে টেলিস্কোপ হাতে, পরের স্লাইড সহযোগে চলে যেতেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো সাধারণকে বোঝাতে। একই সাথে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের নামে কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সবসময় মুখর হতেন। সহজ সরল ভাষায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভুলগুলো তুলে ধরতেন। বেতার ও দূরদর্শনের অসংখ্য জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান সচেতনতার কাজ করে গেছেন। তাঁর ২২৫ টিরও বেশি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে প্রবন্ধের সংখ্যা ২৫০০এর বেশি। ইংরেজিতে তিনটি ও বাংলায় পাঁচটি প্রকাশিত বই রয়েছে তার। বাংলায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল - ' ধূমকেতু রহস্য ও হ্যালি' ' জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞানী' ' জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান'

ছেলেধরা সন্দেহে বনগাঁয় গণপিটুনি ভবঘুরেকে

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ২৩ জুন ঃ বনগাঁয় ছেলেধরা সন্দেহে এক ভবঘুরেকে পেটানোর অভিযোগ উঠল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। ঘটনায় গ্রেফতার দুই। জানা গেছে, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পৌরসভা এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঠাকুরপল্লীর ঘটনা। অভিযোগ, শনিবার রাতে সেখানে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনি দেওয়া হয় এক ভবঘুরেকে। এরপর পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্তে নেমে গ্রেফতার হয় দুজন।

রাতের শেষ ট্রেন চলাচলের সময়সূচী পরিবর্তন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুন ঃ আশানুরূপ জনপ্রিয় না হওয়ায় মেট্রোরেল আগামীকাল থেকে নর্থ সাউথ করিডরে পরীক্ষামূলকভাবে চালু থাকা তাদের রাতের শেষ ট্রেন চলাচলের সময়সূচি পরিবর্তন করেছে। সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত কবি সুভাষ এবং দমদম থেকে উভয়দিকে রাত এগারোটার পরিবর্তে দশটা চল্লিশ মিনিটে শেষ ট্রেন ছাড়বে বলে মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে। যাত্রীরা ইউপিআই পেমেন্ট মোড এবং স্মার্ট কার্ড নিয়ে এই ট্রেনে চড়তে পারবেন।

যোগাসনে স্বপ্ন দেখাচ্ছে পিয়ালী

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৩ জুন ঃ এখন বাংলার যোগাসন জগতে সারা ফেলেছে খুদে মেয়ে পিয়ালী দাস। সে জায়গা করে নিয়েছে জাতীয় দলে। সদ্য মাত্র ৭ বছর বয়সেই ছোট্ট পিয়ালীকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে বাবার মনের ভেতর স্বপ্ন। এই ছোট্ট যোগাসন খেলোয়াড়ের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী সরডাঙ্গা কালেখাতলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সে ধীতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। ইতিমধ্যেই সে জেলা ও রাজ্য স্তরে বহু খেতাব জিতেছে। পিতা সুমন্ত দৌড়বিদ ছিলেন।

নারী শক্তির ছবি একে ইন্ডিয়া বুকে নাম তুললো সুন্দরবনের এক যুবক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর ব্লেডের টুকরো দিয়ে.নারীশক্তির ছবি এঁকে ইন্ডিয়া. বুকে নাম তুললো নামখানার এক যুবক।দ.২৪ পরগনার সু ঃদরবনের কাকদ্বীপ বিধানসভার নামখানা ব্লকের নারাযণপুরের সায়ন মিদ্দা নামে এক যুবক অসাধারণ সাফল্য নাম তুললো ইন্ডিয়া বুকে।পরিবার সূত্রে জানা যায়, সাযন গণেশ নগর মাধ্যমিক বিদ্যালযে. মাধ্যমিকের পরেই কষ্টের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পা: নামখানার নারাযণ বিদ্যা মঃ দরে, অভাব অনটনের মাধ্যমে ও ভালো পড়াশুনা না করতে পারলেও মনে মনে তার ইচ্ছা ছিল কোনদিন না কোনদিন এমন কিছু করে বাবা মাযের মুখ উজ্জ্বল করবে।আর সেই চিন্তা থেকে ফেলে দেওযা. সত্তরখানা ব্লেড দিযে.তৈরি করলো একটি নারীশক্তির চিত্র, আর সেই চিত্র থেকেই কিছু দিনের মধ্যেই ইন্ডিযার বুকে নাম তুললো নারাযণ পুরের যুবক সাযন মিদ্দা,এর পাশাপাশি সাযন মিদ্দা ছবি আঁকার জন্য বিনা পযসায. এলাকার দুস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের নিযে.একটি চিত্রকার ও খোলেন।সে এ ছাড়াও দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জাযগায.তার এই চিত্রকলার প্রদর্শন করেন,ইন্ডিযা.বুকে নাম তুলে যেমন খুশি সাযন মিদ্দা তেমন খুশিও তার পরিবারের লোকজন।

উত্তরবঙ্গে আরও বাস চালানোর সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুন ঃ উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম কলকাতা থেকে আরও বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় জানিয়েছেন আগামী সপ্তাহ থেকে কলকাতা ও আলিপুরদুয়ারের মধ্যে রকেট বাস পরিষেবা চালু করা হবে। এছাড়াও বিভিন্ন রুটে বাস চালানোর জন্য নিগম বিএস সিক্স মানের নতুন ৩৮ টি সিএনজি চালিত বাস কিনেছে। আলিপুরদুয়ার বাস ডিপোর সংস্কারের জন্য পরিবহন দপ্তরে ১০০ কোটি টাকার একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

রাজগঞ্জে রান্নাঘরের মেঝের নীচে গোখরোর ফোঁসফোঁস

রাজগঞ্জ, ২৩ জুন ঃ একসঙ্গে গোখরো সাপের ২৬টি ডিম উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগু।ি জেলার রাজগঞ্জের চ্যাংরাবান্ধা এলাকায়। ওই এলাকাতেই পাওয়া গিয়েছে, ১টি গোখরো সাপকেও। স্থানীয় নরেশ রাযের বাড়িতে রান্নাঘরের ঢালাইযের নিচে বাসা বেঁধেছিল সাপটি। অন্যান্য দিনের মতো রবিবার সকালে রান্নাঘর পরিষ্কার করার সময. বাড়ির এক মহিলা ফোঁসফোঁস আওযাজে ভয.পেযে.যান। সিমেঃটের মেঝের ঢালাই ভেঙে ফেললে সাপটি ও তার ডিমগুলো উদ্ধার হয়। খবর দেওয়া হলে শিলিগুড়ির একটি পরিবেশপ্রেমী সংস্থার দুই কর্মী এসে রান্নাঘর থেকে সাপটি ও ২৬টি ডিম উদ্ধার করেন। সাপটিকে বৈকুঃঠপুর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে ডিমগুলি সংরক্ষণ করে বাচ্চা ফোটানোর চেষ্টা করা হবে বলে তারা জানান।

স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে!

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২৩ জুন ঃ স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে! ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার চাপড়া থানার অন্তর্গত পিঁপড়াগাছি এলাকায়। শনিবার রাতে বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় গৃহবধূ লক্ষ্মী দাসকে (২৬)। খুনের অভিযোগে স্বামী অতুল দাসকে চাপড়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গৃহবধূর বাপের বাড়ি ভীমপুর থানার এলাঙ্গীতে। স্থানীয় সূত্রের খবর, দশ বছর আগে পিঁপড়াগাছির অতুল দাসের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত বলে লক্ষ্মীদেবীর বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ। সেই কারণেই লক্ষ্মীদেবী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ বাপের বাড়ির লোকজনের।

মহিলাকে কুপ্রস্তাব নেতার! থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ অগ্নিমিত্রার

দুর্গাপুর, ২৩ জুন ঃ স্বামীর হারানো চাকরি ফিরে পেতে স্থানীয় তৃণমূল নেতার দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক মহিলা। অভিযোগ, ওই তৃণমূল নেতা মহিলাকে কুপ্রস্তাব দেয়। যার ফলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ওই মহিলা। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপে। গোটা ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। ওই মহিলা এখন দুর্গাপুরের ড্রিমল্যান্ড হাসপাতালে চিকিসাধীন, রবিবার হাসপাতালে গিয়ে ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করেন অগ্নিমিত্রা পল। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অগ্নিমিত্রা জানান, নারীর সম্মান এই রাজ্যে তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে। আমি এই বোনের পাশে আছি এবং ওনাকে সুবিচার পাইযে.দিতে আমি যতদূর যেতে হয.যাবো।

রেল লাইনের ধার থেকে বিজেপি নেতার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৩ জুন ঃ রেল লাইনের ধার থেকে উদ্ধার হল বিজেপি কর্মীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। মৃত বিজেপি কর্মীর নাম প্রদীপ মাল (৩৬)। বাড়ি বীরভূমের নলহাটি থানার পাইকপাড়া গ্রামে। এই ঘটনায় গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে রেল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান-সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে চাতরা স্টেশনের কাছে। মৃত প্রদীপ মাল পেশায় টোটো চালক। মৃতের ভাই রঞ্জিত মাল বলেন, দাদা রবিবার ভোরে টোটো নিয়ে বেরিয়েছিল। তারপরেই সকাল সাতটার দিকে মৃত্যু সংবাদ পাই। কিভাবে হল বলতে পারব না। ছেলে সাগর মাল বলেন, মাসখানেক আগে বহু টাকা দেনা করে বাবা বোনের বিয়ে দিয়েছে। সেই দেনার টাকা নিয়ে চিন্তাই ছিল বাবা। তাছাড়া প্রতিদিন ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সারতে যেত। রেল লাইনের ধারে প্রাতঃকৃত্য সারতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল কিনা বলতে পারছি না। তবে প্রদীপ মালের মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। তিনি বলেন, আমরা ঘটনার পুর্নাঙ্গ তদন্ত চাইছি। কারন লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রদীপ মালকে বহু হুমকির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফলে সে আতঙ্কে ছিল। বিষয়টি আমরা জানি। এই মৃত্যুর পিছনে তাদের কোন ষ়যন্ত্র আছে কিনা তার তদন্ত চাইছি।তৃণমূল নেতা পি ন্টু সিং বলেন, প্রদীপ মালের মৃত্যুর পিছনে কোন ষ়যন্ত্র নেই। সকালে প্রাতঃকৃত্য সারতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। আমাদের এখানে ভোটের পর কোন অশান্তি হয়নি। কাউকে হুমকিও দেওয়া হয়নি। পুলিশ তদন্ত করলে সত্য ঘটনা সামনে আসবে।

মহিলাকে খুনের পর দেহাংশ লুকনো হল চাষের জমিতে

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৩ জুন ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য এল পুলিশের হাতে। খুনের পর প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহাংশ টুকরো করে চাষের জমিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে মহিলার কাটা পা উদ্ধারের ঘটনায় গোটা বিষয়টি সামনে আসে। পুলিশের দাবি, ঘটনায় ধৃত সাদ্দাম সরকার জেরায় এসব স্বীকার করেছে। অভিযুক্তকে রবিবার বালুরঘাট আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার বিকেলে তপন ব্লকের তরিয়ট এলাকায় জমি থেকে এক মহিলার পায়ের অংশ উদ্ধার হয়। অপরদিকে এলাকা থেকে কিছু দূরে কার্তিকপুর পশ্চিম নিমপুর এলাকার সুরাখা খাতুন নামে এক গৃহবধূ গত ১৮ জুন নিখোঁজ হন। পরিবারের সদস্যরা জুতো দেখে ওই মহিলাকে শনাক্ত করেন। শনিবার মৃতের পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তপন থানার পুলিশ তদন্তে নামে। সাদ্দাম সরকার নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে পুলিশের। অনুমান, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে মহিলাকে খুন করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, খুনের পর ট্রাক্টরের রোটাওয়েটার দিয়ে দেহাংশ কাটা হয়েছে। এর পর সেই দেহাংশ জমির নানা জায়গায় মাটিতে মিশিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়। রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, পুলিশ তদন্ত নেমে সাদ্দাম সরকার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশি জেলায় সে গোটা ঘটনার কথা স্বীকার করেছে। তাকে আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয়েছে। সাদ্দামকে হেফাজতে নিয়ে হত্যাকাণ্ডের খুঁটিনাটি জানতে চাইছে পুলিশ বলে জানতে পারা গিয়েছে।

নলহাটি স্টেশনের অদূরে বিজেপি কর্মীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৩ জুন ঃ বীরভূম জেলার নলহাটি স্টেশনের অদূরে রেললাইন থেকে উদ্ধার হল বিজেপি কর্মীর ক্ষতবিক্ষত দেহ। মৃতের নাম প্রদীপ মাল। তাঁর বাড়ি বীরভূমের নলহাটি থানার পাইকপাড়া গ্রামে। রবিবার নলহাটি এবং চাতরা ষ্টেশনের মাঝে পাইকপাড়া গ্রামের কাছে রেল লাইনে ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয। খবর পেযে.ঘটনাস্থলে চলে আসেন বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় টোটোচালক প্রদীপ রবিবার ভোরে বাড়ি থেকে বার হন। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় গ্রাম সংলগ্ন রেললাইন থেকে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে রেলপুলিশ। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

খড়গপুরে ডাম্পারের দৌরাত্ম্য! পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক চালকের

দুরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ২৩ জুন ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে ডাম্পারের ধাক্কায় এক বাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে। সেই দুর্ঘটনাকে কেঃদ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। রবিবাসরীয় সকালে তীব্র যানজট হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরের মোহনপুরে। মৃত ব্যক্তির নাম-হরিপদ রাউত (৬৮)। তাঁর বাড়ি মেদিনীপুরের অরবিন্দনগরে। পেশায় তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। রবিবার সকালে বালিবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় ওই চিকিসকের। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরের গ্রামীণ থানা এলাকার মোহনপুরে। ঘাতক ট্রাকে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

চিকিৎসকের গাফিলতিতে ছাত্রের মৃত্যু! ধুন্ধুমার কাণ্ড পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৩ জুন ঃ চিকিৎসকের গাফিলতিতে এক ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে। সেখানকার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান মৃত ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা। মৃতের নাম রিকি কর্মকার (১৭)। বাড়ি রঘুনাথপুর শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে। জানা গিয়েছে, রবিবার রিকি একটি পুকুর থেকে স্নান সেরে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল। তখনই একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। রিকি গুরুতর জখম হয়। স্থানীয় কয়েকজন তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখানে ওই ছাত্রকে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, রিকির অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও কোনও চিকিসক সময়মতো চিকিৎসা করতে আসেনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসককে ফোন করা হলে এক ঘণ্টা দেরিতে তিনি পৌঁছন। এদিকে সঠিক সময়ে চিকিৎসা না পেয়ে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। ঘটনাটি জানার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে রিকির বন্ধু ও পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা হাসপাতালে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যান ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাও বিক্ষোভে সামিল হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে যায় রঘুনাথপুর থানার পুলিস। পরে ছাত্রের পরিবার, স্থানীয় বাসিন্দা, কাউন্সিলর ও পুলিসের উপস্থিতিতে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ভারতীয় ভাষা পরিষদের আয়োজিত অনুষ্ঠান ‘ভারতীয় সাহিত্যে গণতন্ত্র-একটি সংলাপ’

কলকাতা, ২৩ জুন ঃ ২০২৪-এ ভারতীয় ভাষা পরিষদে 'ভারতীয় সাহিত্যে গণতন্ত্র' বিষয়ে একটি ইন্টারেক্টিভ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কাউন্সিল এবং সাদিনামা পাবলিকেশন্সের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় ভাষা পরিষদের চেয়ারপার্সন ডক্টর কুসুম খেমানির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে এ ধরনের গণতান্ত্রিক কর্মসূচির খুবই প্রয়োজন। এই সংলাপ কর্মসূচিতে শহরের বহুভাষী বুদ্ধিজীবীরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে হিন্দি, উর্দু, বাংলা, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, রাজস্থানী, মৈথিলি, ওড়িয়া, নেপালি এবং মাগাহি-দশটি ভাষার বক্তারা তাদের মতামত তুলে ধরেন, এরপর দর্শকরাও তাদের অনেক প্রশ্ন করেন। পাঞ্জাবি সাহিত্যের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মহেন্দ্র সিং পুনিয়া বলেন, গুরু নানক, বুলেশাহ থেকে পাশ পর্যন্ত পাঞ্জাবির গণতন্ত্রের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। তিনি কবিদের কবিতা থেকে উদাহরণ দিয়ে এই ঐতিহ্য প্রমাণ করেছেন। গুরদীপ সিং সংঘ পাঞ্জাবিতে গণতান্ত্রিক কবিতা আবৃত্তি করেন। হিন্দিতে বক্তৃতা করেন আল্পনা সিং ও জিতেন্দ্র জিতাংশু। অজয় তিরহুতিয়া জি, মৈথিলী ভাষায় কথা বলার সময়, জ্যোতিশ্বর ঠাকুর এবং বিদ্যাপতির সাহিত্য থেকে গণতন্ত্রের উদাহরণ দিয়েছেন। মৈথিলির আরেক পণ্ডিত অশোক ঝা বলেছেন যে মৈথিল রাজ্যে পালিত ছট উৎসব গণতন্ত্রের একটি চমকার উদাহরণ কারণ যারা বাঁশ কেটে দড়ি তৈরি করে তারা নিম্নবর্ণের। তাদের হাতে তৈরি ইউনিফর্ম ছট পালনকারী সকল বর্ণের (নিচু ও উচ্চ) লোকেরা ব্যবহার করে। বিদ্যাপতি ও নাগার্জুনের কবিতার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে মিথিলা অঞ্চলে এখনো গণতন্ত্র বিদ্যমান। রাজস্থানী

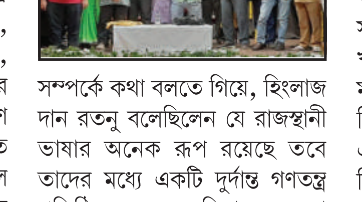

সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, হিংলাজ দান রতনু বলেছিলেন যে রাজস্থানী ভাষার অনেক রূপ রয়েছে তবে তাদের মধ্যে একটি দুর্দান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ওড়িয়াতে বক্তৃতা করার সময়, সৌরভ গুপ্তা বলেছিলেন যে এখানে গণতন্ত্রের ব্যবস্থা এত সুন্দর যে এমনকি ভগবানের জ্বর হয় এবং তার চিকিৎসাও অনেক দিন স্থায়ী হয়। মাগহি ভাষা নিয়ে বক্তৃতাকালে কুমার সুশান্ত বলেছিলেন যে মাগহি ভাষায় গণতন্ত্র সর্বদা বিদ্যমান। মাগহীর কবির মথুরা প্রসাদ নবীনের কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে তিনি বলেন, কবি শুকনো ছোলা খেতে পছন্দ করেন, কিন্তু সংগ্রাম ছাড়েন না। কবি গণতন্ত্র বাঁচাতে বিপ্লবের লড়াই করেন। গুজরাটি ভাষায় কথা বলার সময় কেয়ুর মজুমদার অনেক মাত্রা খুলেছিলেন। উর্দু ভাষা সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে শহীদ ফিরুগী বলেন যে উর্দু সবসময়ই একটি গণতান্ত্রিক ভাষা। তিনি আরও কিছু দৃষ্টান্ত ও কবিতার উদাহরণ দিয়ে তার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নেপালি ভাষায় নিমার উপসংহার নেপালি লেখার উপর গণতান্ত্রিক আলোচনার দিকে নিয়ে যায়। শেষে, অমৃতা চতুর্বেদী ভারতীয় ভাষা পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সাদিনামার প্রধান সম্পাদক জিতেন্দ্র জিতাংশু অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের ধন্যবাদ জানান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, অল ইন্ডিয়া মারোয়ারি সম্মেলনের সভাপতি শিব কুমার লোহিয়া, আঞ্চলিক মারোয়ারি সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত প্রকাশ কিল্লা, এজাজ হাসান, হালিম সাবির, শীন এজাজ, পারভেজ, বিনীত শর্মা, সম্পাদক রাজস্থান পত্রিকা, বিমলা পোদ্দার। , জগমোহন সিং খোখর , বিনোদ যাদব, রঞ্জিত ভারতী, সীতারাম আগরওয়াল, সঞ্জীব গুরুং, গোপাল ভিত্রকোটি, রামায়ণ ধমলা, সুরেশ শ, দেবেন্দর কৌর, দিব্য প্রসাদ, অজেন্দ্র নাথ ত্রিবেদী, শকুন ত্রিবেদী, আল্পনা সিং, কেয়ূর মজুম, আহমেদ রহুদ প্রমুখ।

Office of the Sonaijuri Gram Panchayat
Purulia-I, Purulia
gp.sonaijuri @gmail.com
Notice Inviting e-Tender
The Pradhan, Sonaijuri Gram Panchayat, Purulia-I, Purulia invites online tender bearing NIeT No NIT NO:- WBPUR/SGP/NIeT-01/24-25 Dated 20.06.24 for 14 nos work from bonafied, resourceful contractor. Last date of bid submission 24.06.24. , Details of NIeT may be seen at https://wbtenders.gov.in
Sd/
Pradhan
Sonaijuri Gram Panchayat

Government of West Bengal
“ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER“SNIT No.:- WBIW/EE/MED/SNIT-01/2024-25 [Sl.“No.-1 to 3]
“Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 3 (Three) Nos. work Last date & time of application for Tender Form on 26.06.2024 upto 17.00 Hours. Details may be seen at the website: www.wbiwd.gov.in
“Sd/-
“Executive Engineer
“Mahananda Embankment Division
“Green Park, Malda

Govt. of West Bengal PWD
Short NIQ Ref No :
WBPWD/AE/RESD/NIQ-10/2024-25
Sealed bids are hereby invited for **Construction of temporary sheds/accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom/ Mobile Charger point as well as electrification of Accommodation Centre i.e. infrastructural & Logistic support for CAPF Coy. ICW ensuing Bye-Election to 35 Raiganj.--- Electrical works --- at different location as per Annexure-I** ” by Raiganj Electrical Sub-Division Karnajora, Uttar Dinajpur – 733130 from bonafide bidders. Application start Date. **23.06.2024** Last date and time for receiving application: **24.06.2024** up to 3 P.M. Details information of NIQ, BOQ, & tender document may be downloaded from Departmental Web Site .
Corrigendum if any, will be published in website only
Sd/-
Assistant Engineer
Raiganj Electrical Sub-Division, PWD

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (E)/LTG/Z-I/Br-III, KMC invites E-tender online percentage Bid system for the following work :-
NIT NO. : LTG/01/333/BR-III/Z-1/24-25
Name of work **: Engagement of Electrical Night Gang for Emergency Breakdown/Disaster Preparedness of Lighting System for Avoid any type of Accident and Public Safety under Borough-III.** Estimated Amount **: Rs.2,97,892.79.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 214 Days.** Last date of submission of Bid **: 04.07.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on & from **24.06.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**
The Executive Engineer (E)/LTG/Z-I/Br-II, KMC invites E-tender online percentage Bid system for the following work :-
NIT NO. : LTG/06/333/BR-II/Z-I/24-25
Name of work **: Engagement of Electrical Night Gang for Emergency Breakdown/Disaster Preparedness of Lighting System for Avoid any type of Accident and Public Safety under Borough-II.** Estimated Amount **: Rs.2,97,892.79.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 214 Days.** Last date of submission of Bid **: 01.07.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on & from **21.06.2024 at 1 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**
The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/16
Name of work **: Operation & Maintenance of Street Lighting System in Ward No.87 under Br-VIII.** Estimated Amount **: Rs.3,47,853.00.** Earnest Money **: Rs.7,000.00.** Period of Completion **: 273 Days.**
2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/17
Name of work **: Urgent Restoration of Damaged Street Lighting System due to Cyclonic Storm Remal on 26.05.2024 in Ward No.87 under Br.-VIII.** Estimated Amount **: Rs.1,17,312.00.** Earnest Money **: Rs.2,400.00.** Period of Completion **: 10 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 02.07.2024 at 6 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** Bid opening date for Technical Bid **: 02.07.2024 at 6.30 p.m. (for Sl.No.1 & 2).**
3. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/31
Name of work **: Urgent Restoration of Damaged Street Lighting System due to Cyclone Storm Remal on 26.05.2024 in Ward No.65, Br.-VII.** Estimated Amount **: Rs.1,57,741.00.** Earnest Money **: Rs.3,200.00.** Period of Completion **: 05 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 02.07.2024 at 12 noon.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **: 02.07.2024 at 2 p.m.**
4. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/09
Name of work **: Installation work of Electrical Wiring & other Electrical allied works (UHWC) at 57, Hossain Shah Road in Ward No.79, Br.IX.** Estimated Amount **: Rs.2,89,439.13.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
5. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/30
Name of work **: Repairing & Replacement of Fan, Tube Light and Switch Board at Taratala Staff Colony KMCP School for WD-80 under Br.-IX.** Estimated Amount **: Rs.1,09,186.05.** Earnest Money **: Rs.2,200.00.** Period of Completion **: 07 Days.** Last Date and time of Completion of Bid **: 02.07.2024 upto 2 p.m. (for Sl.No.4 & 5).** Tender (Technical) Opening Date **: 02.07.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.4 & 5).** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2024 at 6 p.m. (for Sl.No. 1 to 3)** and **21.06.2024 from 2 p.m. (for Sl.No. 4 & 5)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 5).** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only **(for Sl.No. 4 & 5).**
The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC invites tender online, two part Bid system for the following work :-
NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/19/24-25
Name of work **: Operation and maintenance of Street Lighting System in Ward No.99 under Br.-X.** Estimated Amount **: Rs.4,97,796.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.** Last Date and time of Completion of Bid **: 03.07.2024 upto 12 noon.** The Bid form and other details are available on and from **25.06.2024 from 2 p.m.** Website **: https://etender.wb.nic.in**
The Executive Engineer (E)/Z-IV/Br-X, KMC invites tender online, two part Bid system for the following work :-
NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/10/24-25
Name of work **: Operation and maintenance of all Electrical Installation Works at Bansdroni, Regent Park MPL Market and Street Lighting System in front of Bansdroni Market areas in N.S.C. Bose Road under Br.-X.** Estimated Amount **: Rs.3,10,186.00.** Earnest Money **: Rs.6,500.00.** Period of Completion **: 365 Days.** Last Date and time of Completion of Bid **: 05.07.2024 upto 12 noon.** The Bid form and other details are available on and from **25.06.2024 from 2 p.m.** Website **: https://etender.wb.nic.in**
The Executive Engineer (Civil), E&H, KMC invites quotation online percentage rate two bid systems for the following work :-
NIT NO. : EH/MISC/01/2024-25
Name of work **: Re-Excavation of different Waterbodies against FIR in different Borough.** Estimated Amount **: Rs.2,94,756.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date and time of submission of bid **: 03.07.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **22.06.2024 at 12 noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**
The Executive Engineer(Water Supply), Project, KMC invites e-tender for the following work. (Submission of Bid through online).
NIeT NO. : EE/WS/PROJECT/08/2024-25
Name of work **: Construction of Boundary Wall for Anandapur Booster Pumping Station in Ward No.108.** Estimated Amount **: Rs.2,78,485.00.** Earnest Money **: Rs.5,600.00.** Period of Completion **: 25 Days.** Last Date and Time of Online Submission of Tender **: 08.07.2024 at 5 p.m.** For full and further details, please visit the websites **http://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.
The Executive Engineer(Water Supply), GRWW, KMC invites e-Tender for the following works :-
1. NIT NO. : WS/GRWW/PH-II/58/2023-24/26
Name of work **: Renovation and Roof Treatment at Damage Portion of Eastern Side of Administrative Building for Protecting the Building Structure with Ancillary Works at WTP-II, GRWW.** Estimated Amount **: Rs.2,87,444.00.** Earnest Money **: Rs.5,749.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
2. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/249
Name of work **: Development of underbed by SBF Soling and Jhama Khoa for Bitumen laying work from Central Godown to Loading Unloading Bay of CWPS-II of Garden Reach Water Works.** Estimated Amount **: Rs.2,69,384.00.** Earnest Money **: Rs.5,388.00.** Period of Completion **: 15 Days.**
3. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/164A
Name of work **: Manufacture, Supply, Delivery with Fitting-Fixing of MS Tailpieces, Flanges with 450 MM Dia Sluice Valve for Installation on 450 MM Dia Recirculation Line at the Northern Side of Chemical House of WTP-IV of Garden Reach Water Works.** Estimated Amount **: Rs.2,50,253.00.** Earnest Money **: Rs.5,005.00.** Period of Completion **: 5 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) **: 16.07.2024 at 2 p.m./19.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1) and 10.07.2024 at 2 p.m./12.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.2 & 3).** The bid forms and other details will be available shortly from the website **: https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**
101 / 24-25

ফ্যাশন- রূপচর্চা

তারুণ্য ধরে রাখতে যোগাসন করুন

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বয়সের ছাপ পড়ে মানুষের চেহারায়। অনেকে এই বলিরেখা ঢাকতে নানা রকম প্রসাধন ব্যবহার করেন। তারুণ্য বা বয়স ধরে রাখার মূল বিষয় হলো পুরোনো কোষের তুলনায় বেশি করে নতুন কোষ তৈরির সুযোগ দেওয়া। এ ক্ষেত্রে মুখের ত্বকের যত্ন নেওয়া ছাড়াও ভালো হজমপ্রক্রিয়া ও রক্তসঞ্চালন ঠিক রাখা জরুরি। নিয়মিত কিছু ইয়োগার চর্চা করলে ত্বক প্রাকৃতিকভাবেই তরুণ রাখা সম্ভব। কী সেই যোগব্যায়াম জেনে নিন এখানে।

যেভাবে করবেনঃ

সোজা টানটানভাবে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। শ্বাস নিতে নিতে প্রথমে দুই পা এবং পরে নিতম্ব, কোমর ও পিঠ এমনভাবে তুলে ফেলুন, যাতে শরীর ওপরের দিকে টানটান হয়ে থাকে। এবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পা এমনভাবে মাথার পেছন দিকে নামান, যাতে পায়ের আঙুল মাথার পেছনে ম্যাট স্পর্শ করে। হাঁটু সোজা থাকবে। হাত দুটি ব্যবহার করে কোমরে সাপোর্ট দিয়ে রাখুন। আসন থেকে ফেরার সময় শ্বাস নিতে নিতে পা ওপরের দিকে টানটান করুন। কোমর থেকে হাত সরিয়ে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে প্রথমে পিঠ, তারপর কোমর, নিতম্ব ও পা নামিয়ে ফেলুন।

সময়ঃ প্রথমবার যাঁরা করবেন, তাঁরা ৩০ সেকেন্ড দিয়ে শুরু করুন। পরে একবারে টানা ২-৩ মিনিট থাকার চেষ্টা করুন। এ আসনের পর অবশ্যই মত্স্যাসন করুন।

মত্স্যাসন

যেভাবে করবেনঃ পদ্মাসন বা দণ্ডাসনে বসে চিত হয়ে শুরু পড়ুন। দুই হাতের পাতা দিয়ে ডানে-বাঁয়ে (কানের পাশে) ম্যাটে ভর রেখে দম নিতে নিতে মাথা এমনভাবে পেছনে মুড়িয়ে নিন, যাতে মাথার তালু ম্যাটে স্পর্শ করে। এবার হাত সরিয়ে পদ্মাসনে থাকলে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল টেনে ধরুন। দণ্ডাসনে থাকলে হাত শরীরের দুই পাশের ম্যাটে রাখুন। আসন থেকে ফেরার সময় অবশ্যই দুই হাত আবার মাথার দুই পাশে রেখে দম ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। এরপর শবাসনে বিশ্রাম নিন।

সময়ঃ ৩০ সেকেন্ড থেকে ৬০ সেকেন্ড। আসনটি একবার করুন।

সতর্কতাঃ উচ্চ রক্তচাপ ও ঘাড়ে কোনো সমস্যা থাকলে তাদের হলাসন ও মত্স্যাসন করা নিষেধ।

আপনি যেভাবে ত্বক ও চুল ভালো রাখবেন

সকালে গুমোট গরম তো বিকেলে হঠাৎ বৃষ্টিতে কাকভেজা। আগামী কয়েক দিনই হয়তো এমনটা চলবে। রোদ-বৃষ্টির এই খেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ত্বকের বিভিন্ন অংশ। তাই ত্বক আর চুলের জন্য প্রয়োজন আলাদা যত্ন এমনটাই রইল টিপস

ত্বকের যত্ন

জল ময়েশ্চারাইজার হিসেবে কাজ করে। প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। প্রতিদিন মুখে ৮ থেকে ১০ বার জলের ঝাপটা দিলে ত্বকের অনেক সমস্যা কমে যাবে। বৃষ্টির জলেতে ভিজলে ত্বক ধুয়ে ফেলুন বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নিন। অনেকে মনে করেন সানস্ক্রিন শুধু রোদের জন্য। এটি ভুল ধারণা। মেঘলা দিনেও সানস্ক্রিন লাগাতে হবে। ভালো মানের সানস্ক্রিন লোশন বা ক্রিম ব্যবহার করতে হবে। কোনো গয়না পরা অবস্থায় বৃষ্টির জলেতে ভিজে গেলে তা শুকিয়ে নিন। রোদ কিংবা বৃষ্টি থেকে ত্বককে বাঁচানোর জন্য সঙ্গে ছাতা রাখুন।

গরমে সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়ছেন তৈলাক্ত ও মিশ্র ত্বকের অধিকারীরা। একটু গরমেই ত্বকের তেল বের হয়ে যায়। এর মধ্যে ধুলাবালু আটকে যাচ্ছে। ঘাম হচ্ছে বেশি। যতটা সম্ভব ত্বক পরিষ্কার রাখতে হবে। দুই ঘণ্টা পরপর তেলবিহীন টোনার অথবা ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিন। ত্বক তৈলাক্ত হলে গোলাপজলে অল্প গ্লিসারিন মিশিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে পারেন। এ ছাড়া স্বাভাবিক ত্বক হলে পরিষ্কার তুলায় টোনার দিয়ে মুখ মুছে ফেলুন।

চুলের যত্ন

আবহাওয়ায় এখন আর্দ্রতা বেশি। তাই চুল সহজে তৈলাক্ত হয়ে পড়ছে। ময়লা ও ঘাম মিশে চুলে চলে আসছে আঠালো ভাব। বৃষ্টিতে অথবা ঘামে ভেজা থাকছে চুলের গোড়া। হতে পারে ছত্রাকের সংক্রমণ। এ সময়ে অনেকের চুল বেশি পড়ার প্রবণতা দেখা যায়। এ কারণে নিয়মিত চুল পরিষ্কার করতে শ্যাম্পু করুন। মোটা দাঁতের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে নিন। বৃষ্টিতে চুল ভিজে গেলে বাড়ি ফিরে আবারও চুল ধুয়ে নিন।

সাজ

বৃষ্টির দিনে সাজতে চাইলে এমনভাবে সাজুন, হুটহাট ভিজে যেন নষ্ট না হয়। বৃষ্টির সময় চারপাশ কিছুটা অন্ধকার থাকে। মন খারাপ করা ভাবও এসে যায়। সাজে তাই একটু সজীবতা আনা যেতে পারে। জলরোধী প্রসাধনী বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এতে করে সহজে মেকআপ নষ্ট হয় না। নীল কাজল বা আইলাইনার ব্যবহার করতে পারেন।

পায়ের যত্ন

বৃষ্টির জলেতে অনেকের পায়ের ত্বকে সংক্রমণ দেখা যায়। সংক্রমণ দূর করতে আধা কাপ হলুদের রসের সঙ্গে আধা কাপ নিমপাতার রস মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিন। এর সঙ্গে এক টেবিল চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে নিলেই ঘন একটি মিশ্রণ তৈরি হবে। এটি নিয়মিত পায়ে লাগাতে হবে। এরপর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে সংক্রমণ দূর হবে। এ সময় নিয়মিত পেডিকিউর করুন।

যে খুন নাড়িয়ে দিয়েছিল

১৯১৩ সালের ১১ জুন। দিনটি ছিল বুধবার। কনস্টান্টিনোপলে (বর্তমানে তুরস্কের ইস্তাম্বুল) ওসমানি সাম্রাজ্যের যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে যাচ্ছিলেন গ্র্যান্ড ভাইজার (প্রধানমন্ত্রীর সমকক্ষ) মাহমুদ শেবকাত পাশা। পথে আততায়ীর গুলিতে খুন হন। গ্র্যান্ড ভাইজারের পাশাপাশি তিনি ছিলেন ওসমানি সাম্রাজ্যের যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীও। মাহমুদ শেবকাত পাশাকে বহনকারী গাড়িটি ছিল ছাদখোলা। তখন পুরো শহরে এমন গাড়ি ছিল মাত্র ১০০টি। শহরের ব্যস্ততম এলাকা দিভান ইয়োলু অ্যাভিনিউয়ে গিয়ে শেবকাত পাশার গাড়িতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যায়। এরপর গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েন চালক। নেমে তিনি গাড়ি মেরামত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এমন সময় শেবকাত পাশার গাড়ির পাশে এসে থামে আরেকটি গাড়ি। সে গাড়িতে ছিল দুই ব্যক্তি। তাদের হাতে ছিল একটি করে রিভলভার। দুজনই শেবকাত পাশা ও তাঁর উপদেষ্টা ইব্রাহিম বেকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। আততায়ীরা গুলি চালিয়েই ক্ষান্ত দেয়নি। এরপর গাড়ি থেকে নেমে আসে তারা। চেপে বসে শেবকাত পাশার গাড়িতে। পরে আরও ১০টি গুলি ছুড়ে সেই গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। জীবনাবসান ঘটে রাষ্ট্রনেতা ও ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সমরনায়ক শেবকাত পাশার। মৃত্যুর আগে শেবকাত পাশার শেষকথা ছিল, 'আমার দেশ, আহা আমার প্রিয় দেশ!' ক্যাপ্টেন থেকে গ্র্যান্ড ভাইজার ১৮৫৮ সালে বাগদাদে জন্ম মাহমুদ শেবকাত পাশার। কনস্টান্টিনোপলের একটি ক্যাডেট স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষে ১৮৮২ সালে স্টাফ ক্যাপ্টেন হিসেবে যোগ দেন সেনাবাহিনীতে। তিনি যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জেনারেল স্টাফও ছিলেন। ১৮৮৬ সালে কমিশন পেলে জার্মানিতে তাঁকে নিয়োগ দেয় ওসমানীয় সেনাবাহিনী। জার্মানিতে ওসমানীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদন দেখভালের দায়িত্ব পালন করেন শেবকাত পাশা। জার্মানি থেকে ফেরার পর জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনীর পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পান তিনি। ১৯০৮ সালের 'তরুণ তুর্কি বিপ্লবের' পর সালোনিকায় (থেসালোনিকি, বর্তমানে গ্রিসে) ওসমানীয় সেনাবাহিনীর থার্ড আর্মির কমান্ডারের দায়িত্ব পান শেবকাত পাশা। এই দায়িত্বে থাকার সময় তরুণ তুর্কি বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি ধর্মীয় আন্দোলন দমনে ভূমিকা পালন করেন তিনি। ওই আন্দোলন '৩১ মার্চের ঘটনা' নামে পরিচিত। এই সময় রাজতন্ত্রের সমর্থক সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। শেবকাত পাশা এরপর প্রথম তিনটি আর্মি কোরের মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পান। এরপর হন যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী। যুদ্ধমন্ত্রী থাকার সময়ে তাঁর ক্ষমতা সংহত হতে থাকে। ১৯১৩ সালের জানুয়ারিতে এনভার পাশার নেতৃত্বে একদল সেনা কর্মকর্তা লিবারেল ইউনিয়ন পার্টির সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসে কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস (সিউপি)। শেবকাত পাশা হন গ্র্যান্ড ভাইজার।

'অনিবার্য' পরিণতি

তুরস্কে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা ছিল শেবকাত পাশার। প্রকাশিত সংবাদ থেকে দেখা যায়, ওসমানীয় সাম্রাজ্যের এ প্রবীন নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সমবেদনা জানিয়েছিল ইউরোপ। পাশে দাঁড়িয়েছিল ওসমানি সাম্রাজ্যের নেতারা। তবে আততায়ীর হাতে শেবকাত পাশার খুন হওয়ার ঘটনায় অবাক হওয়ার মতো কিছু ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগের বছরগুলোতে বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড খুব স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। একের পর এক ঘটে চলছিল এমন হত্যাকাণ্ড। এর কয়েক মাস আগে এক নৈরাজ্যবাদীর হাতে নিহত হন গ্রিসের রাজা জর্জ। এ ছাড়া ওসমানীয় সাম্রাজ্যের গ্র্যান্ড ভাইজারদের এমন করুণ পরিণতির ইতিহাস ছিল দীর্ঘদিনের। পূর্বসূরিদের মতো শেবকাত পাশাকেও একই পরিণতি বরণ করতে হয়। ধারণা করা হয়, এর আগের যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী নাজিম পাশার হত্যার বদলা ছিল শেবকাত পাশার হত্যাকাণ্ড। ১৯১৩ সালের জানুয়ারির সেই অভ্যুত্থানে নিহত হন নাজিম পাশা। একটি সংবাদপত্রে এ হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা করা হয়েছিল এভাবে, 'নাজিম পাশাকে খুনের পর শেবকাত পাশার মৃত্যু পরোয়ানা লেখা হয়ে গিয়েছিল।'

শত্রু নাকি মিত্ররা নেপথ্যে

শেবকাত পাশার হত্যাকাণ্ড নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। প্রথম প্রশ্নটি উঠেছিল তাঁর চালককে নিয়ে। সেদিন আততায়ীর গুলিতে এক সহযোগীসহ শেবকাত পাশা নিহত হলেও অক্ষত ছিলেন গাড়ির চালক।

আরেকটি রহস্যজনক বিষয় ছিল সেই গাড়িতে থাকা তৃতীয় ব্যক্তি। রহস্যজনকভাবে সে ব্যক্তি পালাতে সমর্থ্য হয়েছিলেন। এশরেফ বে নামে পালিয়ে যাওয়া সেই ব্যক্তি একবার নয়, দুবার পিস্তল দিয়ে আততায়ীদের লক্ষ্য করে গুলে করেন। দুবারই তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার ঘটনাটা ছিল রহস্যজনক। ১৯১৩ সালের ২৪ জুন হত্যার ঘটনায় ১২ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। শেবকাত পাশাকে যেই হত্যা করুক, তাঁর হত্যাকাণ্ডকে ক্ষমতাসীন সিইউপির সরকার অর্থাৎ তরুণ তুর্কি বিপ্লবের ওপর বড় এক আঘাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, শেবকাত পাশার সুনাম ও সম্মানে ভর করেই সিইউপির সরকার চলছিল। প্রথম বলকান যুদ্ধে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর ওসমানি সাম্রাজ্য সামরিক বাহিনীতে সংস্কার আনার চেষ্টা চালাচ্ছিল।

শেবকাত পাশার হত্যাকাণ্ড ওসমানি সাম্রাজ্যের সে চেষ্টাতেও বড় ধরনের একটি আঘাত বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। এসব সমসাময়িক বিশ্লেষণও অবশ্য ভুল হতে পারে। শেবকাত পাশার মৃত্যুর পরে তরুণ তুর্কি বিপ্লবের 'ত্রয়ী' হিসেবে পরিচিত এনভার পাশা, তালাত পাশা ও জেমাল পাশা সিউপির একজন মিসরীয় সদস্যকে গ্র্যান্ড ভাইজারের মতো পদে নিয়োগ দেন। তাঁকে নামমাত্র গ্র্যান্ড ভাইজার করে ক্ষমতা নিজেদের কবজায় রাখেন এই ত্রয়ী।

কিমকে পাশের আসনে বসিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেছেন পুতিন

মস্কো, ২২ জুনঃ রাশিয়ার তৈরি অরাস লিমোজিন গাড়িতে কিমকে পাশের আসনে বসিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেছেন পুতিন। এমন একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যম ভাইরাল হয়েছে। বিষয়টিকে অনেকেই দুই নেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখানোর প্রয়াস হিসেবে দেখছেন। ভিডিওটি প্রথম রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টিভি প্রকাশ করে। যে লিমোজিন গাড়িটি পুতিন চালাচ্ছিলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেই গাড়িটিই তিনি ব্যবহার করেন। গাড়িটি পুতিন ম্যানিকিউরড পার্ক এলাকা দিয়ে চালিয়ে যাওয়ার সময় দুই নেতা গল্প জুড়ে দেন। গল্পের একপর্যায়ে দুই নেতাকে হাসতে দেখা গেছে। পরে জঙ্গলে ঘেরা একটি এলাকায় গাড়ি থেকে নেমে দুজনকে হেঁটে হেঁটে গল্প করতে দেখা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট অবশ্য প্রথম একটি অরাস গাড়ি কিম জং-উনকে উপহার দিয়েছিলেন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে। দুই দেশের পক্ষ থেকেই তখন বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল। আর এবার একই মডেলের আরেকটি গাড়ি তাঁকে উপহার দেওয়া হলো। এর মানে হলো, কিম জং-উনের গ্যারেজে এখন অন্তত দুটি অরাস গাড়ি রয়েছে। গাড়ি নিয়ে কিমের বিপুল আগ্রহ রয়েছে। তাঁর নিজের সংগ্রহে বেশ বড়সংখ্যক বিদেশি বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে। সম্ভবত এই গাড়িগুলো চোরাচালানের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ায় আনা হয়েছে। কারণ, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দেশটিতে বিলাসবহুল পণ্য রপ্তানি করা নিষিদ্ধ। কিমকে মেবাক লিমোজিনে দেখা গেছে। বেশ কয়েকটি মার্সেডিজ, একটি রোলস-রয়েস ফ্যান্টম ও একটি লেক্সাস স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকেলেও তাঁকে চড়তে দেখা গেছে।

সোভিয়েত আমলে রাশিয়ায় চলত জিল লিমোজিন। অরাস সিরাটকে অনেকটা একই রকমভাবে তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ অরাস সিনাট দেখতে অনেকটা জিলের মতোই। এটিই এখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের আনুষ্ঠানিক গাড়ি, অর্থাৎ প্রেসিডেনশিয়াল কার। গত মে মাসে ক্রেমলিনে তাঁর শপথ অনুষ্ঠানের দিনে ভ্লাদিমির পুতিন ওই গাড়িতে চড়েছিলেন। এ দিকে পুতিনকে এক জোড়া কুকুর উপহার দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম। কুকুর দুটি স্থানীয় পুংসান জাতের। এই কুকুর শিকারের কাজে ব্যবহার করা হয়। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সাদা রঙের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি জায়গায় কুকুর দুটিকে রাখা হয়েছে।

কার্জি পাড়া থেকে প্রচুর চোলাই মদ ও মদ তৈরির উপকরণ বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, জটেশ্বর , ২৩ জুনঃ জটেশ্বর চোলাই মদের বিরুদ্ধে বীরপাড়া আবগারি দপ্তরের অভিযান অব্যাহত। ফের রবিবার বীরপাড়া আবগারি দপ্তর অভিযান চালিয়ে ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের মিশন লাইন এবং জটেশ্বর কাজলী সংলগ্ন কার্জি পাড়া থেকে প্রচুর চোলাই মদ ও মদ তৈরির উপকরণ বাজেয়াপ্ত করল দিন বীরপাড়া আবগারি দপ্তরের ওসি দীপক কুমার সাহার নেতৃত্ব এবং এস, আই পিনাকী রঞ্জন রায়, এ, এস আই প্রশান্ত রায়, ভুপেন রায় এবং সঞ্জিব বিশ্বাসএবং জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ কে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে ১৫০ লিটার চোলাই মদ,২ হাজার ১৫০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ,২০ কিলো বাখর ,এবং ১০ টি হাঁড়ি বাজেয়াপ্ত ও নষ্ট করল আবগারি দপ্তর।অপর দিকে বীরপাড়া পুলিশ কে সঙ্গে নিয়ে যৌথ অভিযান চালিয়ে বীরপাড়া মতিমিল এলাকা থেকে ১৮ বোতল হুইস্কি এবং ৬০ বোতল বিয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয় তবে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।বীরপাড়া আবগারি শাখার ওসি দীপক কুমার সাহা জানান, ফালাকাটা ব্লকের ২ টি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫০লিটার চোলাই মদ,২ হাজার ১৫০ মদ তৈরির উপকরণ ১০ টি হাঁড়ি বাজেয়াপ্ত ও নষ্ট করা হয়েছে। এছাড়া বীরপাড়া থেকে ৬০ বোতল ভুটান বিয়ার এবং ১৮ বোতল হুইস্কি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছেতবে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। চোলাই মদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিয়ান চালিয়ে যাওয়া হবে বলে তিনি জানান।

সূরজ রেভান্নার ১৪ দিনের জেল হেফাজত

বেঙ্গালুরু, ২৩ জুনঃ লোকসভা নির্বাচনের মাঝেই গ্রেফতার হন জেডিএস নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ প্রজ্বল রেভান্না। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং যৌনতার ভিডিয়ো টেপ বানানোর অভিযোগ রয়েছে। এবার যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন প্রজ্বল রেভান্নার ভাইও। যৌন হেনস্থা মামলায় গ্রেফতার করা হল জনতা দল (সেকুলার)-র নেতা তথা বিধান পরিষদের সদস্য সূরজ রেভান্নাকে।

দলের এক পুরুষ কর্মীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। কর্নাটক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, জেডি(এস)-এর এক কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতেই সূরজ রেভান্নাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার সূরজকে বেঙ্গালুরু বিশেষ আদালতে পেশ করা হয়। পরে আইনজীবী নিখিল ডি কামাত বলেছেন, জেডি(এস) এমএলসি এবং এইচডি রেভান্নার ছেলে সূরজ রেভান্নাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

Name Change

I, Nazma Kurban Mallik & Nazeema (old name) W/O Koorban Rijman Mollick, residing at Vill- Khanpur, P.O. & P.S.- Chanditala, Dist- Hooghly, Pin- 712702, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Najima Begum Koorban Mollick (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 21/06/2024. Najima Begum Koorban Mollick (new name) and Nazma Kurban Mallik & Nazeema (old name) both are same identical person

Name Change

I, Kurban Rizwan Mallik (old name) S/O Rijman Irbass Mollick, residing at Vill- Khanpur, P.O. & P.S.- Chanditala, Dist- Hooghly, Pin- 712702, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Koorban Rijman Mollick (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 21/06/2024. Koorban Rijman Mollick (new name) and Kurban Rizwan Mallik (old name) both are same identical person

Name Change

I, Sukhvinder Kaur Padam and Sukhvinder Kaur (old name) W/O Ranvir Singh, residing at 29/30, Block A (1st Floor), Bangur Avenue, Kolkata- 700055, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sukhvinder Kaur Solan (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata (Bankshall Court) on 03/03/2006. Sukhvinder Kaur Solan (new name) and Sukhvinder Kaur Padam and Sukhvinder Kaur (old name) are the same identical person

Name Change

I, Najmul Hoque Baddy Alias Najimul Haque Molla (old name) S/O Ainal Hoque Molla, residing at T-334, Panch Para Road, P.O.- Bartala, P.S.- Rajabagan, Kolkata- 700018, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Najimul Haque Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2024. Najimul Haque Molla (new name) and Najmul Hoque Baddy Alias Najimul Haque Molla (old name) both are same identical person.

Name Change

I NOWSER MALLICK & NAOSER MALLICK, S/O CHHATRAR MALLICK, R/O VILL TAJPUR, PO-MORAH, PS-HARIPA, HOOGHLY RURA, 712403, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAOSAR ALI MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024, THAT NOWSER MALLICK & NAOSER MALLICK AND NAOSAR ALI MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ABHAY PAUL, S/O ALOKE PAUL, R/O 142, RABINDRA NAGAR, BARANAGAR, PO ISI, PS BARANAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700108, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AVOY PAUL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/01/2024, THAT ABHAY PAUL AND AVOY PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RUBIYA BEGAM SEKH, D/O MASUD LASKAR, W/O SEKH SARFUDDIN, R/O KUMIRMORA SHANTINAGAR, PO KUMIRMORA, PS CHANDITALA, HOOGHLY RURAL, PIN-712704, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH RUBIYA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024, THAT RUBIYA BEGAM SEKH AND SEKH RUBIYA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK NUR HOSSAIN, S/O SEKH MOHAMMAD ESRAIL, R/O KOTALPUR, BAHANA, PO JAGATBALLAVPUR, PS JANGIPARA, HOOGHLY RURAL, PIN-712404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH NOOR HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024, THAT SK NUR HOSSAIN AND SEKH NOOR HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Arati Kumari Mandal (old name) W/O Kishore Kumar Mondal, D/O Ram Kumar Mondal, residing at Bonder bill, Adarsh Nagar, P.O.- Dankuni, Chandannagar, Dist- Hooghly, Pin- 712311, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Arati Kumari Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2024. Arati Kumari Mondal (new name) and Arati Kumari Mandal (old name) both are same identical person.

Name Change

I SAHIDUL MALLICK, S/O SOFI MOHAMMAD MOLLICK, R/O CHAKENAYETNAGAR, PS-BISHNUPUR, SOUTH 24 PORGANAS, 743503, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIDUL MOLLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024, THAT SAHIDUL MALLICK AND SAIDUL MOLLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAHANUL HAQUE, S /O MD SIRAJUL HAQUE, R /O VILL MOBARAKPUR, PO LAUHATI, PS RAJARHAT, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAHANUL HAQUE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024, THAT SAHANUL HAQUE AND MD SAHANUL HAQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NOORALAM SEKH, S/O SELIM SEKH, R/O CHHOTA GAGANGOHALIA, PO-BARA GAGANGOHALIA, PS-BISHNUPUS, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NURALOM SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024, THAT NOORALAM SEKH AND NURALOM SEKH AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SRIAJUL HAQUE, S/O ISA HAQUE, R/O VILL MOBARAKPUR, PO LAUHATI, PS RAJARHAT, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SIRAJUL HAQUE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024, THAT SRIAJUL HAQUE AND MD SIRAJUL HAQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KHALILUL RAHAMON MALLIK, SON OF OHID BOSK MALLIK, RESIDING AT VILL DIST -HOOGHLY, PS-CHANDITALA, PO-BANDPUR, I HAVE LOST OF MY DEED,VIDE NO-I 3806, SERIAL NO 03967/2008, A.S.D.R JANAI HOOGHLY, WHILE I AM GOING TO BANDPUR TO SIKHALA 26 NO ROAD, IF ANY ONE FOUND PLEASE CONTACT ABOVE MENTIONED ADDRESS.

নাম পরিবর্তন

আমি Mahammad Amanullah Khan পিতা Golam Nabi Khan , ঠিকানা - মথুরডাঙ্গী (মোল্লাপাড়া), পোষ্ট-মৃগালা, থানা- ডানকুনি, জেলা- হুগলী, পিনকোড-৭১২৩১১, আমার পাসপোর্টে ভুল বশতঃ আমার নাম Mohammad Amanullah Khan , জন্মতারিখ - ০২-০২-১৯৭১, পিতা Hafij Golam Nabi Khan, মা Sayeda khatoon রয়েছে। শ্রীরামপুর কোর্টে ২১-০৬-২০২৪ তারিখ নোটারী এভিডেভিড বলে আমি সর্বত্র MAHAMAD AMANULLAH KHAN, জন্মতারিখ- ১৪-০৪-১৯৭৭, পিতা-GOLAM NABI KHAN, মা-SAJEDA BEGUM নামে পরিচিত হলাম। MAHAMAD AMANULLAH KHAN ও Mohammad Amanullah Khan এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি।

Name Change

I ALLHAREKA BIBI, S/O SK ABDUL SATTAR, R/O 37, KUSTIA MASJID BARI LANE TILJALA, KOLKATA, PIN-700039, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALLHARAKHI BIBI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024, THAT ALLHAREKA BIBI & ALLHARAKHI BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

গুরুগ্রামের কারখানায় বিস্ফোরণে আহতের সংখ্যা বেড়ে ১০

গুরুগ্রাম, ২৩ জুন ঃ হঠাৎ বিকট শব্দ! ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গুরুগ্রামের দৌলতাবাদ শিল্পাঞ্চল। ঘটনাটি ঘটে শনিবার। অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রে ব্যবহৃত ফায়ার বলের কারখানায় বিস্ফোরণের হয়। ঘটনায় মৃত কমপক্ষে ৪ জন শ্রমিক। সূত্রের খবর, আহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০ জন। উল্লেখ্য, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্ফোরণের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। ওই ভিডিয়োতে দেখা গেছে, বিস্ফোরণের জেরে আলোকিত হয়ে ওঠে দৌলতাবাদ শিল্পাঞ্চল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ২৪ টি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে আশেপাশের দমকল দফতর থেকেও ইঞ্জিন আনানো হয় বলে জানিয়েছেন দমকলের এক আধিকারিক। বিস্ফোরণের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পাঞ্চল লাগোয়া একাধিক বাড়িঘর। কীভাবে এমন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটল তা খতিয়ে দেখতে গঠন করা হয়েছে তদন্তকারী দল।

যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন বিধায়ক

বেঙ্গালুরু, ২৩ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনের মাঝেই গ্রেফতার হন জেডিএস নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ প্রজ্বল রেভান্না। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং যৌনতার ভিডিয়ো টেপ বানানোর অভিযোগ রয়েছে। এবার যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন প্রজ্বল রেভান্নার ভাইও। যৌন হেনস্থা মামলায় গ্রেফতার করা হল জনতা দল (সেকুলার)'র নেতা তথা বিধান পরিষদের সদস্য সূরজ রেভান্নাকে। দলের এক পুরুষ কর্মীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। কর্নাটক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, জেডি(এস)-এর এক কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতেই সূরজ রেভান্নাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগকারী জেডি(এস)-এর ওই কর্মী জানিয়েছেন, গত ১৬ জুন সূরজ রেভান্না তাঁর ফার্ম হাউসে ডেকে যৌন হেনস্থা করেন। মুখ বন্ধ রাখলে ওই কর্মীকে রাজ্য রাজনীতিতে উত্থানে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন সূরজ, এমনটাই দাবি অভিযোগকারীর। প্রসঙ্গত, শনিবার সূরজ রেভান্না ও তাঁর সহকারী পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে দুই ব্যক্তি তাঁদের ব্ল্যাকমেল করছে। 'মিথ্যা' যৌন হেনস্থার মামলায় তাঁকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

কিছুটা রেহাই, রবিতে দিল্লি উত্তর ভারতে বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন ঃ একটানা তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে রেহাই পেতে চলেছে দিল্লি ও উত্তর প্রদেশসহ উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্য। জানা গেছে, রবিবার দিল্লিতে দিনভর মেঘলা আকাশ ও হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মৌসম ভবন সূত্রে খবর, এদিন দিল্লির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪০ ও ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে। যা গত কয়েকদিনের তুলনায় বেশ খানিকটা কম। ৩০ জুন নাগাদ দিল্লিতে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। পাশাপাশি সোমবার থেকে আগামী ৭ দিন উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ ও উত্তরাখণ্ডে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলেও আগামী সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ, দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়ের কয়েকটি এলাকায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে।

নিট বিতর্কের জেরে সরানো হল এনটিএর ডিজিকে

নয়াদিল্লি, ২২ জুন ঃ নিট বিতর্কের জেরে সরানো হল এনটিএর ডিরেক্টর জেনারেল বা ডিজিকে। এতদিন এই পদে ছিলেন সুবোধ কুমার সিং। তাঁর জায়গায় এলেন প্রদীপ সিং খারোলা। অস্থায়ী ডিজি হিসাবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস এবং ইন্ডিয়া ট্রেড প্রোমোশন অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর। নিট ও নেট নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার যে দাবি উঠছে বা পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে, সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত এবার এই প্রদীপ সিং খারোলাকেই নিতে হবে।

কোচবিহারের মাথাভাঙায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, বসল পুলিশ ক্যাম্প

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ জুন ঃ ফের উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারের মাথাভাঙায়। গত ২১ জুন মাথাভাঙা শহর লাগোয়া ১ নম্বর ব্লকের পূর্ব খাটেরবাড়ি কান্দুরা মোড়ে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে হামলা হয়। সেই হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই ওই এলাকায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, রবিবার বহিরাগত দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে ওই এলাকায় প্রবেশ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাথাভাঙা থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারা রুট মার্চও করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এই বিষয়ে মাথাভাঙা হাজরাহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাসেম আলী জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন থেকেই বহিরাগত দুষ্কৃতীরা এসে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। এদিন দু'জন দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র নিয়ে এলাকায় প্রবেশ করে। তাতেই উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করুক নইলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলন করব আমরা।

রাস্তার বেহাল দশা, ম্লান জনপ্রিয় চটকপুরের আকর্ষণ

দুরন্ত বার্তা, চটকপুর, ২৩ জুন ঃ দার্জিলিং থেকে প্রায় ২৬-২৭ কিলোমিটার দূরে সিঞ্চল ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারির এই ছোট গ্রাম চটকপুর। মাত্র ১৯টি পরিবারের বসবাস। সোনাদার কাছে এই গ্রামটি ইকো ট্যুরিজমের জন্য পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। বাহারি ফুল ফুটে থাকে পথের দু'ধারে। সরুপথ ধরে সামনে এগোলে চোখে পড়ে দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়। ভোরবেলায় হোমস্টের জানলা খুলে বাইরে তাকালে সূর্যের আলো গায়ে মাখানো কাঞ্চনজঙ্ঘা মুগ্ধ করে পর্যটকদের। প্রতিবছর প্রচুর পর্যটক আসেন, একমুঠো সুখকর অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফেরেন। তবে গোলাপের কাঁটার মতো একটা অস্বস্তি থেকে যায় তাঁদের মনে। আসাযাওয়ার অভিজ্ঞতা যদি ভোরবেলায় কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের মতোই সুন্দর হত আফসোস শোনা যায় ভ্রমণপ্রেমীদের মুখে। কলকাতা থেকে চটকপুর ঘুরতে এসেছিলেন এমন এজনের গলায় আক্ষেপের সুর, 'জায়গাটা ছবির মতো সুন্দর, অথচ যাওয়াআসার পথে কোমর ব্যথা হয়ে যায়। বন দপ্তর পর্যটকদের মাথাপিছু প্রবেশমূল্য নিচ্ছে, তবুও সারাই করা নিয়ে হুঁশ নেই।' পর্যটকরা তো ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসেন। যাঁদের স্থায়ী ঠিকানা পাহাড়ের কোলে থাকা গ্রামে, তাঁদের দুর্ভোগের কাহিনী অকল্পনীয়। সোনাদা থেকে চটকপুর যাওয়ার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে এই পথ দিয়ে রোজ যাতায়াত করতে হয় গ্রামবাসীকে। সবথেকে বেশি অসুবিধা হয় প্রসূতিদের। এমনকি প্রসবের তিনমাস আগে সোনাদায় ঘর ভাড়া

নিয়ে থাকতে হচ্ছে অধিকাংশকে। বারবার বন দপ্তরের কাছে আবেদন জানিয়েছেন এখানকার সাধারণ মানুষ, তবুও দুর্দশার ছবি একটুও পাল্টায়নি। চটকপুরের এক বাসিন্দা জানান, 'বর্ষাকালে অবস্থা আরও খারাপ হয়। রাস্তাজুড়ে বেরিয়ে থাকা পাথরের টুকরোর কারণে স্কুটার, বাইক এবং গাড়ির চাকা পিছলে পড়ে যায়। কখনও আবার জমে থাকা কাদায় আটকে পড়ে চাকা। কেউ আচমকা অসুস্থ হলে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পথে খুব সমস্যা দেখা দেয়।' চটকপুর ঢোকার মুখে বন দপ্তরের তরফে পর্যটকদের মাথাপিছু এবং গাড়ির জন্য 'এন্ট্রি ফি' নেওয়া হচ্ছে। সেই বাবদ সরকারি কোষাগারে বছরে মোটা টাকা জমা পড়লেও রাস্তা সংস্কারে এত উদাসীনতা কেন, প্রশ্ন উঠতে থাকে পর্যটকদের মুখে মুখে। অন্যজন বললেন, 'রাস্তা এত খারাপ জানলে ছোট বাচ্চা নিয়ে এখানে ঘুরতে আসতাম না। সোনাদা থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে চটকপুর পৌঁছাতে হয়। পুরোটার একই দশা।' উত্তরবঙ্গে ইকো ট্যুরিজমের জন্য পাহাড়ি গ্রামটিকে প্রচারের আলোয় আনতে জোর দিয়েছে পর্যটন দপ্তর। এখানে বন দপ্তরের তৈরি ইকো হাট রয়েছে। এত উদ্যোগের পরও কেন রাস্তার শোচনীয় দশা, কোনও উত্তর নেই কর্তৃপক্ষের কাছে। একপাশে খাদ থাকায় পাথুরে বেহাল রাস্তায় গাড়ি চালানো আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, অভিযোগ গাড়িচালকদেও। তারা জানালেন, বিপদ বুঝলেই যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। কিছুটা পথ হেঁটে এসে তাঁরা আবার গাড়িতে ওঠেন। রাস্তা সারাই হলে পর্যটকের ভিড় আরও বাড়বে এমনটাই মনে করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

নীতিগতভাবে খারাপ আবহাওয়ায় পারমিট ইস্যু না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পর্যটন দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুন ঃ প্রবল তুষারপাত অথবা ধসের কারণে পর্যটকরা আটকে পড়েছিলেন। নতুন করে সেই ঘটনা আর যাতে না হয় সেই দিকেই বিশেষ সক্ষ্য রেখেছে উত্তর সরকার। প্রতি বছরই এমন ঘটনা ঘটে। পর্যটকদের যেমন উৎকণ্ঠা বাড়ে, তেমনই তাঁদের উদ্ধারে কালঘাম ছোটে প্রশাসনের। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও কেন পারমিট দেওয়া হয়। গত কয়েক বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে প্রশাসনের মধ্যেও। সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে তাই পারমিট ইস্যুর ক্ষেত্রে এখন থেকে আবহাওয়ায় নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিকিমের পর্যটন দপ্তর। ভারী বৃষ্টি, ধসের সম্ভাবনা এবং অতিরিক্ত তুষারপাতের সতর্কতা থাকলে সংশ্লিষ্ট জায়গায় আগামীতে আর পারমিট ইস্যু করবে না প্রশাসন। সিকিম পর্যটন পারমিট সেলের এক আধিকারিক বলছেন, 'আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা সহ নানা দিক খতিয়ে দেখেই এখন থেকে পারমিট ইস্যুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বেড়াতে এসে কেউ সমস্যায় পড়ুক, সেটা যেমন চাইছি না, তেমনই পর্যটকদের উদ্ধারে প্রশাসনকে সমস্যায় পড়তে হোক, সেটাও সঠিক নয়।' শীত পড়তেই পর্যটকদের ঢল নামে সিকিমে। তুষারপাতের টানে পাহাড়ি রাজ্যটিতে আসেন দেশবিদেশের পর্যটকরা। ভারী থেকে অতি ভারী তুষারপাতের জেরে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের আটকে পড়তে হয়। যেমন চলতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি নাথু লায় আটকে

পড়েছিলেন প্রায় ৫০০ পর্যটক। ১৭৫টি গাড়ি সহ তাঁদের উদ্ধারে নামতে হয় সেনাবাহিনীকে। গত বছর ৪ এপ্রিল পূর্ব সিকিমের ১৫ মাইলে তুষারঝড়ে মৃত্যু হয় সাত পর্যটকের। গত সপ্তাহেই প্রবল বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় উত্তর সিকিমের চুংথাং, লাচুং সহ বিভিন্ন জায়গায়। আটকে পড়া প্রায় দেড় হাজার পর্যটককে উদ্ধার করা হয়। একই ঘটনা ঘটেছিল গত বছরের অক্টোবরের শুরুতে সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে। যদিও এই ঘটনাটির সঙ্গে আবহাওয়ার সরাসরি কোনও যোগসূত্র নেই। গত বছর তুষারঝড়ে সাত পর্যটকের মৃত্যুর পরই পারমিট ইস্যু করার ক্ষেত্রে কড়া অবস্থানের কথা জানিয়েছিল সিকিম। কিন্তু পরবর্তীতে কিছুই করা হয়নি। বরং পারমিট ইস্যুর ক্ষেত্রে আরও শিথিলতা দেখানো হয়েছে। যার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে সাম্প্রতিক ঘটনায় বলে অভিযোগ উঠছে। জানা গিয়েছে, মংগন সহ উত্তর সিকিমে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ভূমিধসের সতর্কতা দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। এরপরেও পারমিট ইস্যু করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যাতে নির্দিষ্টি কয়েকটি জায়গায় পর্যটকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সে দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (এসডিএমএ)। কিন্তু স্থানীয় পর্যটন মহল এবং রাজনৈতিক প্রভাবের জন্য প্রশাসনের তরফে এসডিএমএ'র যুক্তি এবং দাবি কার্যকর হয়নি। তবে এবার প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে এসডিএমএ। তাই নীতিগতভাবে খারাপ আবহাওয়ায় পারমিট ইস্যু না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পর্যটন দপ্তর। যদিও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। সিকিমের এক হোটেল ব্যবসায়ী জানাচ্ছেন, 'পর্যটন মরশুমে অন্তত এক মাস আগে বুকিং হয়। সেসময় কি বোঝা সম্ভব কোথায় কেমন আবহাওয়া থাকবে? এই সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া উচিত।'

চা পাতা তোলাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের সংঘর্ষ চোপড়ায়, আহত বেশ কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ২৩ জুন ঃ চোপড়ার ডানকানসের একটি অচল চা বাগানের পাতা তোলাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের সংঘর্ষ। শনিবার ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় পাথর ছোড়ার পাশাপাশি ছররা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে মালিকপক্ষ চলে যাওয়ার পর শ্রমিকরা নিজেরাই বাগান দেখভাল করেন। শুক্রবার থেকে শ্রমিকদের দু'পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয়। এদিন একপক্ষ পাতা তুলতে গেলে

অন্য পক্ষ বাধা দেওয়ায় সংঘর্ষ বাধে বলে অভিযোগ। শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, এলাকার কিছু মস্তান বাগানের জমি দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিন পাতা তুলতে গেলে তাঁরা অতর্কিতে হামলা চালায়। ঘটনায় কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে যান চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংহ। তিনি জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কর্মহীন দেড় হাজার শ্রমিক

চোপড়ার চন্দন চা বাগানে ঝুলল সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ

চোপড়া,২৩ জুন ঃ শ্রমিক অসন্তোষের কারণে চোপড়ার চন্দন চা বাগানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝোলাল কর্তৃপক্ষ। এর জেরে কর্মহীন হয়ে পড়লেন প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক। কয়েক মাস ধরে আর্থিক সংকটের মধ্যেই চলছিল দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দন চা বাগান। এবার বাগানে কাজ বন্ধের নোটিশে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে শ্রমিক মহলে। সাকির আলি নামে এক শ্রমিক জানান, বাগান বন্ধ ছিল। সম্ভবত রাতে নোটিশ টাঙানো হয়েছে। সোমবার সকালে অফিস গেটে বাগান কর্তৃপক্ষের এধরনের নোটিশ দেখে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। গত ৩০ মে বকেয়া মজুরির দাবিতে বাগান ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। এই শ্রমিক অসন্তোষ ও বাগানের সার্বিক সমস্যা নিয়ে মালিকপক্ষ প্রি লকআউটের নোটিশ জারি করে। তার দু'সপ্তাহের মধ্যেই বাগানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝোলাল কর্তৃপক্ষ। আইএনটিটিইউসি

নেতা জীবন রায় বলেন, 'মালিকপক্ষ আগাম কোনও কিছু না জানিয়েই হঠাৎই অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ পাঠিয়েছে। বিষয়টি সংগঠনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।' অন্যদিকে, সিটু নেতা দবিরুল ইসলাম বলেন, 'আর্থিক সংকট এবং এরইমধ্যে বকেয়ার দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলনে মালিকপক্ষ অসন্তুষ্ট হয়ে আগে প্রি লকআউট নোটিশ পাঠিয়েছিল। এদিন সকালে কারখানার অফিস গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ টাঙানো হয়।' এদিন অবশ্য বাগান ম্যানেজারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। তবে তিনি ফোন তোলেননি।

লেমন গ্রাস চাষে কৃষকদের ক্ষতির আশঙ্কা নেই, লগ্নিও অনেক কম

দুরন্ত বার্তা, ২৩ জুন ঃ কোনও রকম যত্ন বা পরিচর্চা লাগে না। শুধু বসিয়ে দিলেই ফলন। কথা হচ্ছিল

লেমন গাছের। এই গাছের কোনও যত্ন বা পরিচর্চা প্রয়োজন হয় না। এমনিই বেড়ে ওঠে। গাছের চারার খরচ খুবই কম। লেমন গ্রাসের এক একটি চারার দাম মাত্র ২-৩ টাকা। এছাড়া অন্য ফসলের তুলনায় এই ফসলে তেমন রোগ হয় না। ফলে কৃষকদের ক্ষতির আশঙ্কাও কম। মাত্র ৬ মাসের মধ্যে এই চারাগাছ বড় হয়ে যায়। প্রতি ৮০ থেকে ৯০দিন পর এই গাছ তোলা যায়। প্রথম বছরের পর কৃষকরা এক হেক্টর জমি থেকে ৯০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

বর্তমানে ভারতে লেবু বা লেমন ঘাসের চাষ জনপিয়তা পাচ্ছে। কৃষকরা লেমনগ্রাস চাষে তাদের আগ্রহ দেখাচ্ছেন কারণ এই গাছটি খুব বেশি যত্ন ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াই বেড়ে উঠতে পারে, গাছের চারার খরচ খুবই কম এবং এই গাছের অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। এছাড়া অন্য ফসলের তুলনায় এই ফসলে তেমন রোগ হয় না। ফলে কৃষকদের ক্ষতির আশঙ্কাও কম। মাত্র ৬ মাসের মধ্যে এই চারাগাছ বড় হয়ে যায়। প্রতি ৮০ থেকে ৯০দিন পর এই গাছ তোলা যায়। তাই, কৃষকরা যদি বাণিজ্যিক চাষের জন্য অথবা আন্তঃফসল হিসাবে এই চমৎকার ঘাস বেছে নেয়, তাহলে তারা খুব কম সময়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পারে। বর্তমানে, ভারতে এই ফসলটি ৩০০০ হেক্টর জমিতে চাষ করা হচ্ছে, মূলত কেরালা, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও আসাম রাজ্যের কিছু অংশে এবং বার্ষিক উৎপাদন ৩০০-৩৫০ টন। তবে পশ্চিমবঙ্গে এই চাষটি এখনও তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। লেমন গ্রাস সরু এবং দীর্ঘ পাতা বিশিষ্ট একটি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং এটি ভারত সহ অন্যান্য অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। লেমনগ্রাস হল ভারতে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা সুগন্ধি ফসলগুলির মধ্যে একটি যা Poaceae পরিবারের অন্তর্গত। এটি প্রধানত ভারতে পশ্চিমঘাট (কেরালা, মহারাষ্ট্র), তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, আসাম এবং কর্ণাটক ছাড়াও সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশের পাদদেশে জন্মায়। লেমন গ্রাসের প্রচুর ঔষধি গুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। সর্বোত্তম সুগন্ধি গন্ধের জন্য অনেকেই চা বানানোর সময় এই ভেষজটি নিয়মিত ব্যবহার করে চা পান করে থাকেন।

আমেরিকার চোখরাঙানি উপেক্ষা করে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন কিম

২৩ জুন ঃ ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝে হঠাৎই উত্তর কোরিয়ায় গিয়েছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। দীর্ঘ ২৪ বছর পর 'বন্ধু' কিম জং উনের দেশে পা রাখবেন তিনি। আমেরিকার দাবি, এবার দুদেশের মধ্যে অস্ত্র চুক্তি নিয়েই পুতিনের এই সফর। গত কয়েকমাসে রুশ ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বেশ বেগ হতে হচ্ছে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে। হাতিয়ার চেয়ে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে 'হাহাকার' করছে ইউক্রেন। ফলে এবার কিম ও পুতিনের মধ্যে অস্ত্র চুক্তি হলে চাপ বাড়বে কিয়েভের। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার চোখরাঙানি উপেক্ষা করে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন কিম। বন্ধু পুতিনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, রণক্ষেত্রে রাশিয়াকে সবরকমভাবে নিঃশর্ত সাহায্যের। পাশাপাশি রুশ প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পিয়ংইয়ংয়ে যাওয়ার জন্য। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই এবার উত্তর কোরিয়ায় যাচ্ছেন পুতিন। আজ, মঙ্গলবার পিয়ংইয়ংয়ে পা রাখবেন তিনি। বুধবার পর্যন্ত থাকবেন বন্ধুর দেশে। রয়টার্স সূত্রে খবর, এই দুদিনে পুতিন বৈঠক করার পাশাপাশি ঘুরে দেখবেন কিমের অত্যাধুনিক অস্ত্রভাণ্ডার। ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকেই পরমাণু অস্ত্রধারী এই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে উঠেপড়ে লেগেছে মস্কো। কারণ এই যুদ্ধে হাতিয়ার জুগিয়ে ইউক্রেনের পাশে রয়েছে আমেরিকা। যা মোটেই ভালোভাবে নেননি পুতিন। তাই আমেরিকা বিরোধী দেশের সঙ্গে জোট বাঁধতে চাইছেন তিনি। এর আগে বহু রিপোর্টে আমেরিকা দাবি করেছে, সকলের নজর এড়িয়েই রাশিয়াকে অস্ত্র যোগাচ্ছে উত্তর কোরিয়া। যা নিয়ে দুদেশকেই কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। পালটা পরমাণু যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন পুতিনও। ফলে তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে এবার মস্কো ও পিয়ংইয়ংয়ের সঙ্গে সংঘাত আরও তীব্র হবে ওয়াশিংটনের। এমনকী দুদেশের মধ্যে অস্ত্র চুক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে হোয়াইট হাউস।

এনিয়ে সোমবার মার্কিন বিদেশ দপ্তর জানিয়েছে, 'পুতিন এই সফর নিশ্চিত ছিল। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অস্ত্র চাইতেই তিনি উত্তর কোরিয়ায় যাচ্ছেন। দুদেশের এই সম্পর্কে আমরা উদ্বিগ্ন।' মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারও ফের একবার দাবি করেন, ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার অস্ত্রভাণ্ডারে টান পড়েছে। তারা চাইছে ইরান ও উত্তর কোরিয়ার থেকে অস্ত্র নিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করতে। আমরা জানি, এর মধ্যে পিয়ংইয়ং থেকে কয়েক ডজন ব্যালিস্টিক মিসাইল ও ১১ হাজার কন্টেনারে গোলাবারুদ রাশিয়ায় গিয়েছে। যা মস্কো ব্যবহার করছে কিয়েভের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে। প্রসঙ্গত, ২০০০ সালে শেষবার উত্তর কোরিয়ায় গিয়েছিলেন পুতিন।

অতীত স্মরণ করিয়ে ট্রুডোকে তোপ কানাডার সাংসদের

২৩ জুন ঃ খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের মৃত্যুবার্ষিকীতে সংসদে নীরবতা পালন করে ট্রুডো সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে কানাডার খলিস্তান প্রেম। এই পরিস্থিতিতেই ট্রুডো সরকারকে আয়না দেখালেন কানাডার ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাংসদ চন্দ্র আর্য। সংসদ কক্ষে দাঁড়িয়েই ১৯৮৫ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার কণিষ্ক বিমানে জঙ্গি হামলা স্মরণ করালেন তিনি। খলিস্তান জঙ্গিদের সেই হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ৩২৯ জনের যাঁদের অধিকাংশই কানাডার বাসিন্দা। একইসঙ্গে জানালেন, 'কানাডার মাটিতে ফের সেই অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।' খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের মৃত্যুবার্ষিকীতে কানাডার সংসদে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সেই ঘটনা নিয়ে বিতর্কের মাঝেই এবার সংসদে ট্রুডো সরকারকে বিঁধে কণিষ্ক হামলা স্মরণ করান চন্দ্র আর্য। স্পিকার গ্রেগ ফোগর্সকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, মিস্টার স্পিকার, আগামী ২৩ জুন ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ঘটনায় মৃতদের শ্রদ্ধা জানানো হোক সংসদে। ৩৯ বছর আগে এই দিনে খলিস্তানি জঙ্গিরা বোমা হামলা চালিয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার ১৮২ কণিষ্ক বিমানে। ভয়াবহ এই জঙ্গি হামলায় মাঝ আকাশে মৃত্যু হয় ৩২৯ জনের। কানাডার ইতিহাসে এর চেয়ে বড় জঙ্গি হামলা আর কখনও ঘটেনি। একইসঙ্গে তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত সেই ভয়াবহ ইতিহাস আজ কানাডার বেশিরভাগ মানুষেরই স্মরণে নেই। তবে কানাডার মাটিতে খলিস্তান সমর্থকদের দ্বারা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী

ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার সাম্প্রতিক উদযাপন, সহিংসতা এবং ঘৃণাকে মহিমান্বিত করে। যেটা স্পষ্ট করে যে নতুন করে ফের সেই অশুভ শক্তির উত্থান ঘটেছে কানাডার মাটিতে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আর্যর এই বার্তা সেই সময়ে এল যখন খলিস্তানি জঙ্গি নিজ্জরের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে কানাডায়।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৮ জুন কানাডার মাটিতে আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল খালিস্তান টাইগার ফোর্স সংগঠনের প্রধান হরদীপ সিং নিজ্জর। ভারত সরকারের জঙ্গি 'হিটলিস্টে' প্রথম সারিতে নাম ছিল তার। তার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কানাডার সংসদ হাউস অফ কমন্সে স্পিকার গ্রেগ ফোগর্স নিজ্জরের উদ্দেশে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন। এর পর উপস্থিত সাংসদদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিজ্জরের মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করতে। এই ঘটনায় বিতর্ক চরম আকার নেয়। এরপরই কানাডা সরকারের বিরুদ্ধে তোপ গাদলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান সাংসদ চন্দ্র আর্য।

জৈব সার ব্যবহারেই লিচুতে সাফল্য, লিচু বিদেশে পাড়ি দেওয়ায় খুশি চাষিরা

২৩ জুন ঃ গরমের মরশুমে আম, জাম, লিচুতে ভরে গিয়েছে বাজার। ফল ব্যবসায়ীরা সারা বছর এই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। নদিয়ার কৃষি প্রধান অঞ্চলগুলির ফল চাষিদের অনেকাংশ নির্ভর করেন এই গ্রীষ্মকালীন লাভজনক ফলের চাষের উপর। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়ার লিচুর সুনাম রয়েছে। প্রত্যেক বছরই পাড়ি দেয় দেশের বিভিন্ন কোণে। এবার সেই লিচু দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে পাড়ি দিচ্ছে ইজরায়েলে। এছাড়াও দিল্লি, অসম, মুম্বইয়ে যাচ্ছে এই লিচু। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া অঞ্চলের আম ও লিচু বিখ্যাত। এবার আমকে টেক্কা দিচ্ছে লিচু। মাজদিয়া অঞ্চলের বেশিরভাগ লিচু চাষে ব্যবহার করা হয়েছে জৈব সার। তার জেরেই মাজদিয়ার অঞ্চলে ইজরায়েলের একটি সংস্থা লিচু কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে। দর

দামের পর ঠিক হয় বাংলার লিচু পাড়ি দেবে মধ্য এশিয়ার দেশে। তবে চোখের দেখায় সব কিছু ঠিক হয়নি। সত্যিই জৈবসার ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার পরই চুক্তি ঠিক হয়। লিচু চাষিরা মনে করছেন, যেহেতু কীটনাশক ব্যবহার না করে চাষ করা হয়েছে তাই ইজরায়েলের বাজার কাঁপাবে বাংলার লিচু। তাঁদের আরও দাবি, লিচু বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ফলে তাঁরা যেমন লাভের মুখ দেখবেন, তেমনই আগামী মরশুমে আরও বেশি সংখ্যক চাষি লিচু চাষে আগ্রহী হবেন। কৃষ্ণগঞ্জের লিচু চাষি বিদ্যুৎ বিশ্বাস বলেন, আমাদের এই লিচু মুম্বই হয়ে ইজরায়েল যাচ্ছে। ইজরায়েলের ব্যবসায়ীরা আমাদের কাছে আসেন। ২ হাজার লিচু সাড়ে দশ হাজার টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। অন্যবারের থেকে এবারে আমরা খুশি। এই লিচু যেহেতু জৈবিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয়েছে, তাই চাহিদাটাও বেশি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

অস্ত্রোপচার সফল হলেও উইম্বলডনে অনিশ্চিত জকোভিচ

বেলগ্রেড, ২৩ জুনঃ উইম্বলডনের সময় লন্ডনে যাবেন নোভাক জকোভিচ। তবে বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লামে তাঁর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। হাঁটুর চোটের জন্য ফরাসি ওপেনের মাঝ পথে সরে দাঁড়িয়েছিলেন জোকার। অস্ত্রোপচারের পর তাঁর উইম্বলডনে নামা এখনও অনিশ্চিত। ১৭ দিন আগে প্যারিসে হাঁটুর অস্ত্রোপচার করিয়েছেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্লামের

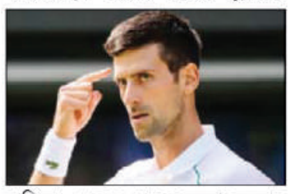

মালিক। এখনও খেলার মতো অবস্থায় নেই ৩৭ বছরের টেনিস খেলোয়াড়। জকোভিচের মন চাইছে অল ইংল্যান্ড লন টেনিস ক্লাবের কোর্টে নামতে। কিন্তু সায় দিচ্ছে না ডান হাঁটু। ফরাসি ওপেন থেকে নাম তুলে নেওয়ার পর এখনও কোর্টে ফেরেননি। উইম্বলডন শুরু হবে আগামী ১ জুলাই। হাতে সময় আর এক সপ্তাহ। এর মধ্যে ম্যাচ খেলার মতো ফিট হওয়া কঠিন। তবু চেষ্টা করছেন জোকার। লন্ডনেও পৌঁছে যাবেন প্রতিযোগিতা শুরুর আগে। কোর্টে নামার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন। না পারলে সরে দাঁড়াবেন।

গৌতম কোচ হলে ভারত অবশ্যই বিশ্বকাপ জিতবে

বড় দাবি গম্ভীরের কাছের মানুষের

মুম্বই, ২৩ জুনঃ গুরু গম্ভীর কেমন কোচ হবেন? এ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। কেকেআরের মেন্টর গৌতম গম্ভীরই যে ভারতের পরবর্তী হেড কোচ হতে চলেছেন, তা একপ্রকার চারিদিকে রটে গিয়েছে। অবশ্য গৌতি এখনই সকলকে জানাতে চান না যে রাহুল দ্রাবিড়ের মসনদে তিনিই বসতে চলেছেন। যে কারণে সম্প্রতি তিনি ভারতের কোচ হতে চলা প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসলে উত্তরে বলেন, ''আমি দূরের কথা এখন থেকেই ভাবতে চাই না। এই প্রশ্নর উত্তর তাই দেওয়া খুব কঠিন। আমি এখন খুব ভালো আছি। সবে তো আইপিএল শেষ হয়েছে। কেকেআরের হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এখন একটু সেটাই উপভোগ করতে চাই। যা হবে পরে দেখা যাবে।'' গৌতম যা-ই বলুন না কেন, তাঁর খুব কাছের একজন বলে দিলেন, ''গৌতম গম্ভীর যদি ভারতের কোচ হয়, তা হলে ভারত নিশ্চিত ভাবে বিশ্বকাপ জিতবে।'' কে বললেন এ কথা? ভারতীয় টিমকে সাফল্য এনে দিতে পারেন গম্ভীর। এই প্রসঙ্গে গৌতম গম্ভীর ভারতীয় টিমের কোচ হয়, তা হলে ভারত নিশ্চিতভাবে বিশ্বকাপ জিতবে। আমার ছাত্র যদি

সংবাদসংস্থা এএনআইকে গৌতম গম্ভীরের কোচ সঞ্জয় ভরদ্বাজ বলেছেন, ''যদি ৩-৪ বছরের জন্য ভারতীয় টিমের কোচ হয়, তার থেকে আনন্দের মুহূর্ত আর কিছু হবে না।'' সবকিছু ঠিক থাকলে এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপের পরই রাহুল দ্রাবিড়ের জায়গায় টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব গৌতম গম্ভীরের হাতে উঠতে পারে। বর্তমানে ভারতীয় টিম টি-২০ বিশ্বকাপে ব্যস্ত। গৌতম গম্ভীরের কোচ সঞ্জয় ভরদ্বাজ বলেন, ''আমরা ভালো পারফর্ম করছি। আগে আমাদের বোলিং বিভাগ ভালো ছিল না। কিন্তু এখন আমাদের বোলিং বিভাগ যেখানে জসপ্রীত বুমরার মতো ক্রিকেটার রয়েছে, তা ভালো হয়ে গিয়েছে। আমার মনে বয় এ বার ১২ বছর পর আমরা বিশ্বকাপ জিততে পারব।'' চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে এখনও ভারত সেমিফাইনালের টিকিট পায়নি। কিন্তু গ্রুপ ১ থেকে সেমিফাইনালে ওঠা প্রথম দল হওয়ার সুযোগ রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার কাছে। সুপার এইটে রোহিত শর্মার ভারত পরপর ২ ম্যাচে ভালো জায়গায় রয়েছে। অবশ্য সুপার এইটে ভারতকে শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতেই হবে। তা হলেই মিলবে সেমির টিকিট।

'চ্যাম্পিয়ন'দের ভাগ্য ঝুলিয়ে রাখল আফগানিস্তান

টি-২০ বিশ্বকাপে ইতিহাস রশিদদের

কিংগসটাউন, ২৩ জুনঃ না কোনও অঘটন নয়। ক্রিকেট মহল বলছে, যোগ্য দল হিসেবে টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে আফগানিস্তান। রশিদ-গুলবদিনরা এই প্রথম বার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারালেন। টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে আর মাত্র ৪টি ম্যাচ বাকি। কিন্তু এখনও

কোনও টিম সেমিফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেনি। ক্রিকেট মহল এই পরিস্থিতিতে বলছে অজিদের উড়িয়ে আফগান কাব্য লিখলেন রশিদ-গুলবদিনরা। ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। সেই চ্যাম্পিয়নদের ভাগ্য এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপে ঝুলিয়ে রাখল আফগানরা। ক্রিকেট বিশ্বে ধীরে ধীরে আফগানিস্তান নিজেদের ক্ষমতা প্রমাণ করছে। গত বছরের ওডিআই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল আফগানিস্তান। এ বার টি-২০ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে হারালেন রশিদরা। আফগানদের নোটবুকে এ স্কোরই আসছে। ফিরে যাওয়া যাক ২০২৩ এর ওডিআই বিশ্বকাপে। অস্ট্রেলিয়াকে সে বারও হারাতে পারত আফগানরা। যদি অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ২০১ রানের অপরাজিত মহাকাব্যিক ইনিংস উপহার না দিতেন, তা হলে ওডিআই বিশ্বকাপেও অজিদের হারিয়ে দিত আফগানিস্তান। সেটা না হলেও এ বার টি-২০ বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়লেন আফগানিস্তানের ক্রিকেটাররা। টস জিতে প্রথমে আফগানদের ব্যাটিংয়ে পাঠান অজি ক্যাপ্টেন মিচেল মার্শ। আফগানিস্তানের দুই ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরান ১১৮ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। এই জুটি ভাঙে ১৫.৫ ওভারে। মার্কাস স্টইনিস ফেরান গুরবাজকে। ৪৯ বলে ৬০ রান করেন নাইট তারকা গুরবাজ। এরপর ১৬.৩ ওভারে অজমতউল্লাহ ওমরজাইকে ফেরান অ্যাডাম জাম্পা। ২ রানে ফেরেন তিনি। ওই একই ওভারের শেষ বলে ইব্রাহিম জাদরানের উইকেট তোলেন জাম্পা। ৫১ রানে ফেরেন জাদরান। করিম জানাত ১৩ রান করেন। মহম্মদ নবি ১০ রানে অপরাজিত থাকেন। শেষ অবধি ৬ উইকেটে ১৪৮ রান তোলে আফগানিস্তান। বাংলাদেশের পর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও হ্যাটট্রিক করেন কামিন্স। ২ উইকেট জাম্পার। আর একটি নেন স্টইনিস। ১৪৯ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে প্রথমেই ধাক্কা খায় অজিরা। ওপেনার ট্রাভিস হেডকে শূন্যে ফেরান নবীন উল হক। পাওয়ার প্লে-র মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া। ওয়ার্নার ৩ রান করেন। ক্যাপ্টেন মার্শ ১২। অজিদের হয়ে লড়াই করেন অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তিনি ৪১ বলে ৫৯ রান করেন। কিন্তু তা দলকে জেতানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। আফগান আগ্রাসনের কাছে মাথা নত করতে হয় অস্ট্রেলিয়াকে। গুলবদিন নায়েব ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন। ৪ বল বাকি থাকতেই ১২৭ রানে অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। যার ফলে ২১ রানে ম্যাচ জিতে নেয় আফগানিস্তান। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পান গুলবদিন নায়েব।

পন্থকে ডাকলেন 'পকেট রকেট', স্কাই-কে ড্রেসিংরুমে সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার দিলেন স্যার ভিভ রিচার্ডস

অ্যান্টিগা, ২৩ জুনঃ অ্যান্টিগায় বাংলাদেশকে টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচে উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। আগামিকাল সুপার এইটে টিম ইন্ডিয়ার শেষ ম্যাচ। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। ওই ম্যাচের আগে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে পৌঁছে গেলেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস। তিনি আসলে টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে গিয়েছিলেন সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার দিতে। ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে সেরা ফিল্ডার মেডেল পাওয়ার দৌড়ে ছিলেন সূর্যকুমার যাদব, রোহিত শর্মা, অক্ষর প্যাটেল। সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার দিতে ভিভিয়ান রিচার্ডস ভারতের ড্রেসিংরুমে আসছেন শোনার পর প্রত্যেকেই উঠে দাঁড়ান। এবং হাততালিতে ভরে যায়। স্যার ভিভ রিচার্ডস ড্রেসিংরুমে ঢুকে প্রথমেই বিরাট কোহলির সঙ্গে হাত মেলান। এরপর ভারতের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ জানান, ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার পেয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। এরপর ভিভ স্কাইয়ের গলায় ওই মেডেল পরিয়ে দেন। ভারতীয় টিমের প্রত্যেকের প্রশংসা করেন ভিভ। উইকেটকিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থের প্রশংসা করেন তিনি। তাঁকে পকেট রকেট বলে ডাকেনও। পাশাপাশি ভারতীয় টিমের ক্রিকেটারদের জন্য বলেন, ''তোমরা যে ভাবে ক্রিকেট খেলছো, আমরা সকলেই সেটা উপভোগ করছি। তোমরা শক্তিশালী। যদি মেরুন শিবির এগোতে না পারে, আমি তোমাদেরই সমর্থন করব।''

কোপা আমেরিকা

১০৮ বছরের ইতিহাসে এবারই যা প্রথম ঘটল, একুয়েডরকে হারিয়ে ভেনেজুয়েলার শুরু

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৩ জুনঃ কোপা আমেরিকার ১০৮ বছরের ইতিহাসে আগে গোল হজম করার পর কখনোই ম্যাচ জিততে পারেনি ভেনেজুয়েলা। অন্যদিকে ২০০৭ সালের পর আগে গোল করে কখনো হারেনি ইকুয়েডর। এমন পরিস্থিতিতে ১০ জনের ইকুয়েডরের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ার পর ভেনেজুয়েলা সমর্থকেরা হয়তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মাঠে নামা ভেনেজুয়েলার খেলোয়াড়েরা হাল ছাড়েননি। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দলটি। দুই বদলি খেলোয়াড় জনডার কাদিজ ও এদুয়ার্দ বেল্লোর গোলে শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে তারা। যার মধ্য দিয়ে কোপা আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম পিছিয়ে পড়ার পর জয়ের দেখাও পেল ভেনেজুয়েলা। লেভি স্টেডিয়ামে ভালো খেলতে থাকা ইকুয়েডরের জন্য ২২ মিনিটেই ম্যাচটা অসম হয়ে পড়ে। ভেনেজুয়েলার ডিফেন্ডার হোসে মার্তিনেজের বুকে বুট দিয়ে আঘাত করে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ইকুয়েডরের স্ট্রাইকার ইনার ভ্যালেন্সিয়া। রেফারি যদিও শুরুতে হলুদ কার্ড দেখিয়েছিলেন, পরে ভিএআরে যাচাই করে সিদ্ধান্ত বদলে দেখানো হয় লাল কার্ড। ১০ জনের দল নিয়েই ভেনেজুয়েলাকে চমকে দেয় ইকুয়েডর। ম্যাচের

৪০ মিনিটে জেরেমি সারমিয়েন্তোর গোল এগিয়ে যায় তারা। পিছিয়ে পড়লেও ভেনেজুয়েলা অবশ্য হাল ছাড়েনি। বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে ছিল তারাই। তবে ফল পাওয়ার জন্য ভেনেজুয়েলাকে অপেক্ষা করতে হয় ম্যাচের ৬৪ মিনিট পর্যন্ত। বদলি নামা কাদিজের গোলে সমতায় ফেরে তারা। ১০ মিনিট পর সুযোগসন্ধানী এক গোলে ভেনেজুয়েলাকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন আরেক বদলি বেল্লো। এই গোলটিই শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দেয় ম্যাচে। জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ভেনেজুয়েলা। দলকে জয় এনে দিয়ে উচ্ছ্বসিত বেল্লো ম্যাচ শেষে বলেন, ''দলের হয়ে গোল করে ম্যাচ জিততে সহায়তা করতে পারাটা দারুণ আনন্দের। এই তিন পয়েন্ট সামনে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।'' 'বি' গ্রুপের অন্য ম্যাচে জ্যামাইকাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে মেক্সিকো। টেক্সাসে শুরু থেকেই দাপটের সঙ্গে খেলেছে উত্তর আমেরিকার দেশটি। জ্যামাইকাকে চাপে রেখে একের পর এক সুযোগও তৈরি করে তারা। কিন্তু কখনো নিজেদের ভুলে আবার কখনো প্রতিপক্ষ রক্ষণের দৃঢ়তায় গোলবঞ্চিত হয়েছে তারা। শেষ পর্যন্ত ৬৯ মিনিটে জেরার্দো আর্তেগাই মেক্সিকোকে এনে দেয় স্বস্তির গোলটি। বল দখলে পিছিয়ে থাকা জ্যামাইকাও অবশ্য দারুণ কিছু সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলের দেখা পায়নি তারা। হারের হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাদের।

ইউরো কাপ

রোনাল্ডোর অ্যাসিস্টের রেকর্ড, তুরস্ককে হারিয়ে শেষ ষোলোয় পর্তুগাল

ডর্টমুন্ড, ২৩ জুনঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো গোল করেননি, করিয়েছেন। গড়েছেন ইউরোয় অ্যাসিস্টের রেকর্ডও। আর তারকা ফরোয়ার্ডের রেকর্ড গড়ার দিনে ইউরোতে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে পর্তুগাল। আজ 'এফ' গ্রুপের ম্যাচে তুরস্ককে ৩-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত করেছে ২০১৬-এর চ্যাম্পিয়নরা। পর্তুগালের হয়ে একটি করে গোল করেছেন বের্নার্দো সিলভা ও ব্রুনো ফার্নান্দেজ। অপর গোলটি আত্মঘাতী। রোনাল্ডো গোল না করলেও ব্রুনোর দ্বিতীয় গোল তাঁরই বানিয়ে দেওয়া। এ ছাড়া তুরস্কের করা আত্মঘাতী গোলেও ছিল পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ীর আক্রমণের প্রভাব। পর্তুগালের কাছে হারলেও অবশ্য তুরস্কের পরের পর্বে ওঠার সুযোগ হারিয়ে যায়নি। একই দিনে গ্রুপের অন্য ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্র-জর্জিয়া ১-১ ড্র করায় গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে টিকে আছে তুরস্ক। ডর্টমুন্ডের সিগনাল ইদুনা পার্কের ম্যাচটিতে তুরস্কের গোলমুখে প্রথম শটই নেন রোনাল্ডো। দ্বিতীয় মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া ওই শট অবশ্য তুরস্ক গোলকিপার আতলাই বায়িন্দির সহজেই আটকে দেন। ম্যাচে পর্তুগাল প্রথম গোলটি পায় ২১ মিনিটে। নুনো মেন্ডেসের বাড়ানো বল ধরে সহজেই জালে জড়ান বের্নার্দো সিলভা। ২৯ বছর বয়সী ম্যানচেস্টার সিটি উইঙ্গারের এটি

পর্তুগালের হয়ে বড় টুর্নামেন্টে প্রথম গোল। এর আগে দুটি করে ফিফা বিশ্বকাপ ও ইউরো মিলিয়ে টানা ১৪ ম্যাচে গোলশূন্য ছিলেন তিনি। এগিয়ে যাওয়ার সাত মিনিট পর দ্বিতীয় গোলও পেয়ে যায় পর্তুগাল। এই গোলে অবশ্য তুরস্কের ডিফেন্ডার সামেত আকাইদিনের দায়ই বেশি। হোয়াও কানসেলো মাঝমাঠ দিয়ে লম্বা করে বল বাড়ান রোনাল্ডোর জন্য। তবে বল পেয়ে যান আকাইদিন। রোনাল্ডো নিজেদের রক্ষণভাগে থাকার কারণেই হয়তো বল পেছনে গোলকিপারের দিকে বাড়ান তিনি। কিন্তু বায়িন্দির ততক্ষণে সামনে চলে আসেন, ধীরে ধীরে বল চলে যায় জালের দিকে। গোলকিপার ছুটে গেলেও তার আগেই গোললাইন পেরিয়ে যায় বল। প্রথমার্ধে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা পর্তুগাল তৃতীয় গোলটি করে ৫৫ মিনিটে। ব্রুনোর কাছ থেকে পাওয়া বল যখন রোনাল্ডোর পায়ে, তখন সামনে শুধু গোলকিপারই ছিলেন। তবে নিজে গোলের চেষ্টা না করে কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় থাকা ব্রুনোকে দিয়ে দেন। এ নিয়ে ইউরোতে ৭ গোলে অ্যাসিস্ট করলেন রোনাল্ডো। ১৯৮০ আসর থেকে সংরক্ষিত রেকর্ড বলছে, এ সময়ে রোনাল্ডোই সবচেয়ে বেশি গোল করিয়েছেন। ছাড়িয়ে গেছেন চেক প্রজাতন্ত্রের কারেল পোভরস্কির ৬ অ্যাসিস্টের রেকর্ড। শেষের আধা ঘণ্টায় আর কোনো গোল না হলেও শেষ ষোলোর টিকিট নিয়েই মাঠ ছেড়েছে পর্তুগাল।

ডি ব্রুইনা-টিয়েলম্যানসের গোলে জয়ে ফিরল বেলজিয়াম

আসরের শুরুতে পাওয়া হারের ধাক্কা সামলে আক্রমণের ঝড় বইয়ে দিল বেলজিয়াম। কম গেল না রোমানিয়াও, তবে মরিয়া প্রতিপক্ষের সামনে সুবিধা করতে পারল না তারা। দুই অর্ধের দুই গোলে দারুণ এক জয়ে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের নকআউট পর্বের ওঠার সম্ভাবনা জোরাল রাখল ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের তিন নম্বর দলটি।

কোলন, ২৩ জুনঃ স্লোভাকিয়ার কাছে ১-০ গোলের হারে ইউরো শুরুর জ্বালা মনে মনে পুষে রেখেছিলেন বেলজিয়ামের খেলোয়াড়েরা। সে ম্যাচে বেলজিয়ামের দুটি গোলও বাতিল হয়েছিল। কোলনে আজ রেইনার্জিস্তাদিওনে রোমানিয়ার বিপক্ষে বেলজিয়ামের খেলোয়াড়েরা তাই আর দেরি করেননি। ম্যাচের ২ মিনিটেই গোল! আরও সঠিক করে বললে ৭৪ সেকেন্ডে। ইউরোর ইতিহাসে তৃতীয় দ্রুততম এবং বড় টুর্নামেন্টে বেলজিয়াম জাতীয় দলের হয়ে দ্রুততম এই গোলের পরও আরও অনেক সুযোগ পেয়েছে ডমিনিকো তেদেস্কোর দল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোমানিয়ার বিপক্ষে বেলজিয়ামের জয়ের ব্যবধান ২-০। ম্যাচের শুরুতে ইউরি টিয়েলম্যানসের সেই গোলের পর ৮০মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি বেলজিয়াম অধিনায়ক কেভিন ডি ব্রুইনার। বেলজিয়াম আরও একবার গোল উদযাপন করেছে। ৬৩ মিনিটে ডি ব্রুইনার ডিফেন্সচেরা পাস ধরে বল জালে পাঠিয়ে উদ্‌যাপন সেরে নিয়েছিলেন বেলজিয়াম স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকু। কিন্তু ভিএআর প্রযুক্তিতে দেখা যায় লুকাকু অফসাইড ছিলেন। গোলটি বাতিল হয়। স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ম্যাচেও অফসাইডের কারণে লুকাকুর একটি গোল বাতিল হয়। লুকাকু জড়িয়ে আছেন বেলজিয়ামের প্রথম গোলেও। জেরেমি ডকুর পাস পেয়ে কিক নেওয়ার জন্য বলটা টিয়েলম্যানসের সামনে ঠেলে দিয়েছিলেন লুকাকু।

১৮ গজ দূর থেকে জোরাল মাপা শটে গোল করতে ভুল করেননি টিয়েলম্যানস। পুরো ম্যাচেই বেলজিয়ামের এই তিন খেলোয়াড় রোমানিয়ার রক্ষণকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিলেন। আর পেছন থেকে পাসে পাসে কলকাঠি নেড়েছেন ডি ব্রুইনা। নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগে বেলজিয়ান গোলকিপার কোয়েন কাস্তিলসের দুরপাল্লাস পাস ধরে গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা রোমানিয়ার ডিফেন্ডার নিতাকে পাত্তা না দিয়েই ডান পায়ের দারুণ শটে গোল করেন ডি ব্রুইনা। ২০০০ সালে নরওয়ের টমাস মাইয়ের ও নেদারল্যান্ডসের স্যান্ডর ওয়েস্টারভেল্ডের পর ইউরোর ইতিহাসে তৃতীয় গোলকিপার হিসেবে গোল করালেন কাস্তিলস। এই ম্যাচ নিয়ে সবচেয়ে বড় বিস্ময়, মাত্র দুটি গোল হলো কীভাবে! দুই দলই প্রচুর সুযোগ পেয়েছে। ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার ৪ মিনিট পরই রোমানিয়ার রাদু দ্রাগুসিনের হেড দারুণভাবে ঠেকান বেলজিয়াম গোলকিপার কাস্তিলস। দুই দলই আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণনির্ভর ফুটবল খেলেছে। বেলজিয়াম রক্ষণে ঢুকছে তো রোমানিয়াও পাল্টা আক্রমণে ভয় ছড়িয়েছে বেলজিয়ান রক্ষণে। শেষ দিকে রোমানিয়ার একটি আক্রমণে গোল লাইনের কাছ থেকে বল 'ক্লিয়ার' করেন বেলজিয়ামের ডিফেন্ডাররা। মোট ১৪টি শটের প্রচেষ্টা নিয়ে ৫টি শট বেলজিয়ামের পোস্টে রাখতে পেরেছে রোমানিয়া। বেলজিয়াম ২০টি শট নিয়ে ৯টি রাখতে পেরেছে পোস্টে। বেলজিয়াম জেতায় 'ই' গ্রুপের সমীকরণ বেশ জমে উঠল। চার দলের সংগ্রহই ৩ পয়েন্ট করে। শীর্ষে থাকা রোমানিয়া ও দ্বিতীয় বেলজিয়াম গোল ব্যবধানেও সমান (১)। স্লোভাকিয়া গোল ব্যবধানে পিছিয়ে তৃতীয় (০)। ইউক্রেন চতুর্থ (-২)। নিজেদের শেষ ম্যাচে ইউক্রেনের মুখোমুখি হবে বেলজিয়াম এবং রোমানিয়ার বিপক্ষে খেলবে স্লোভাকিয়া।

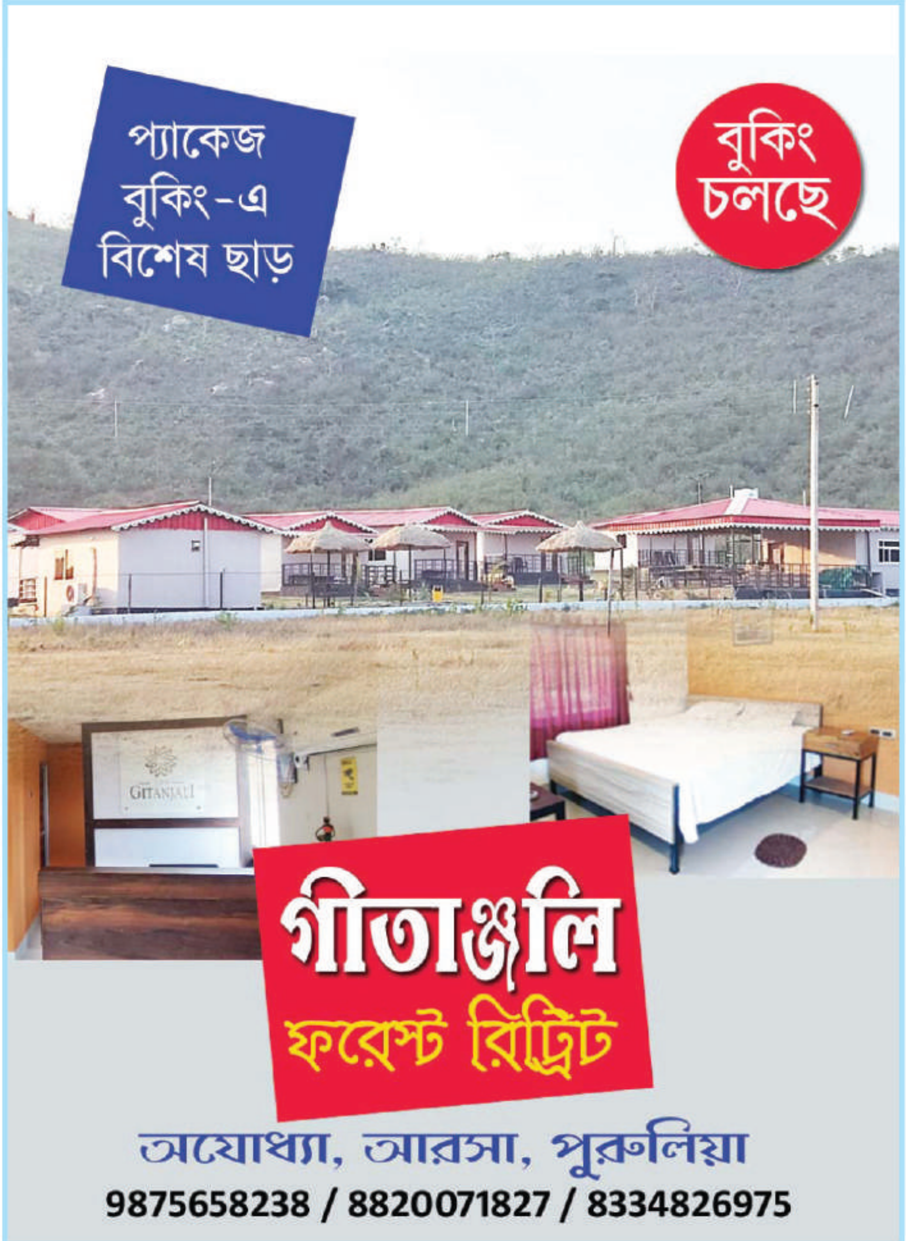

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com